যারা আমেরিকার সাহায্য করে তাদের কুফরীর সুস্পষ্ট প্রমাণ

শাইখ নাসির ইবনে হামদ আল ফাহদ (ফাক্কাল্লাহু আসরাহ)

যারা আমেরিকার সাহায্য করে তাদের কুফরীর সুস্পষ্ট প্রমাণ

শাইখ নাসির ইবনে হামদ আল-ফাহদ

(ফাক্কাল্লাহু আসরাহ)

সূচিপত্র

প্রথম পর্ব

ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেড হামলা

আমি এই পর্বে এমন কতিপয় দলিল-প্রমাণ উল্লেখ করবো, যা প্রমাণ করবে যে, আমেরিকার নেতৃত্বে পরিচালিত এ হামলাটি একটি ক্রুসেড হামলা, এর মাধ্যমে আমেরিকা ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়। আমরা এই পর্বটিকে তিনটি পরিচ্ছেদে ভাগ করবো-

প্রথম পরিচ্ছেদ: আমেরিকা সম্পর্কে কিছু কথা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: তালেবান সম্পর্কে কিছু কথা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: এই হামলাটি যে ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেড হামলা, তার প্রমাণসমূহ।

প্রথম পরিচ্ছেদ: আমেরিকা সম্পর্কে কিছু কথা।

আমেরিকান বিকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করলে আলোচনা অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে। তবে আমি দু'দিক থেকে তার সম্পর্কে আলোচনা করবো।

১. নিজস্বভাবে তার বিকৃতি ও নৈরাজ্য।

২. পৃথিবীর দেশে দেশে তার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি।

প্রথম দিক: নিজস্বভাবে তার বিকৃতি ও নৈরাজ্য।

আমেরিকাই কুফর ও ধর্মহীনতার প্রধান এবং বিশৃঙ্খলা ও লাগামহীনতার মূল। ব্যাভিচার ও পাপাচারের দেশ, অশ্লীলতা ও অন্যায়ের দেশ। যেখানে শয়তান বাসা বেধেছে এবং খুঁটি গেড়ে বসেছে।

আমেরিকা হল- যিনা, পুরুষ-পুরুষ সমকামিতা, নারী-নারী সমকামিতা, নগ্নতার আসর, অবৈধ গর্ভধারণ, জারজ সন্তান, মাহরামদের সাথে যিনা, চারিত্রিক অপরাধসমূহ, বল্গাহীনতা, মদপান ও নাচ-গান-জুয়া-পাপাচারের অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে বিশ্বের সর্বাধিক সংখ্যা অর্জনকারী দেশ। আমি নিচে কয়েকটি পরিসংখ্যান উল্লেখ করবো, যার দ্বারা আমার কথার বাস্তবতা বুঝতে পারবেন। অথচ উক্ত জরিপগুলো বহু পুরাতন। নিচে পরিসংখ্যানগুলো উল্লেখ করা হল:

১. সেখানে ২০ মিলিয়নেরও অধিক মানুষ সমকামী। (আল-মুজতামা: ১৫/৩৫০)

২. সেখানে প্রতি বছর ৫০০০ এরও অধিক শিশু বিক্রয় হয়।

৩. সেখানে প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক যিনার সন্তান। (আল-মুজতামা: ১০/১৪)

আর যেসকল সদ্য বয়োপ্রাপ্ত নারীরা শুধুমাত্র অবৈধ গর্ভপাত ঘটায়, তাদের সংখ্যা বছরে অর্ধ মিলিয়নেরও বেশি। (আল-মুজতামা: ৫৩/৬৪৮)

৪. আমেরিকায় প্রতি ২০ জন লোকের মধ্যে একজন কুড়িয়ে পাওয়া লোক পাওয়া যায়। (আল-মুজতামা: ১২/২০৯)

৫. ১৫ মিলিয়নেরও অধিক শিশুকে সরকারীভাবে ভ্রূণ মোচনের মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে। (আল-মুজতামা: ৩৫/৬২৫)

৬. সান ফ্রান্সিকো শহরকে সমকামিতার শহর হিসাবে গণ্য করা হয়। আর এরাই শহরের এক চতুর্থাংশ ভোটারের প্রতিনিধিত্ব করে। (আল-মুজতামা: ৩২/৬৩৭)

৭. সেখানে প্রায় একশ' মিলিয়ন লোক মাদকাসক্ত। (আল-মুজতামা: ৪২/১৯৯)

৮. আমেরিকান মদ কোম্পানীগুলো যে পরিমাণ প্রোডাকশন দেয়, তার মূল্য ৪০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। (আল-মুজতামা: ৩০/১৫৭)

আর সেখানে বিভিন্ন প্রকার অপরাধের সংখ্যা অগণিত। তার মধ্যে কয়েকটি নিচে দেয়া হল:

১. আমেরিকান সরকারি পরিসংখ্যান মতে, ২০০০ সালে সেখানে অপরাধের সংখ্যা ২৬ মিলিয়নের কাছাকাছি পৌঁছেছে।

তাদের ১৯৯৯ সালের অপরাধের পরিসংখ্যান নিচে দেওয়া হল:

১. প্রতি তিন সেকেন্ডে একটি ভূমি অপরাধ সংঘটিত হয়।

২. চুরির অপরাধ প্রতি ১৫ সেকেন্ডে একটি।

৩. প্রতি ২২ সেকেন্ডে একটি নোংরা অপরাধ।

৪. খুনের অপরাধ প্রতি ৩৪ সেকেন্ডে একটি।

৫. ছিনতাইয়ের অপরাধ প্রতি ৬ মিনিটে একটি।

৬. শারীরিক আঘাতের অপরাধ প্রতি ৩৪ সেকেন্ডে একটি।

আমরা যা উল্লেখ করলাম, তা হল এই কুফরী রাষ্ট্রটির বিকৃতির সামান্য চিত্র মাত্র।

প্রিয় মুসলিম ভাই! আপনি যদি জানতেন, আল্লাহ কওমে লূত সম্পর্কে কী বলেছেন!! আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্বন্ধে বলেছেন-

أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿العنكبوت: ٢٩﴾

অনুবাদ: **"তোমরা কি পুংমৈথুনে লিপ্ত আছ, রাহাজানি করছ এবং নিজেদের মজলিসে গর্হিত কর্ম করছ? জওয়াবে তাঁর সম্প্রদায় কেবল একথা বলল, আমাদের উপর আল্লাহর আযাব আন যদি তুমি সত্যবাদী হও।"** (সূরা আনকাবূত:২৯)

কওমে লূতের অপরাধসমূহের সবচেয়ে বেশি বর্ণনা পাওয়া যায় ইবনে আসাকিরের বর্ণনায়, যা তিনি নিজ সনদে হযরত আবূ উমামা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন। হযরত আবূ উমামা রাযি. বলেন, কাওমে লূতের মাঝে ১০টি মন্দ বৈশিষ্ট্য ছিল, যেগুলো তাদের ব্যাপারে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল: ১। কবুতর খেলা, ২। বন্দুক নিক্ষেপণ, ৩। শীশ বাজানো, ৪। মজলিসের মধ্যে বায়ু ত্যাগ করা, ৫। চুল খাড়া করা, ৬। দাঁত ফুটানো, ৭। লুঙ্গি ঝুলিয়ে রাখা, ৮। আলখিল্লা

আটকে রাখা, ৯। পুরুষ-পুরুষ অনৈতিক কাজ করা, ১০। সকলে যৌথভাবে মদের আড্ডা বসানো। (তারিখে দিমাশক:৫০/৩২১)

যদি এ দশটি মন্দ বৈশিষ্ট্যকে আমেরিকান বিকৃতির জ্যোতির্বিজ্ঞানীয় নাম্বারের সাথে মিলান, তাহলে আপনার সামনে বিশাল পার্থক্য স্পষ্ট হবে। শুধু তাই নয়, আমেরিকার বিকৃতি কওমের লূতের বিকৃতি থেকে বহুগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে।

আর যখন আপনি জানবেন যে, আল্লাহ তা'আলা কওমে লূতকে এমন শাস্তি দিয়েছেন, যা তাদের ব্যতিত অন্য কাউকে দেননি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿الذاريات: ٣٢﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ ﴿الذاريات: ٣٣﴾
مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿الذاريات: ٣٤﴾

অনুবাদ: "তারা বললঃ আমরা এক অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি, যাতে তাদের উপর মাটির ঢিলা নিক্ষেপ করি। যা সীমাতিক্রমকারীদের জন্যে আপনার পালনকর্তার কাছে চিহ্নিত আছে।"(সূরা যারিয়াত:৩২-৩৪)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন-

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ ﴿هود: ٨٢﴾

অনুবাদ: "অবশেষে যখন আমার হুকুম এসে পৌঁছাল, তখন আমি উক্ত জনপদকে উপরকে নীচে করে দিলাম এবং তার উপর স্তরে স্তরে কাঁকর পাথর বর্ষণ করলাম।"(সূরা হুদ:৮২)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন-

وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿القمر: ٣٧﴾

অনুবাদ: "তারা লূতের (আঃ) কাছে তার মেহমানদেরকে দাবী করেছিল। তখন আমি তাদের চক্ষু লোপ করে দিলাম। অতএব, আস্বাদন কর আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী।"(সূরা ক্বামার:৩৭)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন-

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿الحجر: ٧٣﴾

অনুবাদ: "অতঃপর সুর্যোদয়ের সময় তাদেরকে প্রচন্ড একটি শব্দ এসে পাকড়াও করল।"

(সূরা হাজর:৭৩)

আল্লাহ তা'আলা তাদের নিকৃষ্ট কর্মসমূহের কারণে তাদেরকে এই শাস্তি দিলেন যে, তাদের চক্ষু নষ্ট করে দিলেন, তাদেরকে বিকট আওয়ায দ্বারা পাকড়াও করলেন, তাদের ভূমির উপর ভাগকে নিচের ভাগের স্থানে নিয়ে গেলেন এবং তাদের উপর পাথর-বৃষ্টি বর্ষণ করলেন।

তাহলে আমেরিকা কী শাস্তির উপযুক্ত বলে আপনি মনে করেন? এ ধরনের দেশের জন্য কি কোন ঈমানদার ব্যক্তি কাঁদতে পারে?!

দ্বিতীয় দিক: দেশে দেশে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি।

আমেরিকার বৃিকতি যদি নিজেদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকত, তাহলেই তারা ভয়ংকর আসমানী শাস্তির উপযুক্ত হত, আর যখন তাদের বিকৃতি অন্যদের মাঝেও ছড়াচ্ছে এবং তারা পৃথিবীর দেশে দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে বেড়াচ্ছে, তখন তাদের কী শাস্তি হতে পারে?

সমাজের অসংখ্য নৈতিক ও চারিত্রিক অধ:পতনের মূলে আছে এই আমেরিকা। যেমন:

১. ব্যাংকক, যেটা বিশ্বের বিকৃত রুচির সমকামিতার রাজধানী। যেন সেখানে আমেরিকান সেনা সদর দপ্তরের উপস্থিতিই বিশৃঙ্খলা ও লাগামহীনতা সৃষ্টির নিমিত্তে রয়েছে। (আল-মুজতামা: ৮/২৪৮)

২. বিশ্বের সর্বনিকৃষ্ট ফিল্মসমূহের উৎপাদন কেন্দ্র হল হলিউড, যেটা সিনেমা জগতের রাজধানী। এটা আমেরিকায় অবস্থিত।

৩. সমকামিদের সংখ্যা ও ইন্টারনেটের উম্মুক্ত স্থান হিসাবে বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্র হল আমেরিকা।

৪. মদ ও বিড়ি/সিগারেট জাতীয় পণ্য উৎপাদনকারী কোম্পানীসমূহের সর্বাধিক উপস্থিতি আমেরিকায়।

৫. মানবহত্যায় ব্যবহৃত সবচেয়ে বড় অস্ত্র কারখানা আমেরিকায় অবস্থিত।

সমাজে বিকৃতি ও নোংরামি ছড়ানোর আরো অনেক উপকরণই আমেরিকায় রয়েছে।

মুসলিম ছাড়া অন্যান্য মানবজাতির বিরুদ্ধেও তাদের অপরাধের ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ। তন্মধ্যে কয়েকটি নিচে দেওয়া হল:

১. কয়েক মিলিয়ন হিন্দু নির্মূল করেছে, কিছু কিছু পরিসংখ্যান মতে যাদের সংখ্যা একশ' মিলিয়নের অধিকে পৌঁছে যায়। অথচ তারা আমেরিকার মূল অধিবাসী।

২. দাস ব্যবসার মাধ্যমে অসংখ্যা আফ্রিকানকে নির্মূল করেছে, যাদের সংখ্যা কোন কোন পরিসংখ্যান মতে কয়েক মিলিয়নে পৌঁছে যাবে।

৩. ১৯৪৪ সালের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কোন এক রাতে ৩৩৪ টি আমেরিকান বিমান টোকিও থেকে ১৬ বর্গমাইল এলাকায় অগ্নিবোমা বর্ষণ করেছে। এক লাখ লোককে হত্যা করেছে। কয়েক মিলিয়ন লোককে উদ্বাস্তু বানিয়েছে। আমেরিকান কোন এক বড় মাপের জেনারেল এটা দেখে প্রশান্তি অনুভব করল যে, তারা জাপানী নারী, পুরুষ ও শিশুদেরকে আগুন দিয়ে জালিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে।

সেই সময় প্রচন্ড গরমের কারণে ড্রেনের পানিগুলো যেন উতরাচ্ছিল। বিশাল বিশাল খনিজ পদার্থগুলো গলে যাচ্ছিল। মানুষ যেন অগ্নিকুন্ডে সাঁতার কাটছিল। ৬৪টির মত জাপানী শহর এই ধরনের আক্রমণের শিকার হয়েছে। হিরোশিমা ও নাগাশাকির কথা তো বলাই বাহুল্য। কিছু কিছু পরিসংখ্যান মতে এভাবে ৪ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।

৪. একটি ভারসাম্যপূর্ণ জরিপে ১৯৫২ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত সময়ে আমেরিকা- চীন, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, লাউস ও কম্বোডিয়রের ১০ মিলিয়ন মানুষকে হত্যা করেছে।

৫. ১৯৬৩ সালের মাঝামাঝিতে ভিয়েতনাম যুদ্ধের ফলে আমেরিকা এক লাখ ৬০ হাজার মানুষকে হত্যা, ৭ লাখ মানুষকে নির্যাতন, ৩১ হাজার নারীকে অপহরণ, ৩ হাজার মানুষকে জীবিত অবস্থায় নাড়িভুড়ি বের করে ফেলা, ৪ হাজার মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা এবং ৪৬ টি জনপদকে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের মাধ্যমে ধ্বংস করার কাজ সম্পাদন করে।

৬. ১৯৭২ সালের ঈদে মিলাদুন্নবীর ছুটির সময়ে আমেরিকান বোমা ভিয়েতনামে হানাবি ও হাইফোঙ্গের ৩০ হাজারের অধিক শিশুকে মৃত্যুর চিরনিদ্রায় শায়িত করে!

৭. ১৯৬৬ ও ১৯৮৬ সালেতে আমেরিকান প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনী ‘গোয়াতেমালা’র দেড় লাখের অধিক কৃষককে হত্যা করে।

আর ইসলাম ও মুসলমানদের সাথে সম্পর্কিত লোকদের বিরুদ্ধে তার অপরাধ তো অসংখ্য, অগণিত। সবগুলো লিখতে গেলে আমরা আলোচ্য বিষয় থেকেই বের হয়ে যাবো। তাই আমরা তার সামান্য কিছু পরিসংখ্যানের প্রতি ইঙ্গিত দিবো, যাতে এর দ্বারা বাকিগুলো সহজেই বুঝতে পারেন।

১. আমেরিকান সেনাবাহিনীর বোমা বর্ষণ ও ১০ বছর ব্যাপী অন্যায় অবরোধের কারণে ইরাকের এক মিলিয়নের অধিক শিশু নিহত হয়।

২. ইরাকে হাজার হাজার দুধের বাচ্চা ইন্সোলিনের ঘাটতির কারণে অন্ধত্বের শিকার হয়।

৩. আমেরিকান বোমা বর্ষণ ও অবরোধের কারণে ইরাকি পুরুষদের গড় আয়ু ২০ বছর কমে যায় এবং নারীদের গড় আয়ু ১০ বছর কমে যায়।

৪. অর্ধ মিলিয়নের অধিক মানুষ তেজস্ক্রিয়তার কারণে নিহত হয়।

৫. হাজার হাজার ফিলিস্তিনী বৃদ্ধ, নারী ও শিশু আমেরিকান অস্ত্রের মাধ্যমে নিহত হয়।

৬. আমেরিকার পৃষ্ঠপোষকতায় ইসরাঈলের পরিচালিত হত্যাযজ্ঞের কারণে হাজার হাজার ফিলিস্তিনী উদ্বাস্তু ও লেবাননী মুসলমান নিহত হয়।

৭. ১৪১২ থেকে ১৪১৪ হিজরী পর্যন্ত সোমালিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমেরিকান সৈন্যরা হাজার হাজার সোমালিয়ানদেরকে হত্যা করে।

৮. ১৪১৯ হিজরীতে আমেরিকা সুদান ও আফগানিস্তানের উপর ঘৃণ্য ক্রুজ বোমা হামলা করে। এর মাধ্যমে সুদানের ঔষধ কারখানা ধ্বংস করে এবং দুইশ'র অধিক লোককে হত্যা করে।

৯. আমেরিকার কল্যাণে ইসরাঈল দক্ষিণ লেবাননের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ১৭০০০ এর অধিক লোককে হত্যা করে।

১০. আমেরিকার সাহায্য নিয়ে ইন্দোনেশিয়ান সেনাবাহিনী ১ মিলিয়নের অধিক লোককে হত্যা করে।

১১. আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তারা যে অবরোধ আরোপ করেছে, তাতে ১৫ হাজারের অধিক আফগান শিশু নিহত হয়।

এগুলো হল, চেচনিয়া, বসনিয়া, মাকদুনিয়া, কুসুফা, কাশ্মীর, ফিলিপাইন, জাযরুল মুলুক, তিমুর ও অন্যান্য মুসলিম দেশসমূহে আমেরিকা যে সব হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে, সেগুলোর বাইরে।

কোন ব্যক্তি যদি কসম করে বলে যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মুসলিম জাতির উপর যত হত্যাযজ্ঞ, ঘর-বাড়ি থেকে উচ্ছেদ বা তাদের রাষ্ট্র দখল করা হয়েছে, এর প্রত্যেকটির পিছনেই আমেরিকার হাত রয়েছে, তাহলে আমি মনে করি, সে হানেস (কসম ভঙ্গকারী) হবে না! আল্লাহই একমাত্র সাহায্য প্রার্থনার স্থল।

পরিশেষে, এটা আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য ও অগনিত নিয়ামতসমূহের মধ্যে একটি বড় নিয়ামত যে, আল্লাহ তা'আলা এই কুফরী জোটের নেতৃত্ব দান করেছেন এই জালিম রাষ্ট্রটির হাতে। যাতে বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যায় এবং সত্যানুসন্ধানী কারো নিকট অস্পষ্টতা বাকি না থাকে। কারণ তাদের ইতিহাস জুলুম, নির্যাতন, নৈরাজ্য সৃষ্টি ও নিকৃষ্ট কাজকর্মে পরিপূর্ণ। তাদের কালো অধ্যায় সকলের নিকট প্রসিদ্ধ। এটাই সত্যকে পরিপূর্ণ স্পষ্ট করে দেয়। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: তালেবান সম্পর্কে কিছু কথা।

কোন সন্দেহ নেই যে, অন্যান্য দেশের মত আফগানিস্তানেও বহু জাতের ও বহু ধর্মের মানুষ আছে। তাদের মধ্যে আছে শিক্ষিত-মূর্খ, সুন্নী-বিদ'আতি। আফগানিস্তান রাষ্ট্রটি অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং কমিউনিজমের তান্ডবলীলা প্রত্যক্ষ করেছে। তারপর দেখেছে সম্মিলিত জাতির যুদ্ধ এবং তার কারণে হাজার হাজার মুসলমানদের হত্যা ও বাস্তুচ্ছেদ। আর এ সবগুলোই তাদের মাঝে অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা বিস্তারে ভূমিকা রেখেছে।

আমরা এখানে তালেবানদের ব্যাপারে কথা বলছি, কিন্তু আমরা তাদের মাঝে বিভিন্ন অন্যায়-অপরাধ থাকার কথাও অস্বীকার করছি না। আমরা দাবি করছি না যে, তারা বিদ'আত থেকে মুক্ত। কারণ এটি এমন একটি রাষ্ট্র, যেখানে বহু জাত ও বহু আদর্শের মানুষ বসবাস করে। বরং স্বয়ং তালেবানদের মাঝেই বিভিন্নমুখিতা আছে। তাদের মধ্যে কেউ আহলে হাদিসদের প্রতি ধাবিত, কেউ সুফীবাদের প্রতি ধাবিত। তাদের মধ্যে কেউ আছে সাম্প্রদায়িক, কেউ আছে উদারপন্থী। একারণে আমরা এটা বলি না যে, তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতির মাঝে বিভিন্ন ভুল-ত্রুটি নেই।

কিন্তু আমরা এ বিষয়টা স্পষ্ট করতে চাচ্ছি যে, তালেবান সরকার শরীয়ত বাস্তবায়নে এবং দেশের উপর তা আবশ্যক করে দেওয়ার ব্যাপারে একনিষ্ঠ ছিল। আর পূর্ণাঙ্গতার পথে প্রচেষ্টকারী ব্যক্তি তার থেকে দূরে অবস্থানকারী ব্যক্তির মত নয়। সংশোধনের প্রতি আহ্বানকারী ব্যক্তি নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী ব্যক্তির মত নয়। কল্যাণ প্রত্যাশী ব্যক্তি তার থেকে

বিমুখ ব্যক্তির মত নয়। শরীয়তের প্রেমিক ও ইসলামের অনুসারী ব্যক্তি ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী ব্যক্তির মত নয়। এ বিষয়গুলোর আরো বিস্তারিত আলোচনা সামনে “সাতটি সংশয় নিরসন” প্রসঙ্গে আসবে, ইনশা আল্লাহ।

কোন সন্দেহ নেই যে, তালেবান শাসন প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর আফগানিস্তানের প্রতি লক্ষ্যকারী যেকোন ব্যক্তিই দেখতে পাবে যে, সেখানে ইসলামের পতাকা দিন দিন উঁচু হচ্ছিল এবং তারা উত্তম থেকে উত্তমতরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। সেখানে ইসলামী শরীয়ত বাস্তবায়ন করা হয়েছিল, হুদুদ কায়েম করা হয়েছিল, রাস্তাগুলো নিরাপদ হয়ে গিয়েছিল, অন্যায় কর্ম নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, অনেক প্রকাশ্য অন্যায়সমূহ বন্ধ করা হয়েছিল। আমরা প্রতিনিয়ত ইসলামবিরোধী মিডিয়াগুলোতে এমন এমন সংবাদ শুনছিলাম, যা মু’মিনদের হৃদয়গুলোকে শীতল করে দিচ্ছিল। আমি সংক্ষেপে তার কিয়দাংশ উল্লেখ করছি, ইনশা আল্লাহ।

তালেবান শাসন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এবং ইসলামী শরীয়ত বাস্তবায়নে তাদের বড় বড় পদক্ষেপগুলো:

১৪৪৫ হিজরীতে তালেবান আন্দোলনের উত্থানের প্রেক্ষাপট ছিল, তালেবান প্রধান মোল্লা মুহাম্মাদ ওমরের চোখের সামনে কিছু রাহাজানি ও নারী অপহরণের ঘটনা ঘটে। যা তাকে ও তার কতিপয় সাথীকে অনুপ্রাণিত করেছিল, ফলে তারা ডাকাতদের বিরুদ্ধে জীবন দিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং হুদুদ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালান। অবশেষে কান্দাহার ও তার আশপাশের এলাকায় তাদেরকে নির্মূল করেন। অত:পর তারা চোর-ডাকাতদের বিতাড়নে আরো বেশি

বিস্তৃতি লাভ করেন। এমনকি কান্দাহারে শরয়ী আদালত প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে চোর-ডাকাতরা সকলেই ভেগে যায়, ফলশ্রুতিতে অত্র এলাকায় ব্যাপকভাবে নিরাপত্তা ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ জীবনের কাজ-কর্মে স্বাধীনতা লাভ করে।

অত:পর তারা অন্যান্য আফগান প্রদেশগুলো একের পর এক নিজেদের ক্ষমতাভুক্ত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সবশেষে আফগানিস্তানের দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিমের সকল প্রদেশগুলো দখল করার পর ১৪১৭ হিজরীর ১৪ মে কাবুল তাদের হাতে পদানত হয়।

এক বছরের ভেতর আফগানিস্তানের মূল ৩১ টি প্রদেশ থেকে ২০ টি প্রদেশ সন্ধির মাধ্যমে তাদের ক্ষমতাধীন চলে এসেছিল। কারণ আফগান জনগণ তালেবান নেতৃবৃন্দ ও তাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে জানত। তাদের সাথে ছিলেন আফগানিস্তানের বড় বড় আলেমগণ। এ বিষয়টার কারণেই সমস্ত আফগান জনগণ প্রথম ধাপেই তাদের দলভুক্ত হয়ে যায়।

তারপর তাদের অভিযান শুরু হয় উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধে, যেখানে রাশিয়া ও ভারতের সাহায্য আসত। অবশেষে সমস্ত আফগানিস্তানের মাত্র ৪% এলাকা তাদের দখল থেকে অবশিষ্ট রইল।

তালেবানগণ যখন নিজেদের দখলকৃত প্রতিটি এলাকার প্রতিবিঘত জমিতে ইসলামী শরীয়াহ বাস্তবায়ন করতে চাইলেন, তখন যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছিলেন, তার কয়েকটি নিচে প্রদান করা হল:

১. সমস্ত ভারি ও মধ্যমমানের অস্ত্রগুলো গোত্রীয় লোকদের থেকে জমা নিয়ে নেওয়া হয়, যারা গোত্রীয় যুদ্ধ-বিগ্রহে এগুলো ব্যবহার করত। কেউ কেউ সন্ত্রাসী ও ডাকাতিতে ব্যবহার করত।

২. কাবুলের জাতিসঙ্ঘ অফিসে আশ্রয় গ্রহণকারী নাজিব ও তার দলবলকে বের করে আনেন এবং তাদের উপর রিদ্দাহর শাস্তি কার্যকর করেন।

৩. কাবুলের বিভিন্ন হোটেলগুলোর সামনে, বিশেষ করে ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের সামনে যে মূর্তিসমূহ ছিল তা ধ্বংস করেন।

৪. তাদের অধিভুক্ত সমস্ত প্রদেশগুলোতে শরয়ী আদালত প্রতিষ্ঠা করেন।

৫. আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের জন্য একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্ত্রণালয়টির ব্যাপক কার্যকারিতা ছিল এবং সর্বক্ষেত্রে অবদান ছিল। তাছাড়া তার অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল। নিচে তার কয়েকটি পেশ করা হল:

১. কাফিরদের উপর জিযিয়া আরোপ করা, তাদের উপর 'যিম্মী' শব্দ ব্যবহার করা এবং তাদেরকে মুসলমানদের থেকে পৃথক করার জন্য বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা।

২. নামাযের বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান, সকলের উপর তা আবশ্যক করা এবং আযানের পর সমস্ত কর্মস্থলগুলো বন্ধ করে দেওয়া।

৩. সকল প্রকার প্রকাশ্য পাপাচার ও কুফর নিষিদ্ধ করা, কাবুলের সিনেমা হল ও সিনেমা প্রচার নিষিদ্ধ করে দেওয়া। মিডিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে শরয়ী মিডিয়া নাম দেওয়া। সমস্ত

গান-বাদ্যের কেন্দ্রগুলো ধ্বংস করে দেওয়া, গানের ক্যাসেট প্রবেশ নিষিদ্ধ করা এবং কেউ গোপনে তা করলে তার উপর শাস্তি প্রয়োগ করা এবং সিনেমা হলগুলোকে বক্তৃতা হলে পরিণত করা।

৪. দাড়ি মুন্ডন নিষিদ্ধ করা এবং দাড়ি মুন্ডনের সমস্ত দোকানগুলো নিষিদ্ধ করে দেওয়া।

৫. মহিলাদের বোরকা বিহীন বাইরে বের হতে এবং মাহরাম বিহীন সফর করতে নিষেধ করা, নারী-পুরুষের যৌথ মেলামেশার সকল কর্মস্থলগুলো নিষিদ্ধ করা এবং ভিনদেশী নারীদের শহরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা।

৬. যে সমস্ত পেপার ও ম্যাগাজিনে নষ্টামী আছে, সেগুলো নিষিদ্ধ করে দেওয়া।

৭. এমনিভাবে এই মন্ত্রণালয়টি মাদকদ্রব্যের মোকাবেলায় ধাপে ধাপে কাজ করে অবশেষে ১৪২০ হিজরীর গ্রীস্মে মাদক উৎপাদন পরিপূর্ণ বন্ধ করে দেয়। তখন জাতিসঙ্ঘ কমিটি মাদকদ্রব্য মোকাবেলায় একটি বিবৃতি পেশ করে, যা মিডিয়াগুলোতে এই শিরোনামে প্রকাশ করা হয়- **আফগানিস্তান মাদকমুক্ত।** তাতে এই সংবাদ উঠে আসে যে, মাদকদ্রব্য উৎপাদন না থাকার ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক একটি কমিটি আফগানিস্তান সফরে আসে। এই কমিটি ১২৭১ টি স্থান পর্যবেক্ষণ করে, যেখানে মাদক চাষ করা হত। তারা দেখতে পেল, সমস্ত মাদকদ্রবগুলো বিভিন্ন কৃষিজ উৎপাদনে রুপান্তরিত হয়ে গেছে।

যেমন- ২০০১ সালের ১৫ অক্টোবরে মাদক মোকাবেলায় জাতিসঙ্ঘের কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। তাতে বলা হয়: তালেবান প্রভাবিত এলাকাগুলোতে আফিম উৎপাদনের হার ৯৪% নিচে নেমে এসেছে। জাতিসজ্ঘ এর কারণ দাঁড় করায় সেই কঠোর আইন, যা তালেবান প্রধান মোল্লা মুহাম্মাদ উমর তার অধীনস্ত এলাকাগুলোতে আফিম হারাম ঘোষণা করার মাধ্যমে জারি করেছিলেন। জাতিসজ্ঘ সদর দপ্তর আরো উল্লেখ করে যে, সিংহভাগ আফিমই আফগানিস্তান থেকে আমদানি হত। তাই বর্তমানে উত্তরাঞ্চলীয় জোটের অধীনস্ত এলাকাগুলোতে তার ফলাফল প্রকাশ পাচ্ছে।

৮. এমনিভাবে যাদুঘরগুলোতে যত ভাস্কর্য ছিল, সব ভেঙ্গে দেন। সমস্ত বড় বড় মূর্তি ভেঙ্গে দেন, বিশেষ করে বামিয়ানের বৌদ্ধমূতির ব্যাপারে সমস্ত বিশ্ব বিরোধিতা করা সত্ত্বেও তা ভেঙ্গে দেন।

৯. এছাড়া ইন্টারনেটের মধ্যে বিভিন্ন অনৈতিকতা থাকার কারণে সমস্ত ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ করে দেন।

১০. কবরের উপর যে সমস্ত মাযার গড়ে উঠেছে, সেগুলো দূরীভূত করেন। এগুলোর নিকটে মানুষ যে সমস্ত শিরকী কর্মকান্ড করত, তা নিষিদ্ধ করেন। কিছু কিছু কবরের চারপাশে বেষ্টনী তৈরী করেন এবং অনেক সাইনবোর্ড টানিয়ে দেন, যাতে শরয়ী যিয়ারতের আদবসমূহ লেখা থাকত।

৬. শিক্ষাব্যবস্থায় মেয়েদের স্কুলগুলো বন্ধ করে দেন। তাদের বক্তব্য ছিল, মেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য উপযুক্ত ও নিরাপদ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে আমাদের কিছু সময়ের প্রয়োজন। এখানে উল্লেখ্য যে, সকল ক্ষেত্রে তাদের আকিদার ভিত্তি ছিল **"আকিদাতুত ত্বহাবিয়া"** নামক কিতাবটি। তাদের নিকট শিক্ষার আরেকটি গুরত্বপূর্ণ বিষয় ছিল জিহাদ ও ফিকহুল জিহাদ ।

তালিবান রাষ্ট্রটিই ছিল বিশ্বের একমাত্র রাষ্ট্র, যারা চেচনিয়ার মুজাহিদ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল এবং নিজেদের যা সাধ্য ছিল, তা দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করেছিল এবং তাদের জন্য নিজেদের দেশের দরজা খোলে দিয়েছিল।

আফগানিস্তানের শাসনক্ষমতা দখলের পর থেকে মাত্র কয়েক বছর পর্যন্ত এই ছিল তাদের কার্যাবলীর সারসংক্ষেপ।

এখন আপনি এর মাঝে আর বিশ্ব কুফরের লিডার আমেরিকার অবস্থার মাঝে তুলনা করুন!!!

কোন সন্দেহ নেই যে, এ ধরনের পদক্ষেপগুলো ক্রুসেডার ও অন্যান্য কাফিরদের ঘুমকে হারাম করে দিবে। যারা কোন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে দেখতে চায় না। শরীয়ত বাস্তবায়নের কথা প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যায়। তাই তাদের উপর অন্যায় অবরোধ আরোপ করে। যার কারণে ১৫ হাজারেরও অধিক আফগানী নিহত হয়।

তালিবান বিরোধী উত্তরাঞ্চলীয় জোটকে অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে এবং আমেরিকা ১৪১৯ হিজরীতে ক্রুজ বোমার মাধ্যমে তাদের উপর হামলে পড়ে।

তারপর আসে সাম্প্রতিকালের ব্যাপক বিধ্বংসী ক্রুসেড হামলার যুগ। সেটা সম্পর্কেই সামনের পর্বে আমরা আলোচনা করবো, ইনশা আল্লাহ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ক্রুসেড আক্রমণের প্রমাণসমূহ।

আমেরিকায় ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা ঘটনার পর সেখানকার দায়িত্বশীলরা প্রথম দিনই তাৎক্ষণিকভাবে কিছু মুসলিমকে এই ঘটনার জন্য দায়ী করে। তদন্ত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধের নামে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য ক্রুসেড হামলার প্রস্তুতি শুরু করে দেয়। এই হামলাতে যে ইসলামই টার্গেট ছিল, তা যদিও স্পষ্ট, কিন্তু কিছু সরল প্রাণ মুসলমান এবং কিছু মুনাফিক তাদের কিছু কিছু বক্তব্যের দ্বারা প্রতারিত হয় বা প্রতারিত করে। এ কারণে আমি নিচে এমন কয়েকটি অকাট্য দলিল উল্লেখ করবো, যা প্রমাণ করবে যে, এই হামলাটি ছিল মূলত: ইসলামের বিরুদ্ধে।

আমি যে দলিলগুলো উল্লেখ করবো তা দুই ধরনের: প্রথম প্রকার: সাধারণ দলিল।

দ্বিতীয় প্রকার: বিশেষ দলিল।

প্রথম প্রকার: সাধারণ দলিল: এটা দুই দিক থেকে হবে: প্রথমত: শরীয়তের দিক থেকে, দ্বিতীয়ত: বাস্তবতার দিক থেকে।

শরীয়তের দিক থেকে এর দলিলসমূহ:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কাফিররা মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করতে থাকবে, তারা সর্বদাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদেরকে তাদের ধর্ম থেকে ফেরাতে না পারে এবং তারা কখনোই মুসলমানদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানরা তাদের ধর্মে প্রবেশ না করবে। তাদের শত্রুতা কখনোই শেষ হবে না। আল্লাহ তা’আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا... ﴿البقرة: ٢١٧﴾

অনুবাদ: “বস্তুতঃ তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদিগকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে যদি সম্ভব হয়।”(সূরা বাকারাহ:২১৭)

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ... ﴿البقرة: ١٢٠﴾

অনুবাদ: “ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন।”(সূরা বাকারাহ:১২০)

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً... ﴿النساء: ٨٩﴾

অনুবাদ: “তারা চায় যে, তারা যেমন কাফির, তোমরাও তেমনি কাফির হয়ে যাও, যাতে তোমরা এবং তারা সব সমান হয়ে যাও।”(সূরা নিসা:৮৯)

إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ

﴿الممتحنة: ٢﴾

অনুবাদ: "তোমাদেরকে করতলগত করতে পারলে তারা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে এবং মন্দ উদ্দেশ্যে তোমাদের প্রতি বাহু ও রসনা প্রসারিত করবে এবং চাইবে যে, কোনরূপে তোমরা ও কাফির হয়ে যাও।"(সূরা মুমতাহিনা:২)

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ... ﴿البقرة: ١٠٩﴾

অনুবাদ: "আহলে কিতাবদের অনেকেই প্রতিহিংসাবশতঃ চায় যে, মুসলমান হওয়ার পর তোমাদেরকে কোন রকমে কাফির বানিয়ে দেয়। তাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর (তারা এটা চায়)।"(সূরা বাকারাহ:১০৯)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ

﴿آل عمران: ١٠٠﴾

অনুবাদ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আহলে কিতাবদের কোন ফেরকার কথা মান, তাহলে ঈমান আনার পর তারা তোমাদিগকে কাফেরে পরিণত করে দেবে।"

(সূরা আলে-ইমরান:১০০)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ.

﴿آل عمران: ١٤٩﴾

অনুবাদ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি কাফিরদের কথা শোন, তাহলে ওরা তোমাদেরকে পেছনে ফিরিয়ে দেবে, তাতে তোমরা ক্ষতির সম্মুখীণ হয়ে পড়বে।"(সূরা আলে-ইমরান:১৪৯)

قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ... ﴿آل‌عمران: ١١٨﴾

অনুবাদ: "শত্রুতাপ্রসুত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেকগুণ বেশী জঘন্য।"(সূরা আলে-ইমরান:১১৮)

বাস্তবতার আলোকে দলিল:

অতীত ও বর্তমানের ইতিহাস অনুসন্ধানকারী প্রত্যেক ব্যক্তি দেখতে পাবে যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইয়াহুদী, খৃষ্টান ও অন্যান্য কাফিরদের শত্রুতা কখনোই বন্ধ হয়নি। বিগত শতাব্দিতে খৃষ্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে সাতটি ভয়াবহ ক্রুসেড হামলা চালিয়েছে। সেই হামলাগুলো শেষ হওয়ার সাথে সাথেই শুরু হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী হামলা। ফলে বহু বছর যাবত অনেকগুলো মুসলিম দেশকে তারা জবরদখল করে রেখেছে। তাতে নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে।

যখন সেই নব্য ক্রুসেড হামলা (বা যেটাকে তারা অন্যায়ভাবে সাম্রাজ্যবাদ নাম দিয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে ধ্বংস ও নৈরাজ্য) থামল, তখন থেকে শুরু হল জাতিসঙ্ঘের ছত্রছায়ায় বহুজাতিক হামলা।

এই জাতিসঙ্ঘের সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করার জন্য তারা প্রত্যেক দেশের মুসলমানদের উপর আঘাত করল, অবরোধ করল। ইরাকে আক্রমণ করে দশ বছরের অধিক অবরোধ

করে রাখল, সেখানকার অনেক ক্ষেত-খামার ও গৃহপালিত পশু ধ্বংস করল। ফিলিস্তীনের ভূমিতে ইসরাঈলকে আশ্রয় দিল এবং এর মাধ্যমে হাজার হাজার মুসলমানকে ধ্বংস করল।

এমনিভাবে সুদান, লিবিয়া, লেবানন, সোমালিয়া, আফগানিস্তান, বসনিয়া, কুসুফা, মাকদুনিয়া, চেচনিয়া, কাশ্মীর, ফুতানী, তিমুর, জাযরুল মুলুক ও অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতেও একই তান্ডব চালায়। সেখানকার হাজার হাজার মানুষকে গৃহহীন করে, হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করে।

এসবগুলো ছাড়াও আছে খৃষ্টান বানানোর হামলা, যা তাদের গীর্জাগুলো থেকে মুসলিম দেশসমূহে পরিচালিত হয়। তাই তারা কখনোই মুসলমানদের সাথে শত্রুতা থেকে থেমে থাকেনি। তাদের নিকৃষ্টতা যদিও কখনো কখনো কিছুটা কমে, কিন্তু একেবারে বন্ধ হবে না কখনো।

দ্বিতীয় প্রকার: বিশেষ দলিল: নিচে এ ব্যাপারে কিছু দলিল পেশ করবো যে, এই হামলা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেড হামলা।

১. আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিজ মুখে পরিস্কারভাবে বলেছে - মূলত: আল্লাহ তার মুখ দিয়ে বের করে দিয়েছেন- সে ১৪২২ হিজরীর ২৮ শে জুন রবিবার এক সংবাদ সম্মেলনে বলে: এটা ক্রুসেড যুদ্ধ। তারপর আমেরিকানরা এই বাক্যের ব্যাপারে অনেক ওযরখাহি করার চেষ্টা করে। কিন্তু কিসের অজুহাত! আল্লাহ তো বলেই দিয়েছেন-

قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ.. ﴿آل عمران: ١١٨﴾

অনুবাদ: "শত্রুতাপ্রসুত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেকগুণ বেশী জঘন্য।"(সূরা আলে-ইমরান:১১৮)

২. এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই বুশ যা উল্লেখ করেছে, একই ধরনের কথা বলেছে ব্রিটেনের সাদা চুলবিশিষ্ট টাটশের এবং ইতালির প্রধানমন্ত্রি বার্লসকুনি। তারা ইসলাম ধর্মের উপর অভিযোগ করেছে, তাদের কথিত সন্ত্রাসীদের উপর নয়। বার্লসকুনির শব্দ ছিল এই: "ইসলাম এমন একটি ধর্ম, যা একাধিক ধর্মকে স্বীকার করে না, সাম্প্রদায়িকতার প্রতি আহ্বান করে এবং সন্ত্রাসবাদকে উস্কে দেয়।" যেহেতু এই হামলা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে। আর ইসলাম সন্ত্রাসবাদকে উস্কে দেয়। তাহলে ফলাফল সবারই জানা!!

৩. এই ঘটনার ৩৪ মিনিট পর বুশ কংগ্রেসের সামনে ভাষণ দেয়। ভাষণের মাঝখানে ৩৪ বার করতালির কারণে তার ভাষণ থেমে যায়। এতে সে তার সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে হামলা নিয়ে কথা বলে। প্রকৃতপক্ষে তার কথা ছিল ইসলামের ব্যাপারে। কারণ সে সেই শরীয়তের সমালোচনায় কথা বলেছে, যা তালেবানরা বাস্তবায়ন করেছে। তালেবানদের সমালোচনায় নয়। তালেবানগণ কেন দাড়ি মুন্ডন নিষিদ্ধ করেছেন, কেন নারীদের উপর হিজাব আবশ্যক করেছেন, কেন মিউজিক, নৃত্য, গান-বাজনা নিষিদ্ধ করেছেন....এগুলোর সমালোচনা করেছে। অথচ এই সবগুলোই তো ইসলামের শিক্ষা, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের শরীয়ত। মোল্লা মুহাম্মাদ ওমরের শরীয়ত নয়। এগুলো তো শুধু তালেবানদের বিষয় নয়।

৪. বুশ ও তার পুলিশরা এই যুদ্ধের ব্যাপারে যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করেছে, সবগুলো তাওরাত কিতাবের পরিভাষা। যেমন: 'মন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ', 'অন্যায় শক্তির বিরুদ্ধে শুভ শক্তি', 'দুর্বিত্তদের বিরুদ্ধে পুত-পবিত্রদের যুদ্ধ' ইত্যাদি পরিভাষাসমূহ।

৫. আমেরিকান ও পশ্চিমা জনগণ মুসলিমদের উপর সংকীর্ণতা আরোপ করে, তাদের বহু সংখ্যককে হত্যা করে, বহু সংখ্যককের মাঝে পারস্পরিক দ্বন্ধ বাধিয়ে দেয়, অনেককে নির্যাতন করে, অনেক মসজিদ জ্বালিয়ে দেয়, এ ধরনের আরো বহু কাজ করে। অথচ তারা জানত যে, এ ঘটনায় এরা সকলে নির্দোষ। আর তারা যাদেরকে সন্ত্রাসী বলে দাবি করছে, তারা লুকিয়ে আছে আফগানিস্তানের বিভিন্ন গুহায়। কিন্তু তারা সকলেই 'মুসলিম' বিশেষণের ক্ষেত্রে সমান।

এমনিভাবে তাদের সরকারগুলোও একই কাজ করেছে। শত শত মুসলিমদেরকে বন্দি করার জন্য অনেক অজ্ঞাতনামা কারাগার তৈরী করেছে।

৬. আমেরিকান ও অন্যান্য সাংবাদিকরা স্পষ্টভাবেই বলেছে, এটা হল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। এধরনের বক্তব্য থেকে একটি হল, যা ডেভিড সিলবোর্ন এই শিরোনামে লিখেছে- **এই যুদ্ধ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নয়; এটা হল ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।** এমনিভাবে ন্যাশনাল রিফিউ

পত্রিকা যা এই শিরোনামে লিখেছে- এটি একটি যুদ্ধ। তাই আমাদেরকে তাদের দেশের ভেতর ঢুকে যুদ্ধ করতে হবে। এই প্রবন্ধে যা বলেছে, তন্মধ্যে একটি বক্তব্য এই: একটি কট্টরপন্থী সন্ত্রাসী দল আমাদের জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। তাই আমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে তাদের দেশ ঢুকে, তাদের নেতৃবৃন্দকে হত্যা করতে হবে এবং তাদেরকে খৃষ্টবাদে রূপান্তরিত হতে বাধ্য করা হবে।

এ ধরনের আরেকটি বক্তব্য এসেছে নিউয়র্ক টাইমস পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনের প্রধান প্রবন্ধের শিরোনামে, যা নিউয়র্ক টাইমস, ৭ অক্টোবর ২০০১, রবিবার সংখ্যার সাথে প্রকাশিত হয়। ৬ পৃষ্ঠাব্যাপী এই প্রবন্ধের শিরোনামে বলা হয়: **এটা ধর্মযুদ্ধ।** আর মলাটের উপর সংক্ষিপ্ত শিরোনাম দেওয়া হয়: **"কে বলে এটা ধর্মযুদ্ধ নয়?"**

এই দীর্ঘ প্রবন্ধটি লিখেছে ইন্দ্রো সলিফান। তাতে সে উল্লেখ করে, নিশ্চয়ই এই যুদ্ধটি একটি ধর্ম যুদ্ধ। এ ব্যাপারে আরো অনেক প্রবন্ধ রয়েছে।

৭. আমেরিকা তার প্রথম হামলার ২৭ টি টার্গেট নির্ধারণ করে দিয়েছে, যার সবগুলোই ইসলামী টার্গেট!!

৮. তারা উল্লেখ করেছে, সন্ত্রাসকে প্রতিপালনকারী দেশের সংখ্যা ৬০ টি। আর ইসলামী রাষ্ট্রের সংখ্যা হল ৫৬টি। এর সাথে যদি আপনি ওই সকল অমুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে যোগ

করেন, যেগুলোতে বিভিন্ন ইসলামী জিহাদী দল রয়েছে- যেমন ফিলিপাইন, মাকদুনিয়া ও এ দু'টোর মত অন্যান্য দেশগুলো- তাহলে ষাটটি হয়ে যায়।

৯. তারা পরিস্কারভাবে ঘোষণা করেছে যে, আফগান আক্রমণ হল, তাদের বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের একটি ছোট্ট অংশ। যেমনটা যৌথ বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদানকারী রেটশার্ড মার্স ৫ শা'বান ১৪২২ হিজরী, মোতাবেক ২২ অক্টোবর ২০০১ এ. বি. সি এর একটি প্রশ্নের জবাবে বলেছে। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, যদি আফগানিস্তান ব্যতিত অন্যান্য টার্গেট থেকে থাকে, তাহলে তা কী কী? উত্তরে সে বলে: এটি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ও ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্রের বিরুদ্ধে একটি বিশ্বযুদ্ধ। আফগানিস্তান তার ছোট্ট একটি অংশ মাত্র। এ কারণে স্বভাবতই আমরা ব্যাপক পরিসরে চিন্তা করি। আমরা বলতে পারি যে, আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এত ব্যাপক যুদ্ধের ব্যাপারে কখনো ভাবিনি।

১০. তারা দাবি করে, তাদের টার্গেট হল সন্ত্রাস নির্মূল করা। অপরদিকে তারা দাবি করে, যে সমস্ত সংগঠনগুলোকে তারা তালিকাভূক্ত করেছে, সেগুলোই সন্ত্রাসী সংগঠন। এই দলিলটির মধ্য দিয়ে যে প্রশ্নটি স্পষ্টভাবে উঠে আসে তা হল: তাহলে তারা কেন অন্যান্য সন্ত্রাসী সংগঠনগুলোকে বাদ দিয়েছে? যেমন:

১. জাপানের লাল সেনা (যারা মূর্তিপূজক)।

২. আয়ারল্যান্ডের গণতান্ত্রিক বাহিনী।

৩. আমেরিকান খৃষ্টধর্মাবলম্বী উগ্রপন্থী ডান মতবাদ। (যারা প্রোটেস্ট্যান্ট)

৪. দক্ষিণ আমেরিকার অনেক মাদকসেবী দল।

৫. ইউরোপের মাফিয়া গ্রুপসমূহ। এছাড়াও আরো বহু দল।

নি:সন্দেহে এর উত্তর স্পষ্ট। তা হল, তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছে, যেহেতু তাদের মাঝে তাদের টার্গেটের বিশেষণটি পাওয়া যায়নি। তা হল ইসলাম।

১১. তারা ভিনদেশী আগ্রাসনের মোকাবেলাকারী বিভিন্ন ইসলামী দলগুলোর নাম উল্লেখ করে- যেমন কাশ্মীরের মুজাহিদগণ, যারা গো-পূজারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন, এমনিভাবে ফিলিপাইনের মুজাহিদগণ, যারা খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছেন, অত:পর এগুলোকে সন্ত্রাসী দল হিসাবে গণ্য করে।

এখান থেকে যে প্রশ্নটি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে, তা হল, যদি সরকারের বিরুদ্ধে দেশীয় প্রতিরোধযুদ্ধই সন্ত্রাস হয়, তাহলে তারা কেন ছেড়ে দিয়েছে:

১. শ্রীলংকার তামিল বিদ্রোহীদেরকে (যারা মূর্তিপূজক)।

২. দক্ষিণ সুদানের গ্যারাঞ্জের অনুগত খৃষ্টান বাহিনীকে।

৩. বৃটেনে অবস্থিত আয়ারল্যান্ডের গণতান্ত্রিক বাহিনীকে (যারা খৃষ্টান)।

এ ধরনের আরো সংগঠনগুলিকে।

উত্তর স্পষ্ট। তা হল, এসকল সংগঠনের মাঝে তাদের টার্গেটের 'ইসলাম' বিশেষণটি পাওয়া যায় না।

১২. তারা তাদের আক্রমণে ন্যাটো জোটের সমস্ত রাষ্ট্রগুলি সহ রাশিয়া, চীন, জাপান, কোরিয়া, ইন্ডিয়া ও অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিকে একত্রিত করেছে। তাদের থেকে কেউ অর্থায়নের মাধ্যমে অংশ গ্রহণ করেছে, কেউ সমর্থনের মাধ্যমে, কেউ রাজনৈতিক সহায়তার মাধ্যমে, কেউ সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করতে দেওয়ার মাধ্যমে এবং কেউ সামরিক সাহায্যের মাধ্যমে। শুধু তাই নয়, আমেরিকা তার প্রায় ত্রিশটি সামরিক শক্তি এখানে এনে একত্রিত করেছে।

এই দলিলের ভেতর থেকে যে প্রশ্নটি বের হয়ে আসে, তা হল, একজন ব্যক্তিকে খতম করার জন্য বা যে রাষ্ট্রটি বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র এবং বৈষয়িক ও সামরিক দিক দিয়ে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া, এমন একটি রাষ্ট্রকে দমন করার জন্য কি এত বিশাল আন্তর্জাতিক ঐক্যের প্রয়োজন ছিল?

প্রতিটি বুদ্ধিমান লোকের নিকট উত্তর স্পষ্ট। এই আন্তর্জাতিক ঐক্যের পিছনে এমন কারণ রয়েছে, যা শুধু এক ব্যক্তিকে বা একটি রাষ্ট্রকে দমন করা থেকে অনেক বড়। তা হল, প্রত্যেকটি ইসলামী রাষ্ট্র এবং মুসলিম দেশসমূহের যেকোন প্রান্তে অবস্থিত প্রত্যেকটি ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামী জিহাদকে নিশ্চিহ্ন করা।

১৩. সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং কথিত শীতল যুদ্ধের অবসানের পর থেকে রাষ্ট্রগুলি ইসলামকেই তাদের প্রধান শত্রু বানিয়েছে। তাদের একাধিক লিডার এটা পরিস্কারভাবেই বলে দিয়েছে। এ ব্যাপারে অনেক বই-পুস্তকও লেখা হয়েছে। তার মধ্যে একটি বইয়ের নাম হল, "আমেরিকা ও রাজনৈতিক ইসলাম: দু'টি আদর্শের লড়াই নাকি স্বার্থের দ্বন্ধ।" এর লেখক হল, ফুয়াজ জর্জ। এমনিভাবে ন্যাক্সন-এর বই: 'যুদ্ধ ছাড়া বিজয়'। উক্ত বইয়ে লেখকের এই কথাটিও আছে: "পাশ্চাত্য থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত সমস্ত ইসলামী বিশ্বে কমিউনিজমের পরিবর্তে পুরোনো ইসলামী মৌলবাদ উপস্থিত। কারণ তারা কট্টরপন্থী সংস্কারের জন্য ইসলামী মৌলবাদকে প্রধান উপায় মনে করে।"

এমনিভাবে খফীর সুলানা, সাবেক উত্তরাঞ্চলীয় ন্যাটো জোটের প্রধান নির্বাহী ১৪১২ হিজরীতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর ন্যাটো জোটের একটি সমাবেশে বক্তব্য প্রদান করে। তাতে সে বলে:

"শীতল যুদ্ধের সমাপ্তি এবং লাল শত্রুদের পতনের পর এখন উত্তরাঞ্চলীয় ন্যাটো জোটভুক্ত রাষ্ট্রগুলি এবং সমগ্র ইউরোপীয়ান রাষ্ট্রগুলির উপর আবশ্যক হল: নিজেদের মধ্যকার মতবিরোধগুলো ভুলে যাওয়া এবং তাদের দৃষ্টি পায়ের তলা থেকে সরিয়ে সামনের দিকে নিবদ্ধ করা, যাতে তাদের জন্য অপেক্ষমান বড় শত্রুকে ভালভাবে দেখতে পারে। যাদের মোকাবেলা করার জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আর তা হল: ইসলামী মৌলবাদ।

রুশ প্রেসিডেন্ট খৃষ্টান আর্থোজোক্সী পুতিন ১৪২১ হিজরীতে কমনওয়েলথের সামনে তার সর্বশেষ সমাবেশে বলে: ইসলামী মৌলবাদই আধুনিক সভ্য বিশ্বের জন্য প্রধান ও একমাত্র হুমকি। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য এটাই একমাত্র চ্যালেঞ্জ। মৌলবাদিদের কিছু রীতি-নীতি আছে। তারা এমন একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায়, যা ফিলিপাইন থেকে শুরু করে কুসুফা পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। আর তাদের পথচলা শুরু হবে আফগানিস্তান থেকে, যে দেশটিকে তাদের সকল আন্দোলনের ঘাঁটি মনে করা হয়। তাই বিশ্ব যদি এখনই তাদের মোকাবেলায় জেগে না উঠে, তাহলে অচিরেই তারা তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়ন করে ফেলবে। রাশিয়া উত্তর ককেশাসে এই মৌলবাদিদের মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজনবোধ করছে।

১৪. অনেক আমেরিকান নেতৃবৃন্দই একটি আন্তর্জাতিক মহাযুদ্ধ (হারমাজদুন) এর ব্যাপারে বিশ্বাস করে। এটা হল এমন একটি যুদ্ধ, যা শক্তিশালী শুভ শক্তি (তথা তাদের ধারণামতে খৃষ্টানজাতি) এর মাঝে এবং শক্তিশালী অশুভ শক্তি (তথা তাদের ধারণামতে মুসলিম জাতির) এর মাঝে সংঘটিত হবে। এ ব্যাপারে যারা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করে, তাদের মধ্যে একজন হল আমেরিকার বর্তমান প্রতিরক্ষামন্ত্রী রামসফেল্ড। তার বিস্তারিত বক্তব্যটির জন্য দেখুন ইউসুফ আত-তাওয়িলের লিখিত “ইসলামী বিশ্বের উপর বুশের ক্রুসেড হামলার সাথে ধর্মীয় দূরত্ব এবং ইসরাঈলের ভয়ংকর চক্রান্তগুলো বাস্তবায়নের সাথে তার সম্পর্ক” নামক বইয়ে।

এ ছিল কয়েকটি দলিল। এখানে যেগুলো উল্লেখ করেছি, সেগুলোর তুলনায় যেগুলো উল্লেখ করিনি, তার সংখ্যাই বেশি। কেউ বিস্তারিত জানতে চাইলে ইউসুফ আত-তাওয়িলের লিখিত "বুশের ক্রুসেড হামলার সাথে ধর্মীয় দূরত্ব" এবং সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর লিখিত "নব্য ক্রুসেড হামলার প্রকৃত তথ্য" নামক বই দু'টি দেখতে পারেন।

দ্বিতীয় পর্ব

এ হামলায় যারা আমেরিকাকে সহযোগিতা করেছে তাদের কাফির হওয়ার প্রমাণসমূহ।

ভূমিকা

আল্লাহ আমার প্রতি এবং আপনার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন এবং আমাদেরকে আমৃত্যু ইসলাম ও তাওহীদের উপর অটল রাখুন!(আমীন)

জেনে রাখুন! ইসলাম ধর্মের মূলভিত্তি হল দু'টি বিষয়, যেমনটা শাইখুল ইসলাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহ. বলেছেন:

১. এক আল্লাহর ইবাদতের আদেশ করা, তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করা, এর উপর উৎসাহিত করা, এর ভিত্তিতে পরস্পর বন্ধুত্ব করা এবং যে এটা বর্জন করে তাকে কাফির সাব্যস্ত করা।

২. আল্লাহর ইবাদতে শিরক করতে নিষেধ করা, এ ব্যাপারে কঠোর হওয়া, এর ভিত্তিতে শত্রুতা করা এবং যে এটা করে তাকে কাফির সাব্যস্ত করা।

তাই কাফিরদের সাথে শত্রুতা করা এবং তাদের থেকে ও তাদের কুফরী থেকে সম্পর্কমুক্ত হয়ে যাওয়া দ্বীনের মৌলিক নীতিসমূহ হতে একটি অন্যতম মূলনীতি। এটা ছাড়া ইসলাম কখনো শুদ্ধই হবে না। এটাই ইবরাহিম আলাইহিস সালামের মিল্লাত বা আদর্শ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿الممتحنة: ٤﴾

অনুবাদ: "তোমাদের জন্যে ইব্রাহীম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার এবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা

থাকবে। কিন্তু ইব্রাহীমের উক্তি তাঁর পিতার উদ্দেশে এই আদর্শের ব্যতিক্রম। তিনি বলেছিলেনঃ আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করব। তোমার উপকারের জন্যে আল্লাহর কাছে আমার আর কিছু করার নেই। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমারই দিকে মুখ করেছি এবং তোমারই নিকট আমাদের প্রত্যাবর্তন।"(সূরা মুমতাহিনাহ:৪)

এ কারণে জেনে রাখুন যে, কাফিরদের সাথে আমাদের মু'আমালার তিনটি অবস্থা:

প্রথম অবস্থা: এমন মু'আমালা, যা কাফির বানিয়ে দেয় এবং ধর্ম থেকে বের করে দেয়। কতিপয় আহলে ইলম এই অবস্থাটির জন্য 'তাওয়াল্লি' পরিভাষাটি ব্যবহার করে থাকেন। সুতরাং যে কথা বা কাজের উপরই প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হবে যে, তা কুফর ও রিদ্দাহ, তা এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন, কাফিরদের ধর্মকে ভালবাসা, তাদের বিজয়কে ভালবাসা, এমনিভাবে আমাদের আলোচ্য মাসআলাটি, তথা মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সমর্থন করা এবং এ জাতীয় অন্যান্য কাজ-কর্ম।

দ্বিতীয় অবস্থা: এমন মু'আমালা, যা কাফির বানিয়ে দেয় না, তবে হারাম। কতিপয় আহলে ইলম এই অবস্থাটির জন্য মুওয়ালাহ (الموالاة) পরিভাষাটি ব্যবহার করে থাকেন। সুতরাং যে কথা বা কাজের উপরই প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হবে যে, তা হারাম; তবে তা কুফর পর্যন্ত পৌঁছে না, সেটা এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে। এর উদাহরণ হল: যেমন, তাদেরকে মজলিসের সভাপতি

বানানো, তাদেরকে প্রথমে সালাম দেওয়া এবং তাদেরকে এতটুকু ভালবাসা, যা 'তাওয়াল্লি'এর পর্যায়ে পৌঁছে না এবং এ জাতীয় অন্যান্য কাজ-কর্ম।

তৃতীয় অবস্থা: বৈধ মু'আমালা: এটা মুওয়ালাহ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এটা হল এমন মু'আমালা, যা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে শরয়ী প্রমাণাদি রয়েছে। যেমন তাদের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করা, তাদের মধ্য থেকে যারা হারবী নয়, তাদের প্রতি ন্যায় বিচার করা, এ ধরনের কাফির আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা এবং এ জাতীয় অন্যান্য কাজসমূহ।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থাদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে ইমাম কারাফী রহ. তার "আলফুরুক" কিতাবের ৩ নং খন্ডের ১৪-১৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন:

"জেনে রাখুন! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যিম্মীদের সাথে সম্প্রীতি করতে নিষেধ করেছেন তাঁর এই বাণীর মাধ্যমে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ.﴿الممتحنة: ١﴾

অনুবাদ: "মু'মিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে, তা অস্বীকার করছে।"(সূরা মুমতাহিনাহ:১)

এখানে আল্লাহ তা'আলা বন্ধুত্ব (মুওয়ালাত) ও ভালবাসা স্থাপন করতে নিষেধ করে দিলেন। কিন্তু অন্য আয়াতে বলেছেন-

لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. ﴿الممتحنة: ٨﴾

অনুবাদ: **"ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদেরকে ভালবাসেন।"** (সূরা মুমতাহিনাহ: ৮)

তাই এ দু'টি বর্ণনার মাঝে সমন্বয় ঘটানো আবশ্যক। আর বুঝতে হবে যে, যিম্মীদের প্রতি অনুগ্রহ করা কাম্য। তবে তাদের সাথে ভালবাসা ও বন্ধুত্ব করা নিষিদ্ধ।" অত:পর ইমাম কারাফী রহ. আরো বলেন:

"**সূক্ষ্ম পার্থক্যটি হল,** যিম্মা চুক্তি আমাদের উপর তাদের জন্য কিছু হক আবশ্যক করে। কারণ তারা আমাদের নিরাপত্তা ও হেফাজতের মধ্যে আছে এবং আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও দ্বীনে ইসলামের যিম্মার মধ্যে আছে।.... এক পর্যায়ে তিনি বলেন: তাই আমাদের উপর আবশ্যক হল: প্রত্যেকটি কাজে তাদের প্রতি এতটুকু সদ্ব্যবহার করা, যার দ্বারা বাহ্যিকভাবে এটা বুঝা যাবে না যে, তাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক ভালবাসা বা কুফরের নিদর্শনগুলোর সম্মানবোধ আছে। যখন এ দু'টির কোন একটিতে পৌঁছে যাবে, তখন তা নিষিদ্ধ হয়ে যাবে এবং তা এই আয়াতে ও অন্যান্য আয়াতের নিষিদ্ধ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট হবে:

যেমন, তারা আমাদের নিকট আগমন করলে তাদের জন্য আসন খালি করে দেওয়া, তাদের জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়া, তাদেরকে এমন সম্মানজনক নামে ডাকা, যা আহুত ব্যক্তির উঁচু সম্মান বুঝায়, এ সবগুলোই হারাম। এমনিভাবে যখন তাদের সাথে আমাদের রাস্তায় দেখা হয়, আর তখন আমরা তাদের জন্য রাস্তার প্রশস্ত, বড় ও সমতল জায়গাটি ছেড়ে দিলাম আর নিজেদেরকে নিম্নমানের অসমতল ও অপ্রশস্ত জায়গায় নিয়ে গেলাম, যেমনটা মানুষ শাসকদেরকে দেখলে বা পুত্র পিতাকে দেখলে করে থাকে, এগুলো নিষিদ্ধ। কারণ এতে কুফরের নির্দশনাবলীকে সম্মান করা হয়, আর আল্লাহর নিদর্শনাবলী ও তাঁর দ্বীনের নিদর্শনাবলীকে অসম্মান করা হয়, তাঁর অনুসারীদেরকে অবমাননা করা হয়।

এমনিভাবে কোন মুসলিম তাদের নিকট খাদেম বা শ্রমিক হতে পারবে না, যার ফলে তাকে আদেশ-নিষেধ করা হবে। তারপর একটু সামনে গিয়ে তিনি বলেন: অপরদিক থেকে, তাদের সাথে যে আন্তরিক ভালবাসা ব্যতিত সদ্ব্যবহারের আদেশ করা হয়েছে- যেমন তাদের দুর্বলদের প্রতি কোমল হওয়া, তাদের ক্ষুধার্তকে খানা খাওয়ানো, তাদের বস্ত্রহীনদেরকে পোষাক দেওয়া, তাদের সাথে নরম কথা বলা, এ সবগুলো বলা হয়েছে দয়া ও অনুগ্রহ হিসাবে, ভয় বা নত হওয়া হিসাবে নয়। তাদের কোন অনাচার দমন করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও প্রতিবেশি হিসাবে কষ্ট সহ্য করে নেওয়া হয়, তাদের প্রতি অনুগ্রহ হিসাবে, ভয় বা সম্মান প্রদর্শন হিসাবে নয়।

এমনিভাবে তাদের জন্য হেদায়াতের দু'আ করা, যেন আল্লাহ তাদেরকে সফলদের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং সকল বিষয়ে তাদের হিত কামনা করা, এজাতীয় যা কিছু আমরা তাদের সাথে করে থাকি, এগুলো তাদেরকে সম্মান করা আর নিজেদেরকে তুচ্ছ করা হিসাবে নয়। আমাদের মনে একথা উপস্থিত রাখতে হবে যে, তারা স্বভাবগতভাবেই আমাদের প্রতি বিদ্বেষী, আমাদের নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী, তারা ক্ষমতাবান হলে আমাদেরকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দিত, আমাদের রক্ত ও সম্পদের উপর আগ্রাসন চালাত এবং তারা আমাদের রব ও আমাদের মালিকের মারাত্মক অবাধ্য। এতদ্বসত্ত্বেও আমরা তাদের সঙ্গে পূর্বেল্লেখিত মু'আমালা করি আমাদের রবের আদেশ পালনার্থে।"

তিনি এই তিনটি অবস্থার মাঝে পার্থক্য লিখলেন। অন্যথায় বিষয়গুলো আমাদের নিকট সংশয়পূর্ণই ছিল। বিশেষ করে আমাদের কতিপয় আলেম নামধারী দাজ্জাল তৃতীয় অবস্থাটির দলিল দিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায়দ্বয়কে বৈধ করতে উঠে পড়ে লেগেছে। সেই বক্রপন্থিদের পন্থা অনুসরণ করে, যারা মুতাশাবিহ কথাবার্তার অনুসরণ করে এবং তার মাধ্যমে মানুষের মাঝে সংশয় সৃষ্টির প্রয়াস পায়।

আসলে মুওয়ালাত (বন্ধুত্ব) ও মু'আদাত (শত্রুতা) এর মাসআলাসমূহের বিশ্লেষণের ক্ষেত্র এটি নয়। এখানে আমাদের আলোচনা হল প্রথম অবস্থাটির সাথে সংশ্লিষ্ট মাসআলাসমূহ থেকে একটি মাসআলা বর্ণনা করা। মাসআলাটি হল: তাওয়াল্লি, তথা আন্তরিক বন্ধুত্ব এবং মুসলিমের বিরুদ্ধে কাফিরকে সাহায্য করা। এটা হল শাইখুল ইসলাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল

ওয়াহহাব রহ. যে সমস্ত ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে অষ্টম ভঙ্গকারী বিষয়। যেমন শাইখুল ইসলাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহ. বলেন:

"অষ্টম ভঙ্গকারী বিষয়: মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সমর্থন ও সহযোগিতা করা। এর দলিল হল আল্লাহ তা'আলার বাণী-

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿المائدة: ٥١﴾

অনুবাদ: **"তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।"**(সূরা মায়িদা:৫১)

তাই যখন আপনি জানতে পেরেছেন যে, আল্লাহর শত্রু আমেরিকা ও তার অন্যান্য কাফির ও মুনাফিক বন্ধুদের দ্বারা পরিচালিত এই কুফরী ক্রুসেড হামলাটির লক্ষ্য ছিল ইসলাম ও মুসলিমগণ, তখন আপনি এ কথাও জানুন যে, এই যুদ্ধে তাদেরকে কোন ধরনের সহযোগিতা করা, চাই এই সাহায্য শরীর দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে, যবান দিয়ে, অন্তর দিয়ে, কলম দিয়ে, সম্পদ দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে বা অন্য যেকোন মাধ্যমে হোক, তা কুফর ও ধর্মত্যাগ। আল্লাহ আমাদেরকে এ থেকে রক্ষা করুন!"(আল্লাহুম্মা আমীন)

এ মাসআলার উপর দলিল-প্রমাণ অনেক: আমি দলিলগুলোকে আটটি পরিচ্ছেদে সাজিয়েছি:

প্রথম পরিচ্ছেদ: ইজমা থেকে দলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: কিতাবুল্লাহ থেকে দলিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: সুন্নাহ থেকে দলিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: সাহাবায়ে কেরামের বক্তব্যসমূহ থেকে দলিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: কিয়াস থেকে দলিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: ইতিহাস থেকে দলিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ: আহলে ইলমের বক্তব্যসমূহ থেকে দলিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ: নজদী দাওয়াতের ইমামদের বক্তব্যসমূহ থেকে দলিল।

প্রথম পরিচ্ছেদ:

ইজমা থেকে দলিল

আমি সর্বপ্রথম এ দলিলটি উল্লেখ করেছি, যাতে কেউ এই ধারণা না করে যে, এ মাসআলাটি ‘মুজতাহাদ ফিহ’ তথা গবেষণাগত, যাতে আহলে ইলমদের ইখতিলাফ আছে। আরেকটি বিষয়ও জেনে রাখা ভাল যে, ইজমা হয় কেবল কুরআন-সুন্নাহর দলিলের উপর।

তাই আপনাদের সমীপে উপস্থাপন করছি যে, **সমস্ত উম্মতের এ ব্যাপারে ইজমা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সমর্থন বা সহযোগিতা করে, সে কাফির, মুরতাদ।** **এই ইজমাটিকে সুপ্রমাণিত করা যায় দুই পদ্ধতিতে:**

প্রথম পদ্ধতি: এ মাসআলায় বিভিন্ন মাযহাবের আলেমদের বক্তব্যগুলো উল্লেখ করা। এটা সপ্তম ও অষ্টম পরিচ্ছেদে উল্লেখিত হয়েছে। সেখানে আমি হানাফী, মালিকী, শাফিয়ী, হানাবিলা, যাহিরিয়্যাহ ও অন্যান্য মুজতাহিদগণের বক্তব্য উল্লেখ করেছি। সাথে সাথে পরবর্তীকালের ও আধুনিক কালের উলামাদের ফাতওয়াও যোগ করেছি।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: বিভিন্ন কিতাবের যে সমস্ত বিবরণ এই মাসআলায় উলামায়ে কেরামের ইজমার কথা উল্লেখ করেছে, সেগুলো উল্লেখ করা। তার মধ্যে কয়েকটি নিচে প্রদান করা হল:

১. আল্লামা ইবনে হাযাম রহ. 'আলমুহাল্লা' নামক কিতাবে (খন্ড নং-১১, পৃষ্ঠা নং-১৩৮) বলেন: বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর বাণী- وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ "তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।" এটি প্রকাশ্যভাবে এ কথাই বুঝায় যে, এমন ব্যক্তি কাফির এবং কাফিরদের দলভুক্ত। এটি এমন সত্য বিষয়, যার ব্যাপারে দু'জন মুসলমানও মতবিরোধ করতে পারে না।

২. শাইখ আব্দুল লতিফ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে হাসান আলুশ শাইখ রহ. ("আদদুরার"এর খন্ড নং-৮, পৃষ্ঠা নং- ৩২৬) কাফিরদের সাথে শত্রুতা এবং তাদের থেকে সম্পর্কমুক্ত হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করার পর বলেন:

তাহলে যে তাদেরকে সাহায্য করবে বা মুসলমানদের দেশে তাদেরকে টেনে নিয়ে আসবে, তাদের গুণ-কীর্তন গাইবে, ইনসাফের ক্ষেত্রে মুসলমানদের উপর তাদেরকে প্রাধান্য দিবে, তাদের দেশ, তাদের বাসস্থান ও তাদের নেতৃত্বকে পছন্দ করবে এবং তাদের বিজয়কে ভালবাসবে... এ সবগুলো সর্বসম্মতিক্রমে পরিস্কার ধর্মত্যাগ। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿المائدة: ٥﴾

অনুবাদ: **"যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয় অবিশ্বাস করে, তার শ্রম বিফলে যাবে এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"**(সূরা মায়েদা:৫)

৩. শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে হামিদ রহ. ("আদ-দুরার"এর খন্ড নং-১৫, পৃষ্ঠা নং-৪৭৯) বলেন: 'তাওয়াল্লি হল, তাদেরকে সম্মান করা, তাদের প্রশংসা করা, মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা, তাদের সাথে এমনভাবে উঠাবসা করা যে, তাদের থেকে প্রকাশ্যভাবে সম্পর্কমুক্ত হয় না, এ সবগুলোই রিদ্দাহ বা ধর্মত্যাগ। তাদের উপর মুরতাদদের বিধান কার্যকর করতে হবে। যেমনটা কিতাব-সুন্নাহ এবং অনুসরণীয় উম্মাহর ইজমা দ্বারা সুপ্রমাণিত।

৪. শাইখ আব্দুল্লাহ বিন বায রহ. (তাঁর ফাতাওয়া গ্রন্থের খন্ড নং-১, পৃষ্ঠা নং-২৭৪ এ) বলেন, ইসলামের সকল আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, যে ব্যক্তি মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সমর্থন করবে বা যেকোন ধরনের সাহায্য করবে, সে তাদের মতই কাফির। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿المائدة: ٥١﴾

অনুবাদ: "হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।"(মায়িদা:৫১)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ:

কিতাবুল্লাহ থেকে দলিল

আল্লাহর কিতাবের অনেক আয়াত এ বিষয়টি প্রমাণ করে। নিচে তার কয়েকটি উল্লেখ করছি:

প্রথম দলিল:

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿المائدة: ٥١﴾

অনুবাদ: "হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।"(মায়িদা:৫১)

যারা কাফিরদেরকে সাহায্য করে, এ আয়াত তিনভাবে তাদের কুফরী প্রমাণ করে:

প্রথমত: আল্লাহর বাণী- بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ "তারা একে অপরের বন্ধু" আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের একজনকে আরেকজনের বন্ধু সাব্যস্ত করেছেন আর মুসলিমদের থেকে তাদের বন্ধুত্ব ছিন্ন করেছেন। তাই এটা প্রমাণ করে, যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারা আল্লাহ তা'আলার- بعضهم (তাদের কতক) কথাটির অন্তর্ভুক্ত হবে। ফলে এই বিশেষণটি তাদেরকেও যুক্ত করবে।

ইবনে জারির রহ. (তাঁর তাফসীরের খন্ড নং-৬, পৃষ্ঠা নং-২৭৭ এ) বলেন: আল্লাহ তা'আলার বাণী- بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ "তারা একে অপরের বন্ধু" এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল: মুসলমানদের বিরুদ্ধে কতক ইয়াহুদী কতক ইয়াহুদীদের আনসার বা সহযোগী এবং তারা সকলে এক হাতের মত। এমনিভাবে খৃষ্টানরাও যারা তাদের ধর্ম ও আদর্শের বিরোধী, তাদের বিরুদ্ধে একে অন্যের আনসার বা সহযোগী।

এর দ্বারা আল্লাহ তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে জানাচ্ছেন যে, কাফিররা যদি কারো সাথে বন্ধুত্ব করে, তাহলে তাদের ধর্ম ও আদর্শের বিরোধিতাকারী মু'মিনদের বিরুদ্ধেই বন্ধুত্ব করে। যেমন ইয়াহুদী ও খৃষ্টানরা বন্ধুত্ব করেছে। তাই আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে আদেশ করলেন, তোমরাও একে অপরের বন্ধু হয়ে যাও এবং ইয়াহুদী-নাসারাদের বিরুদ্ধে এক ময়দানে যুদ্ধকারী হয়ে যাও, যেমনিভাবে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে এক ময়দানে যুদ্ধকারী হয়ে গেছে। তারা একে অপরের বন্ধু। কারণ, কেউ তাদের সাথে বন্ধুত্ব করলে সে তো ঈমানদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব বিচ্ছিন্ন করে দিল।"

দ্বিতীয়ত : আল্লাহর বাণী- وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم "তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।" এর অর্থ হল, তাদের মত কাফির হবে।

ইবনে জারির রহ. (তাঁর তাফসীরে তাবারীর ৬/২৭৭ এ) বলেন: আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم এর অর্থ হল, যে মু'মিনদের ব্যতিত ইয়াহুদী-নাসারাদের সাথে বন্ধুত্ব করে, সে তাদেরই দলভুক্ত। তিনি বলেন: যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করে, সে তাদের দ্বীন ও আদর্শভুক্ত। কারণ কেউ কারো সাথে বন্ধুত্ব করলে সে অবশ্যই তার দ্বীন ও মতের প্রতিও সন্তুষ্ট থাকে। আর যখন সে তার প্রতি এবং তার দ্বীনের প্রতি সন্তুষ্ট হল, তখন তো সে তার বিরোধীদের শত্রু হয়ে গেল, তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে গেল এবং তার হুকুমও তার বন্ধুর হুকুমের অনুরূপ হয়ে গেল।

শাইখ সুলাইমান ইবনে আব্দুল্লাহ আলুশ শাইখ ("আদদুরার" খন্ড নং-৮, পৃষ্ঠা নং-১২৭ এ) উক্ত আয়াতের ব্যাপারে বলেন: এখানে আল্লাহ মু'মিনদেরকে নিষেধ করে দিলেন, ইয়াহুদী-নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে এবং জানালেন যে, মু'মিনদের মধ্য থেকে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তারা তাদের মতই।

তৃতীয়ত: আল্লাহর বাণী- إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ "নিশ্চয়ই আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।" এখানে জুলুম বলতে 'বড় জুলুম' উদ্দেশ্য, যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন-

وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿البقرة: ٢٥٤﴾

অর্থাৎ **"আর কাফিররাই হলো প্রকৃত যালেম"** (সূরা বাকারাহ:২৫৪)

এই আয়াতের শুরুর অংশ এবং পরের আয়াতটি এটাই বুঝায়। যা দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দলিলে আসবে। এছাড়াও দলিল হিসাবে আছে পূর্বোল্লেখিত ইজমা।

ইবনে জারির রহ. (৬/২৭৮) বলেন: এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য হল: আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যক্তিকে হেদায়েত দান করেন না, যে উল্লেখিত স্থানে বন্ধুত্ব করে এবং ইয়াহুদী-নাসারারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের সাথে শত্রুতা করা সত্ত্বেও তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে এবং তাদের সমর্থক ও সাহায্যকারী হয়ে যায়। কারণ, যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী।

ইবনে জারির রহ. (তাঁর তাফসীরের (৬/২৭৬) এই আয়াতের ব্যাপারেই আরো বলেন: এ ব্যাপারে আমাদের নিকট সঠিক কথা হল, আল্লাহ তা'আলা সকল মু'মিনদেরকে নিষেধ করেছেন, ঈমানদারদের বিরুদ্ধে ইয়াহুদী-নাসারাদেরকে সাহায্যকারী ও মিত্র না বানাতে এবং জানিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদেরকে বাদ দিয়ে তাদেরকে বন্ধু, সাহায্যকারী ও মিত্ররূপে গ্রহণ করে, সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের বিরোধী দলে অবস্থান নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদেরই একজন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার থেকে সম্পর্কমুক্ত।

দ্বিতীয় দলিল:

আল্লাহ তা'আলা পূর্ববর্তী আয়াতের পরেই বলেছেন-

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ﴾ (المائدة: ٥٢﴿

অনুবাদ: **"বস্তুতঃ যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলেঃ আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হই। অতএব, সেদিন দুরে নয়, যেদিন আল্লাহ তা'আলা বিজয় প্রকাশ করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ দেবেন-ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্যে অনুতপ্ত হবে।"**(সূরা মায়িদাহ:৫২)

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করাকে ঐ সকল লোকদের বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করলেন, যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তথা মুনাফিক, যাদের ব্যাপারে আয়াতটি নাযিল হয়েছে। যেমনটা তাফসীরের কিতাবসমূহে উল্লেখিত হয়েছে।

ইবনে কাসীর রহ. (২/৬৯ এ) বলেন: আল্লাহ তা'আলার বাণী- فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ "বস্তুতঃ যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন" অর্থাৎ যাদের অন্তরে সন্দেহ, সংশয় ও কপটতা আছে। يُسَارِعُونَ فِيهِمْ "দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে।" অর্থাৎ প্রকাশ্যে ও গোপনে তাদের সাথে ভালবাসা করার দিকে দ্রুত অগ্রসর হয়। يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ "তারা বলেঃ আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হই।" অর্থাৎ তারা তাদের এই ভালবাসা ও বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যা করে যে, তারা আশঙ্কা করে, হয়ত কাফিররা মুসলিমদের উপর বিজয়ী হয়ে যেতে পারে, তখন এই বন্ধুত্বের কারণে ইয়াহুদী নাসারাদের সাথে তাদের হাত থাকবে। ফলে এটা তাদেরকে উপকৃত করবে।

তৃতীয় দলিল:

পূর্ববর্তী আয়াতের পরেই আল্লাহ তা'আলা আবার বলেছেন-

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ﴿المائدة: ٥٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿المائدة: ٥٤﴾ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ

آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿المائدة: ٥٥﴾ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿المائدة: ٥٦﴾

অনুবাদ: "মুসলমানরা বলবেঃ এরাই কি সেসব লোক, যারা আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করত যে, আমরা তোমাদের সাথে আছি? তাদের কৃতকর্মসমূহ বিফল হয়ে গেছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আছে। হে মু'মিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জেহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ-তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী। তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ তাঁর রসূল এবং মু'মিনবৃন্দ-যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনম্র। আর যারা আল্লাহ তাঁর রসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী।"(সূরা মায়িদাহ: ৫৩-৫৬)

এ সকল আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়েছে, ইয়াহুদী-নাসারাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার প্রেক্ষাপটে এবং যারা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তাদের ধর্মত্যাগের কথাও বিবৃত হয়েছে এতে। তা কয়েকভাবে-

এক. আল্লাহর বাণী- وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ

"মুসলমানরা বলবেঃ এরাই কি সেসব লোক, যারা আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করত যে, আমরা

তোমাদের সাথে আছি?”- অর্থাৎ তারা এক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী। আর কাফিরদের সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব করার কাজটিই তাদের মিথ্যাবাদী হওয়ার দলিল।

ইবনে জারির রহ. (৬/২৮১ এ) বলেন: মু’মিনগণ তাদের ব্যাপারে এবং তাদের নিফাকী, মিথ্যাচারিতা ও আল্লাহর নাম নিয়ে মিথ্যা কসমের কারণে আশ্চর্য হয়ে বলে: এরাই কি আমাদের নিকট এসে আল্লাহর নামে শপথ করে বলেছিল, তারা আমাদের সাথে আছে, অথচ তারা আমাদের নিকট যে কসম করেছিল, তাতে মিথ্যাবাদী ছিল।

দুই. আল্লাহ তা’আলা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বকারী ঐ সকল লোকদের ব্যাপারে বলেন: حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ “তাদের কৃতকর্মসমূহ বিফল হয়ে গেছে”- অর্থাৎ যারা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করেছে। আর حبوط عمل তথা কৃতকর্ম বিনষ্ট হওয়া কেবল কুফরের মাধ্যমেই হয়। যেমন:

১. আল্লাহ তা’আলা বলেছেন-

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.

{الأعراف: ١٤٧}

অনুবাদ: **“বস্তুতঃ যারা মিথ্যা জেনেছে আমার আয়াতসমূকে এবং আখেরাতের সাক্ষাতকে, তাদের যাবতীয় কাজকর্ম ধ্বংস হয়ে গেছে। তেমন বদলাই সে পাবে যেমন আমল করত।”**

(সূরা আ‘রাফ:১৪৭)

২. আল্লাহ তা’আলা আরো বলেছেন-

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿التوبة: ١٧﴾

অনুবাদ: **"মুশরিকরা যোগ্যতা রাখে না আল্লাহর মসজিদ আবাদ করার, যখন তারা নিজেরাই নিজেদের কুফরীর স্বীকৃতি দিচ্ছে। এদের আমল বরবাদ হবে এবং এরা আগুনে স্থায়ীভাবে বসবাস করবে।"**(সূরা আনফাল:১৭)

৩. আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন-

وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ... ﴿المائدة: ٥﴾

অনুবাদ: **"যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয় অবিশ্বাস করে, তার শ্রম বিফলে যাবে।"**(সূরা মায়িদাহ:৫)

৪. আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন-

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿الزمر: ٦٥﴾

অনুবাদ: **"যদি আল্লাহর শরীক স্থির করেন, তবে আপনার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হবেন।"** (সূরা যুমার:৬৫)

এছাড়াও আরো অনেক আয়াত রয়েছে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. আস-সারিমুল মাসলুলে (খন্ড নং-২, পৃষ্ঠা নং-২১৪) বলেন: কুফর ব্যতিত কোন কিছুর মাধ্যমে আমল বিনষ্ট হয় না। কারণ যে ঈমানের উপর

মারা যায়, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং জাহান্নামে প্রবেশ করে থাকলে তা থেকে বের হবেই। আর সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে গেলে তো কখনোই জান্নাতে প্রবেশ করত না।

আরেকটি কারণ হল, যেহেতু আমলকে নষ্ট করে কেবল তার পরিপন্থি কোন বিষয়ই। আর পরিপূর্ণভাবে আমলের পরিপন্থী বিষয় কেবল কুফরই। এটি আহলুস সুন্নাহর একটি প্রসিদ্ধ মূলনীতি।

তিন. আল্লাহ তা'আলার বাণী- ﴿فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ﴾ (المائدة: ৫৩) "ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আছে।" আর কর্মফল বিনষ্ট হওয়ার মাধ্যমে যে খাসারাত তথা ব্যর্থতা বা ক্ষতি হয়, তা দুনিয়া আখিরাত উভয় জগতেই হয়, আল্লাহর পানাহ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (البقرة: ٢١٧)

অনুবাদ: **"তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো দোযখবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে।"**(সূরা বাকারাহ:২১৭)

চার. আল্লাহ তা'আলার বাণী- مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ "তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে" এ আয়াতের পূর্বের ও পরের আয়াতদ্বয় দ্বারা বুঝে আসে যে, এখানে মূলত: কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার ব্যাপারেই আয়াতটি।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. তার মাজমুউল ফাতাওয়ায় (খন্ড নং-১৮, পৃষ্ঠা নং-৩০০ এ) বলেন: "তাই যখনই কোন দল ইসলাম থেকে ফিরে যায়, অমনি আল্লাহ আরেকটি দলকে নিয়ে আসেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসেন এবং তারা তার পথে জিহাদ করে। আর তারাই হল কিয়ামত অবধি চলমান "তায়িফায়ে মানসূরাহ"।" এর দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, আল্লাহ তা'আলা এটা কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করার প্রেক্ষাপটে নাযিল করেছেন। তাই বলেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿المائدة: ٥١﴾ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴿المائدة: ٥٢﴾

অনুবাদ: "হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। বস্তুতঃ যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলেঃ আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হই। অতএব, সেদিন দুরে নয়, যেদিন আল্লাহ তা'আলা বিজয় প্রকাশ করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ দেবেন-ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্যে অনুতপ্ত হবে।"(সূরা মায়িদাহ:৫১-৫২)

অবশেষে এই প্রসঙ্গেই বলেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ...

﴿المائدة: ٥٤﴾

অনুবাদ: "হে মু'মিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে।"

(সূরা মায়িদাহ:৫৪)

তাই ইয়াহুদী-নাসারাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে যাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, রিদ্দাহর আয়াতের মধ্যেও তাদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। আর আমরা সকলেই জানি যে, এটা সকল যুগের উম্মতকেই শামিল করবে। অর্থাৎ যখন কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করলেন এবং বলে দিলেন যে, সম্বোধিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারা তাদেরই মধ্য থেকে হবে, তখন এটাও বলে দিলেন যে, যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে এবং দ্বীনে ইসলাম থেকে ফিরে যাবে, তারা ইসলামের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

বরং আল্লাহ তা'আলা তখনই এমন একটি দলকে নিয়ে আসবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারাও তাকে ভালবাসবে। ফলে তারা মু'মিনদের সাথেই বন্ধুত্ব করবে, কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করবে না এবং তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে, এক্ষেত্রে কোন

নিন্দুকের নিন্দার পরওয়া করবে না। যেমন আল্লাহ শুরুতেই কুফর অবলম্বন করার প্রসঙ্গে বলেছেন-

فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿الأنعام: ٨٩﴾

অনুবাদ: **"অতএব, যদি এরা আপনার নবুয়ত অস্বীকার করে, তবে এর জন্যে এমন সম্প্রদায় নির্দিষ্ট করেছি, যারা এতে অবিশ্বাসী হবে না।"**(সূরা আন'আম:৮৯)

তাই এ সকল লোক, যারা ইসলামে প্রবেশই করেনি আর ওই সকল লোক, যারা ইসলামে প্রবেশ করার পর বের হয়ে গেছে, তারা ইসলামের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বরং আল্লাহ এমন দলকে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন, যারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি ঈমান আনবে এবং কিয়ামত অবধি আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করবে।

পাঁচ. আল্লাহ তা'আলা নিচের আয়াতে বন্ধুত্বকে সীমাবদ্ধ করে বলার কারণে যেটা বুঝে আসে-

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ.

﴿المائدة: ٥٥﴾

অনুবাদ: **"(হে মুসলিমগণ!) তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ তাঁর রসূল এবং মু'মিনবৃন্দ-যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনম্র।"** (সূরা মায়িদাহ:৫৫)

ছয়. আল্লাহর বাণী-

وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿المائدة: ٥٦﴾

অনুবাদ: "আর যারা আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী।" অর্থাৎ যে কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, সে শয়তানের দলভুক্ত।"(সূরা মায়িদাহ:৫৬)

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿المجادلة: ١٩﴾

অনুবাদ: "শয়তান তাদেরকে বশীভূত করে নিয়েছে, অতঃপর আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। তারা শয়তানের দল। সাবধান, শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত।"(সূরা মুজাদালাহ:১৯)

চতুর্থ দলিল:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿المائدة: ٥٧﴾

অনুবাদ: "হে মু'মিনগণ, আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফিরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না। আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও।"(সূরা মায়িদাহ:৫৭)

এ আয়াতটিও পূর্বোক্ত আয়াতগুলোর প্রেক্ষাপটেই। পূর্ববর্তী আয়াতগুলো যেটা বুঝিয়েছে তথা যারা কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ও তাদেরকে সাহায্য করে তারা মুরতাদ হয়ে যাবে-এটাকে আরো শক্তিশালী করেছে।

শাইখ আব্দুল লতিফ ইবনে আব্দুর রহমান আলুশ শাইখ ("আদদুরার" এর খন্ড নং-৮, পৃষ্ঠা নং-২৮৮) বলেন: তাই আল্লাহ তা'আলার এই বাণীতে চিন্তা করুন- وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ "তোমরা প্রকৃত মু'মিন হলে আল্লাহকেই ভয় কর।" কেননা এই হরফটি (অর্থাৎ إن الشرطية) দাবি করে, যখন জাওয়াব পাওয়া যাবে না, তখন শর্তটিও পাওয়া যাবে না। এর অর্থ হল, যে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সে তাদের-ই দলভুক্ত।

পঞ্চম দলিল:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী-

لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿آل‌عمران: ٢٨﴾

অনুবাদ: "মু'মিনগন যেন অন্য মু'মিনকে ছেড়ে কেন কাফিরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কেন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন। এবং সবাই কে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে।"(সূরা আলে ইমরান:২৮)

এ আয়াত প্রমাণ করে, যারা কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে, তারা কাফির। কারণ যারা এটা করে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন: فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ "যারা এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কেন সম্পর্ক থাকবে না।"

ইবনে জারির রহ. (৩/২২৮ এ) বলেন:

এর অর্থ হল: হে ঈমানদারগণ! তোমরা কাফিরদেরকে এমন সাহায্যকারী ও বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না যে, তাদের দ্বীনের ব্যাপারে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সমর্থন করবে, মুসলমানদের গোপন বিষয়াবলী তাদেরকে বলে দিবে। আর যে এমনটা করবে, আল্লাহর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ সে আল্লাহ থেকে সম্পর্কমুক্ত এবং আল্লাহও তার থেকে সম্পর্কমুক্ত। কারণ সে নিজের দ্বীন থেকে মুরতাদ হয়ে গেছে এবং কুফরের মধ্যে প্রবেশ করে ফেলেছে। তবে যদি তাদের থেকে আত্মরক্ষার জন্য কোন কাজ করো, তা এর ব্যতিক্রম। অর্থাৎ তবে যদি তোমরা তাদের ক্ষমতাধীন থাক, ফলে তাদের থেকে আশঙ্কা কর, এ কারণে মুখে তাদের সাথে বন্ধুত্ব প্রকাশ কর, কিন্তু অন্তরে শত্রুতাই লুকিয়ে রাখ, তাছাড়া তারা যে কুফরের উপর আছে, তাতে তাদের সাথে অংশগ্রহণ না কর বা কোন মুসলিমের বিরুদ্ধে কোন কাজের মাধ্যমে তাদেরকে সাহয্য না করো, তাহলে কোন সমস্যা নেই।

ষষ্ঠ দলিল:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী-

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿النساء: ١٣٨﴾ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿النساء: ١٣٩﴾

অনুবাদ: "সেসব মুনাফেককে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। যারা মুসলমানদের বর্জন করে কাফিরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয় এবং তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে, অথচ যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য।"(সূরা নিসা: ১৩৮-১৩৯)

মু'মিনদেরকে বাদ দিয়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করাকে আল্লাহ মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য বললেন। এটা আল্লাহ তা'আলার এই আয়াতের মত-

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ ... ﴿المائدة: ٥٢﴾

অনুবাদ: "বস্তুতঃ যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলেঃ আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হই।"(সূরা মায়িদাহ:৫২)

যেটার ব্যাপারে দ্বিতীয় দলিলে আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে।

ইবনে জারির রহ. (৩/৩২৯ এ) বলেন: আল্লাহ তা'আলা তার নবীকে বলছেন: হে মুহাম্মাদ! ঐ সকল মুনাফিকদেরকে সুসংবাদ দাও, যারা কাফির ও ধর্মদ্রোহীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, অর্থাৎ মু'মিনদেরকে বাদ দিয়ে তাদেরকে সাহায্যকারী ও ঘনিষ্ঠজন বানায়।

أيبتغون عندهم العزة "তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে?" আল্লাহ তা'আলা বলছেন: তারা কি ঈমানদারদেরকে বাদ দিয়ে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাদের নিকট সম্মান অন্বেষণ করছে? فإن العزة لله جميعا "অথচ যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য।"

আল্লাহ তা'আলা বলছেন: যারা মর্যাদা লাভের আশায় কাফিরদেরকে বন্ধু বানায়, তারাই লাঞ্ছিত ও নত হবে। তাই কেন তারা মু'মিনদেরকেই বন্ধুরূপে গ্রহণ করে না, সম্মান, ক্ষমতা ও বিজয় আল্লাহর নিকটই অন্বেষণ করে না, সকল ক্ষমতা ও সম্মান যার হাতে, যিনি কাউকে চাইলে সম্মানিত করেন আর কাউকে চাইলে লাঞ্ছিত করেন?

এ আয়াতের মতই নিচের আয়াতটিও-

সপ্তম দলিল

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿الحشر: ١١﴾

অনুবাদ: "আপনি কি মুনাফিকদেরকে দেখেন নি? তারা তাদের কিতাবধারী কাফির ভাইদেরকে বলেঃ তোমরা যদি বহিস্কৃত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশ থেকে বের হয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনও কারও কথা মানব না। আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব। আল্লাহ তা'আলা সাক্ষ্য দেন যে, ওরা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী।"(সূরা হাশর:১১)

এর প্রাসঙ্গিক আলোচনা- "সেসব মুনাফিককে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব"- এর আলোচনার মতই এবং فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ এর আলোচনার মতই।

শাইখ সুলাইমান ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. ("আদদুরার" এর খন্ড নং-৮, পৃষ্ঠা নং-১৩৮ এ) বলেন: যে গোপনে মুশরিকদের সঙ্গে ওয়াদা করে যে, তাদের সাথে যোগ দিবে, তাদেরকে সাহায্য করবে এবং মুনাফিকী ও কুফরীর কারণে তাদেরকে নির্বাসিত করা হলে, সেও তাদের সঙ্গে বেরিয়ে যাবে, যদি সে-ই কাফির হয়ে যায়, তাহলে যে প্রকাশ্যে সত্য সত্যই তাদের প্রতি এরূপ বন্ধুত্ব প্রকাশ করে, তার কুফরী আরো কতটা স্পষ্ট?!

অষ্টম দলিল:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী-

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿المائدة: ٧٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿المائدة: ٧٩﴾ تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿المائدة: ٨٠﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿المائدة: ٨١﴾

অনুবাদ: "বনী-ইসলাঈলের মধ্যে যারা কাফির, তাদেরকে দাউদ ও মরিয়মতনয় ঈসার মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে। এটা একারণে যে, তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমা লংঘন করত।

তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত তা অবশ্যই মন্দ ছিল। আপনি তাদের অনেককে দেখবেন, কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা নিজেদের জন্য যা পাঠিয়েছে তা অবশ্যই মন্দ। তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা চিরকাল আযাবে থাকবে। যদি তারা আল্লাহর প্রতি ও রসূলের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচার।”(সূরা মায়িদাহ:৮০-৮১)

এ আয়াতগুলো যারা কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তাদের কুফরী প্রমাণ করে কয়েকভাবে-

এক. আল্লাহ তা’আলা কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করাকে ঐ সকল লোকদের বৈশিষ্ট্য বলেছেন, যারা বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের মধ্যে কুফুরী করেছিল এবং যারা দাউদ ও ঈসা ইবনে মারইয়ামের যবানীতে অভিশপ্ত হয়েছিল।

দুই. আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেছেন: وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ “তারা চিরকাল আযাবে থাকবে।”-এটা তো কাফিরদের আযাবেরই বৈশিষ্ট্য।

শাইখ সুলাইমান ইবনে আব্দুল্লাহ (৮/১২৮) বলেন: আল্লাহ তা’আলা উল্লেখ করলেন যে, শুধু কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্বই আল্লাহর ক্রোধ সৃষ্টিকারী এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামে প্রবেশের কারণ। যদিও ভয়ে করুক না কেন। তবে সকল শর্তসহ ‘মুকরাহ’ (বলপ্রয়োগকৃত) সাব্যস্ত হলে ভিন্ন কথা।

তিন. আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ فَاسِقُونَ.

অনুবাদ: "যদি তারা আল্লাহর প্রতি ও রসূলের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচার।"

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. (মাজমুউল ফাতাওয়া (খন্ড নং-৭, পৃষ্ঠা নং-১৭) বলেন: আল্লাহ তা'আলা একটি শর্তমূলক বাক্য উল্লেখ করেছেন, যা দাবি করে, যখনই শর্তটি পাওয়া যাবে, তখনই শর্তকৃত বস্তুটিও পাওয়া যাবে। আর যখন শর্তটি পাওয়া যাবে না, তখন শর্তকৃত বস্তুটিও পাওয়া যাবে না। তাই আল্লাহ তা'আলা বললেন: وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ "যদি তারা আল্লাহর প্রতি ও রসূলের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচার।"

তাই এটা প্রমাণ করে যে, উল্লেখিত ঈমান তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করার পরিপন্থি এবং বিরোধী। একই অন্তরের মধ্যে ঈমান এবং তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা পাওয়া যেতে পারে না।

শাইখ সুলাইমান ইবনে আব্দুল্লাহ ("আদদুরার" ৮/১২৯) বলেন: আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করলেন যে, কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর কুরআনের প্রতি ঈমান

আনার বিরোধী ও পরিপন্থি। তারপর আল্লাহ তা'আলা এর কারণ জানালেন যে, তাদের অধিকাংশই পাপাচারী ছিল।

কে মুসিবতে পড়ার ভয়ে করেছিল? তা উল্লেখ করেননি, এ ধরনের কোন পার্থক্য আল্লাহ করলেন না। এমনিভাবে এ সকল মুরতাদদের অধিকাংশের অবস্থাই এমন যে, তারা ধর্মত্যাগের পূর্বেও পাপাচারী ছিল। তাই এটাই তাদেরকে কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং দ্বীন থেকে বের হয়ে যাওয়া পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে। আমরা আল্লাহর নিকট এর থেকে পানাহ চাই।

নবম দলিল:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী-

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿الأنفال: ٧٣﴾

অনুবাদ: "আর যারা কাফির তারা পারস্পরিক সহযোগী, বন্ধু। তোমরা যদি এমন ব্যবস্থা না কর, তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে এবং দেশময় বড়ই অকল্যাণ হবে।"

(সূরা আনফাল:৭৩)

এ আয়াত কয়েকভাবে কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্বকারীদের কুফরী বুঝায়। যথা:

এক. আল্লাহর বাণী- وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ "আর যারা কাফির তারা পারস্পরিক সহযোগী, বন্ধু। সুতরাং যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে আল্লাহর এই কথার অন্তর্ভুক্ত-

بعضهم ('তাদের কতক')। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদী-নাসারাদের ব্যাপারে বলেছেন: بعضهم أولياء بعض যা পূর্বে ১ নং দলিলে আলোচিত হয়েছে।

দুই. আল্লাহর বাণী- إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ "তোমরা যদি এমন ব্যবস্থা না কর, তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে এবং দেশময় বড়ই অকল্যাণ হবে।" আর ফেৎনা কুরআনে কয়েকটি অর্থে আসে, তার মধ্যে একটি হল শিরক ও কুফর। যেমন আল্লাহর বাণী- وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ "তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক, যাবত না ফেৎনা নির্মূল হয়।" আল্লাহর বাণী- وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ "আর ফেৎনা তো হত্যার চেয়েও গুরুতর।"

আল্লাহর বাণী- فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ "সুতরাং যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের ভয় করা উচিত, না জানি তাদের উপর কোন ফেৎনা আপতিত হয় অথবা যন্ত্রণাদায়ক কোন শাস্তি তাদেরকে আক্রান্ত করে।"

এছাড়াও আরো অনেক আয়াত রয়েছে।

ইবনে কাসীর রহ. বলেন: আল্লাহর বাণী- إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ "তোমরা যদি এমন ব্যবস্থা না কর, তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে এবং দেশময় বড়ই অকল্যাণ হবে।"এর অর্থ হল, অর্থাৎ যদি তোমরা মুশরিকদেরকে বর্জন না করো আর মু'মিনদের সাথে বন্ধুত্ব না করো, তাহলে মানুষের মাঝে ফেৎনা দেখা দিবে। আর ফেৎনা হল, দ্বীনের বিষয়

অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া এবং মু'মিন-কাফির মিশ্রিত হয়ে যাওয়া। ফলে মানুষের মাঝে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে।

শাইখ আব্দুল লতীফ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে হাসান আলুশ শাইখ ('আদদুরার' খন্ড নং- ৮, পৃষ্ঠা নং- ৩২৪-৩২৬) বলেন: তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতা করার ব্যাপারে কুরআনে যে সমস্ত নিষেধাজ্ঞা ও মারাত্মক ধমকি এসেছে, তা একথারই উপর প্রমাণ বহন করে যে, সবচেয়ে বড় মূলনীতি হল: আল্লাহর শত্রুদের সঙ্গে শত্রুতা করা, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-জিহাদ করা, তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা, তাদেরকে ক্রোধান্বিত করা এবং তাদের সমালোচনা করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করা ব্যতিত কিছুতেই ঈমান সুদৃঢ় হয় না এবং স্থির থাকে না।

আল্লাহ তা'আলা এটা বলেছিলেন, যখন মু'মিনদের মাঝে পারস্পরিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে দেওয়া হয়েছিল। আর তখন তিনি জানিয়ে দেন যে, কাফিররা একে অপরের বন্ধু। আল্লাহ বলেন: إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ "তোমরা যদি এমন ব্যবস্থা না কর, তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে এবং দেশময় বড়ই অকল্যাণ হবে।" ফেৎনা হল শিরক। আর ফাসাদে কাবির বা মহা বিপর্যয় হল, তাওহীদ ও ইসলামের আকিদা নষ্ট হয়ে যাওয়া এবং আল্লাহ যে সমস্ত বিধান ও পদ্ধতি দিয়েছেন তা মুছে যাওয়া।

দশম দলিল:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿آل‌عمران: ١٤٩﴾ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿آل‌عمران: ١٥٠﴾

অনুবাদ: **"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি কাফিরদের কথা শোন, তাহলে ওরা তোমাদেরকে পেছনে ফিরিয়ে দেবে, তাতে তোমরা ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে পড়বে। বরং আল্লাহ তোমাদের সাহায্যকারী, আর তাঁর সাহায্যই হচ্ছে উত্তম সাহায্য।"**(সূরা আলে ইমরান: ১৪৯-১৫০)

শাইখ সুলাইমান ইবনে আব্দুল্লাহ আলুশ শাইখ ('আদদুরার' ৮/১২৪) বলেন: আল্লাহ তা'আলা জানিয়ে দিলেন যে, মু'মিনগণ যদি কাফিরদের কথা মানে, তাহলে তারা অবশ্যই মু'মিনদেরকে তাদের ইসলাম থেকে পিছন দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। কারণ তারা কুফর ব্যতিত কিছুতেই তাদের ব্যাপারে আশ্বস্ত হবে না। আল্লাহ তা'আলা আরো জানালেন যে, তারা যদি এটা করে, তাহলে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়বে।

আল্লাহ তা'আলা তাদের কথা মানা বা তাদের আনুগত্য করার কোন সুযোগই দিলেন না, কারণ তাদের থেকে আশঙ্কা আছে। আর এটাই বাস্তবতা। কারণ কেউ তাদের সাথে সহমত পোষণ করলে, তারা ততক্ষণ পর্যন্ত আশ্বস্ত হবে না, যতক্ষণ না সে তাদের ব্যাপারে এ সাক্ষ্য দেয় যে, তারা হকের উপর আছে আর মুসলিমদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে এবং সম্পর্ক ছিন্ন করে।

তারপর আল্লাহ তা'আলা বললেন: ﴿بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ﴾ (آل‌عمران: ١٥٠) "বরং আল্লাহ তোমাদের সাহায্যকারী, আর তাঁর সাহায্যই হচ্ছে উত্তম সাহায্য।" আল্লাহ তা'আলা জানালেন যে, তিনিই মু'মিনদের অভিভাবক ও সাহায্যকারী এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী। তাই তাঁর সাথে বন্ধুত্ব করা এবং তাঁর কথা মানাই যথেষ্ট, কাফিরদের কথা মানার কোন প্রয়োজন নেই।

একাদশ দলিল:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী-

﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ﴾ (محمد: ٢٥) ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ﴾ (محمد: ٢٦)

অনুবাদ: "নিশ্চয় যারা সোজা পথ ব্যক্ত হওয়ার পর তৎপ্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, শয়তান তাদের জন্যে তাদের কাজকে সুন্দর করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। এটা এজন্য যে, তারা তাদেরকে বলে, যারা আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব অপছন্দ করেঃ আমরা কোন কোন ব্যাপারে তোমাদের কথা মান্য করব। আল্লাহ তাদের গোপন পরামর্শ অবগত আছেন।"

(সূরা মুহাম্মাদ:২৫-২৬)

এখানে আল্লাহ তা'আলা তাদের কুফরীর কারণ বর্ণনা করলেন যে, তারা কাফিরদের উদ্দেশ্যে বলে, যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানকে অপছন্দ করে: আমরা কিছু কিছু বিষয়ে তোমাদের

কথা মানবো। তারা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিছু বিষয়ে তাদেরকে মানার, সকল বিষয়ে মানার প্রতিশ্রুতি দেয়নি, এতদ্বসত্ত্বেও এটা তাদের পক্ষ থেকে রিদ্দাহ বা ধর্মত্যাগ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।

শাইখ সুলাইমান ইবনে আব্দুল্লাহ আলুশ শাইখ রহ. ('আদদুরার' ৮/১৩৬) বলেন: যে আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অপছন্দকারী মুশরিকদেরকে কিছু কিছু বিষয়ে আনুগত্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়, সে-ই যদি কাফির হয়- যদিও যা ওয়াদা করেছে, তা এখনো করেনি- তাহলে যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অপছন্দকারী মুশরিকদের সহমতাবলম্বী হয়ে যায়, তাদের কি অবস্থা হবে?!

দ্বাদশ দলিল:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী-

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿النساء: ٧٦﴾

অনুবাদ: "যারা ঈমানদার তারা যে, জেহাদ করে আল্লাহর রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফির তারা লড়াই করে শয়তানের পক্ষে সুতরাং তোমরা জেহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।"(সূরা নিসা:৭৬)

আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে বলে দিলেন যে, যারা কাফির, তারাই তাগুতের পথে যুদ্ধ করে এবং তারা হল শয়তানের বন্ধু। যারা তাদের সাথে মিলে যুদ্ধ করবে, তারা এ সকল বৈশিষ্ট্যসহই তাদের সঙ্গী হবে।

আর যুদ্ধ হাত, যবান, সম্পদ এবং আরো যেগুলোর দ্বারা সাহায্য করা যায়, সবগুলো দ্বারাই হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো, তোমাদের সম্পদ দিয়ে, জীবন দিয়ে এবং যবান দিয়ে। এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ তা'আলা একটি তীরের মাধ্যমে তিন শ্রেণীর লোককে জান্নাতে প্রবেশ করান: ১. তার কারিগরকে, যে তা গড়ার ক্ষেত্রে কল্যাণের নিয়ত করেছে। ২. তার নিক্ষেপকারীকে এবং ৩. তা প্রদানকারীকে।

সুতরাং এই আয়াতটি প্রমাণ করল যে, যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধ তাদেরকে সাহায্য করবে, যেকোন ধরনের সাহায্য হোক, তারা শয়তানের বন্ধুদের মধ্য থেকে।

ত্রয়োদশ দলিল:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী-

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴿الأعراف: ١٧٥﴾

অনুবাদ: “আর আপনি তাদেরকে শুনিয়ে দিন, সে লোকের অবস্থা, যাকে আমি নিজের নিদর্শনসমূহ দান করেছিলাম, অথচ সে তা পরিহার করে বেরিয়ে গেছে। আর তার পেছনে লেগেছে শয়তান, ফলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে।”(সূরা আ'রাফ:১৭৫)

ইবনে জারির রহ. তার নিজ সনদে বর্ণনা করেন, (তাফসীরে তাবারী ৯/১২৩): হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন মূসা আলাইহিস সালাম ও তাঁর সঙ্গীগণ দাপটশালী সম্প্রদায়ের নিকট আসলেন, তখন তার (অর্থাৎ বালআম বাউরার) নিকট তার চাচারা ও তার কওমের লোকেরা আগমন করল। তারা বলল: মূসা তো একজন লৌহমানব। তাঁর সাথে আছে অনেক সৈন্য-সামন্ত। সে যদি আমাদের উপর বিজয়ী হয়, তবে তো আমাদেরকে ধ্বংস করে ফেলবে। তাই তুমি আল্লাহর নিকট দু'আ করো, যেন আল্লাহ মূসা ও তার সঙ্গীদেরকে ফিরিয়ে দেন।

সে বলল: আমি যদি মূসা ও তার সঙ্গীদেরকে ফিরিয়ে দিতে আল্লাহর নিকট দু’আ করি, তাহলে আমার দুনিয়া-আখিরাত উভয়টা যাবে। কিন্তু তারা বারংবার পীড়াপিড়ির কারণে অবশেষে সে দু'আ করল। ফলে আল্লাহ তাকে উল্টিয়ে দিলেন। এটার ব্যাপারেই আল্লাহ বলেছেন: فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ “অথচ সে তা পরিহার করে বেরিয়ে গেছে। আর তার পেছনে লেগেছে শয়তান, ফলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে।”

এখানে সে কাফিরদেরকে সাহায্য করেনি। বরং তাদের জন্য শুধু দু'আ করেছে, যেন আল্লাহ মূসা ও তাঁর সাথীদেরকে ফিরিয়ে দেন। ফলে এটাই ছিল আল্লাহর নিদর্শনাবলী থেকে ছিটকে

যাওয়া বা ফিরে যাওয়া। তাহলে যে তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করে, তাদের কী অবস্থা হবে?!

চতুর্দশ দলিল:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী-

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ (النساء: ٩٧﴿

অনুবাদ: **"যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলেঃ এ ভূখন্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলেঃ আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হল জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান।"**(সূরা নিসা:৯৭)

ইমাম বুখারী রহ. তাঁর সহীহ বুখারীতে আবূল আসওয়াদ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান থেকে বর্ণনা করেন, আবূল আসওয়াদ বলেন: মদিনাবাসীর নিকট দিয়ে একটি কাফেলা অতিক্রম করল। তখন আমি তাদের দলভুক্ত হলাম। অত:পর হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.এর গোলাম ইকরিমার সাথে আমার সাক্ষাৎ হল। আমি তাকে বিষয়টি জানালে তিনি আমাকে কঠোরভাবে নিষেধ করলেন। আমাকে বললেন: হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. আমাকে বলেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় মুসলমানদের একটি দল মুশরিকদের সাথে ছিল। তারা তাদের দল ভারি করেছিল। এ সময় তাদের কেউ গায়ে তীর এসে বিদ্ধ হওয়ার ফলে

নিহত হল, কেউ গর্দানে তরবারীর আঘাত লাগার ফলে নিহত হল। তখন আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতটি নাযিল করলেন- إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ যে সকল মুসলিমদের ব্যাপারে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে, উলামায়ে কেরাম তাদের ব্যাপারে ইখতিলাফ করেছেন যে, যারা কাফিরদের সঙ্গে বের হয়ে তাদের দল ভারি করছিল: তারা কি শুধু গুনাহগার মুসলিম হিসাবে মারা গিয়েছিল, নাকি এই কাজের মাধ্যমে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল? যেহেতু তাদের এ কাজটি ছিল কুফর।

কিন্তু উলামায়ে কেরামের কেউ কেউ তাদের ওযর গণ্য করেছেন। তো যারা তাদেরকে তাকফীর করেননি, তারা এই বিবেচনা করেছেন যে, তারা বলপ্রয়োগের শিকার ছিল। আর ইকরাহ বা বলপ্রয়োগ কুফরের ক্ষেত্রে একটি ওযর। আর যারা তাদেরকে তাকফীর করেছেন, তারা দেখেছেন যে, বলপ্রয়োগের শিকার হওয়ার কারণ তারা নিজেরাই। যেহেতু তারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হিজরত থেকে পিছিয়ে ছিল। তবে সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, হত্যা করার ক্ষেত্রে তাদের সাথে কাফিরদের মু'আমালাই করা হবে।

পক্ষান্তরে যারা কোন ধরনের বলপ্রয়োগের শিকার হওয়া ব্যতিত কাফিরদেরকে সাহায্য করে, তাদের কুফর ও ধর্মত্যাগের ব্যাপারে তো কোন সন্দেহ-ই নেই।

পঞ্চদশ দলিল:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী-

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿البقرة: ٢٥٧﴾

অনুবাদ: "যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোযখের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে।"(সূরা বাকারাহ:২৫৭)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিলেন যে, কাফিরদের সহযোগীরাই তাগুত। তাই যে তাদেরকে সাহায্য করবে, সে তাদের তাগুতের মতই হবে।

ষষ্ঠদশ দলিল:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইসলামে প্রবেশের জন্য ঈমানের সাথে সাথে তাগুতকে অস্বীকার করাও শর্ত করেছেন। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿البقرة: ٢٥٦﴾

অনুবাদ: "এখন যারা গোমরাহকারী 'তাগুত'দেরকে মানবে না এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল যা ভাংবার নয়। আর আল্লাহ সবই শুনেন এবং জানেন।"(সূরা নিসা:২৫৬)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ... ﴿النحل: ٣٦﴾

অনুবাদ: "আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ থাক।"(সূরা নাহল:৩৬)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন-

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿الزمر: ١٧﴾

অনুবাদ: "যারা শয়তানী শক্তির পূজা-অর্চনা থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয়, তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ। অতএব, সুসংবাদ দিন আমার বান্দাদেরকে।"(সূরা যুমার:১৭)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন-

يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ... ﴿النساء: ٦٠﴾

অনুবাদ: "তারা বিরোধীয় বিষয়কে শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা ওকে মান্য না করে।"(সূরা নিসা:৬০)

আর যে ব্যক্তি তাদেরকে সাহায্য করল, সে তাগুতকে অস্বীকার করল না। কারণ পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, কাফিররাই তাগুতের পথে লড়াই করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿النساء: ٧٦﴾

অনুবাদ: “যারা ঈমানদার তারা যে, জেহাদ করে আল্লাহর রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফির তারা লড়াই করে শয়তানের পক্ষে সুতরাং তোমরা জেহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।”(সূরা নিসা:৭৬)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুন্নাহ থেকে দলিল

প্রথম দলিল:

সহীহাইন ও অন্যান্য কিতাবে এসেছে, ফাতহে মক্কা প্রসঙ্গে হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত,

بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ قَالَ انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً وَمَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الرَّوْضَةِ فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ فَقُلْنَا أَخْرِجِي الْكِتَابَ فَقَالَتْ مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ فَقُلْنَا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أُنَاسٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا حَاطِبُ مَا هَذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ إِنِّي كُنْتُ امْرَأً مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنْ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِي وَمَا فَعَلْتُ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ صَدَقَكُمْ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ قَالَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدْ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ.

অনুবাদ: “তিনি (হযরত আলী রাযি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- আমি, যুবাইর ও মিকদাদকে একটি অভিযানে প্রেরণ করলেন। আমাদেরকে বলে দিলেন, তোমরা যেতে যেতে রওজায়ে খাখে গিয়ে পৌঁছবে। সেখানে একজন ঘোরসওয়ার নারীকে পাবে, তার সাথে একটি পত্র আছে, সেটা তার থেকে নিয়ে আসবে। আমরা রওয়ানা দিলাম। আমাদের ঘোড়া আমাদের নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল। অবশেষে আমরা রওজায়ে খাখে পৌঁছে গেলাম। সেখানে সেই ঘোরসওয়ার নারীকে দেখতে পেলাম। আমরা তাকে বললাম: পত্র বের কর। বলল: আমার সাথে কোন পত্র নেই। আমরা বললাম: অবশ্যই পত্র বের করবে, অন্যথায় আমরা কাপড় খুলে বের করব। তিনি বলেন, তখন উক্ত মহিলা তার চুলের খোপা থেকে চিঠি বের করল। আমরা পত্রটি নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট চলে আসলাম। তাতে দেখলাম: হাতিব ইবনে আবি বালতাআর পক্ষ থেকে মক্কার কতিপয় মুশরিকদের প্রতি। সে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু বিষয়ের তথ্য দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: হে হাতিব! এটা কি? বলল: আমার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না! আমি কুরাইশদের সাথে সম্পর্কিত একজন লোক, কিন্তু তাদের বংশের নই। আর আপনার সাথে যত মুহাজির আছে, প্রত্যেকেরই অনেক আত্মীয়-স্বজন আছে, যারা মক্কায় তাদের পরিবারকে রক্ষা করবে। তাই আমার মনে চাইল, যেহেতু আমার বংশীয় সম্পর্ক নেই, তাই তাদের সাথে একটি সম্পর্কের পথ তৈরী করি, যাতে এর কারণে তারা আমার আত্মীয়-স্বজনকে রক্ষা করে। আমি এটা

ইসলামের পর কুফরীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে বা আমার দ্বীন থেকে ফিরে গিয়ে বা কুফরী করার জন্য করিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: সে তোমাদেরকে সত্যই বলেছে। তখন হযরত উমর রাযি. বললেন: আমাকে সুযোগ দিন, আমি এই মুনাফিকের গরদানটা উড়িয়ে দেই। কোন কোন বর্ণনায় আছে: কারণ সে কাফির হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: সে তো বদরে অংশগ্রহণ করেছে। আর তুমি কি জান, হয়ত আল্লাহ বদরবাসীদের অন্তরের খবর জেনেই বলে দিয়েছেন: তোমরা যা ইচ্ছা করো, কারণ আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।" (বুখারী-মুসলিম)

এই ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, কাফিরদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্যের ক্ষেত্রে মূলনীতি হল: এটা ধর্মত্যাগ এবং ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া। তা প্রমাণিত হয় তিনভাবে:

প্রথমত: হযরত উমর রাযি. এর বক্তব্য- আমাকে সুযোগ দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, কারণ সে কাফির হয়ে গেছে। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বললেন: সে কি বদরে অংশগ্রহণ করেনি? তখন হযরত উমর রাযি. বললেন: হ্যাঁ, তবে সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে এবং আপনার শত্রুদেরকে সাহায্য করেছে। এটাই প্রমাণ করে যে, হযরত উমর রাযি. এর নিকট এটি সুনির্ধারিত মূলনীতি ছিল যে, কাফিরদেরকে সাহায্য করা কুফর ও রিদ্দাহ।

দ্বিতীয়ত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক হযরত উমর রাযি. এর বুঝকে সমর্থন করা। তবে তিনি হযরত হাতিব রাযি. এর ওযরটি গ্রহণ করেছেন।

তৃতীয়ত: হযরত হাতিব রাযি. বলেছেন: আমি এটি কুফরী করার জন্য, দ্বীন থেকে ফিরে যাওয়ার জন্য বা ইসলামের পর কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে করিনি।

এটা প্রমাণ করে যে, তার নিকটও এটি সুনিশ্চিত মূলনীতি ছিল যে, কাফিরদের সহযোগিতা করা কুফর, ধর্মত্যাগ এবং কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া।

তাহলে যদি হযরত হাতিব রাযি. এর ঘটনার মত ঘটনার মধ্যেই এমন ধারণা করা যায়, অথচ তিনি নিজ জীবন ও সম্পদ দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে মিলে যুদ্ধ করছিলেন, তাঁর শত্রু মুশরিকদের বিরুদ্ধে তার সহযোগী ও সমর্থক ছিলেন, আর কাফিরদেরকে জান বা মাল দিয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করেননি, বরং তার কাজটি ছিল সম্ভাব্য, তথাপি তাঁর ব্যাপারে যা বলা হল, তাহলে যারা কাফিরদেরকে কার্যত পৃষ্ঠপোষকতা করে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করে, নিশ্চয়ই এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হাদিসে উল্লেখিত বিধানগুলোর জন্য তারাই অধিক উপযোগী।

এখানে উল্লেখ্য যে, উল্লেখিত হাদিসটি নিয়ে মানুষের মাঝে অনেক সংশয় ছড়িয়ে আছে, সামনে তৃতীয় পর্বে তার ব্যাপারে পর্যালোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

দ্বিতীয় দলিল:

ইবনে ইসহাক ও অন্যান্য ইমামগণ, ইয়াযিদ ইবনে রোমান থেকে, তিনি উরওয়া থেকে, তিনি ইমাম যুহরী থেকে এবং তিনি একদল সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন, যাদের নামও তিনি উল্লেখ করেছেন। উক্ত সাহাবীগণ বলেন: কুরাইশগণ তাদের বন্দিদের মুক্তিপণ দিয়ে রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট লোক পাঠাল। অত:পর যে যে পরিমাণে রাজি হল, সে সে পরিমাণ মুক্তিপণ দিয়ে তাদের বন্দিদের মুক্ত করল। হযরত আব্বাস রাযি. বদরের যুদ্ধে বাধ্য হয়ে কাফিরদের সঙ্গে যুদ্ধে বের হয়েছিলেন। তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমি মুসলমান ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: আপনার ইসলাম গ্রহণ সম্বন্ধে আল্লাহই ভাল জানেন। আপনি যদি তেমনই হয়ে থাকেন, যেমন আপনি বলেছেন, তাহলে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে বদলা দিবেন। কিন্তু আপনার প্রকাশ্য অবস্থান ছিল আমাদের বিরুদ্ধে। তাই আপনার নিজের পক্ষ থেকে এবং দুই ভাতিজার পক্ষ থেকে মুক্তিপণ আদায় করুন।

এখানে হযরত আব্বাস রাযি. যদিও বাধ্য হয়ে কুরাইশদের সাথে যুদ্ধে বের হয়েছিলেন, তথাপি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রকাশ্য অবস্থার ভিত্তিতে তাঁর উপর হুকুম আরোপ করে, তাকে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ধরেছেন। তাহলে যারা সেচ্ছায় কাফিরদের পৃষ্ঠপোষকতা করে, সহযোগিতা করে তাদের কী হবে?!

ইমাম বুখারী রহ. সহীহ বুখারীতে, আবূল আসওয়াদ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান থেকে যা বর্ণনা করেন, তাও একই বিষয়ের প্রমাণ বহন করে। আবূল আসওয়াদ বলেন:

قَالَ قُطِعَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَعْثٌ فَاكْتُتِبْتُ فِيهِ فَلَقِيتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ ثُمَّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ نَاسًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ يُكَثِّرُونَ سَوَادَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي السَّهْمُ فَيُرْمَى بِهِ فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يُضْرَبُ فَيُقْتَلُ فَأَنْزَلَ اللهُ { إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ } الْآيَةَ

অনুবাদ: “মদিনাবাসীদের নিকট দিয়ে একটি কাফেলা অতিক্রম করে। তখন আমি তাদের সাথে যুক্ত হয়ে যাই। তারপর হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.এর আযাদকৃত গোলাম ইকরিমার সাথে আমার সাক্ষাৎ হল, আমি তাকে বিষয়টি জানালাম। তখন তিনি আমাকে কঠিনভাবে এ থেকে নিষেধ করলেন এবং বললেন, হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. আমাকে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় কিছু মুসলমান মুশরিকদের মাঝে অবস্থান করে তাদের দল ভারি করছিল। অনেক সময় মুসলিমদের নিক্ষেপিত তীর এসে তাদের কারো গায়ে বিদ্ধ হত, ফলে সে নিহত হত। আবার কারো উপর মুসলিমদের তরবারীর আঘাত পড়ার কারণে নিহত হত। তাদের ব্যাপারেই আল্লাহ তা’আলা নাযিল করলেন: (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ)।”(বুখারী শরীফ)

দেখুন, এখানে প্রকাশ্যভাবে তাদেরকে মুশরিকদেরই অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়েছে। তার কারণ, এটা ছাড়া অন্য কিছু নয় যে, যে ব্যক্তি এ কাজটি করে, সে কাফির হওয়াই আসল হুকুম।

তৃতীয় দলিল:

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَمَّا بَعْدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ ».

অনুবাদ: হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি মুশরিকের সাথে সম্পর্ক রাখে এবং তার সাথে বসবাস করে, সে তারই মত হবে।”(সুনানে আবূ দাঊদ)

এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যে ব্যক্তি মুশরিকদের সাথে একত্রিত হয় ও অংশগ্রহণ করে, তাকেও তাদের মতই গণ্য করলেন, যদিও সে তাদের মত গ্রহণ না করে। সুতরাং যে মুসলিমদের বিপক্ষে গিয়ে মুশরিকদের সমর্থন করে এবং তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করে, সে তো শুধু তাদের সাথে থাকা ও মেলামেশা করা থেকেও জঘন্য কাজে লিপ্ত হয়েছে।

ইমাম মুনাবি রহ. (ফায়যুল কাদির: ৬/১১১ এ) مثله(তার মতই হবে) কথাটির কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: “কারণ আল্লাহর শত্রুদের প্রতি ঝোঁকা এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব করার আবশ্যকীয় ফলাফল হল, আল্লাহ তা‘আলা থেকে বিমুখ হওয়া। যে আল্লাহ থেকে বিমুখ হয়ে যায়, তার অভিভাবক হয় শয়তান এবং সে তাকে কুফরের দিকে নিয়ে যায়। আল্লামা যামাখশারী রহ. বলেন: এটি একটি যুক্তিগ্রাহ্য বিষয়। কারণ কোন বন্ধুর সাথে বন্ধুত্ব করা, আবার তার শত্রুর সাথেও বন্ধুত্ব করা পরস্পর বিরোধী।”

ইমাম শাওকানী রহ. (আন-নাইল: ৮/১৭৭ এ) বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী- "فهو مثله" এর মধ্যে এই দলিলও রয়েছে যে, কাফিরদের সাথে বসবাস করা হারাম এবং তাদের থেকে পৃথক হওয়া ওয়াজিব। হাদিসের মধ্যে যদিও পূর্বোল্লেখিত বিতর্ক রয়েছে, কিন্তু এর শুদ্ধতার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ তা’আলার এই বাণী- (فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ) “তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মত হয়ে যাবে।”

এর মতই আরেকটি দলীল-

চতুর্থ দলিল:

ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী ও অন্যান্য ইমামগণ জারির ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

« أَنَا بَرِیءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ ».

অনুবাদ: “আমি ঐ সকল মুসলমানের কোন দায়িত্ব রাখি না, যারা মুশরিকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে বসবাস করে।” এর ব্যাপারেও পূর্বের মত আলোচনাই প্রযোজ্য।

পঞ্চম দলিল:

ইমাম নাসায়ী ও অন্যান্য ইমামগণ বাহয ইবনে হাকিম ইবনে মুআবিয়া ইবনে হায়দা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি তার পিতা থেকে এবং তার পিতা তার দাদা থেকে মারফু সূত্রে বর্ণনা করেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

(لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مُشْرِكٍ يُشْرِكُ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ عَمَلًا أَوْ يُفَارِقُ الْمُشْرِكِينَ)

অনুবাদ: “কোন মুসলিম ইসলাম গ্রহণ করার পর আল্লাহ তা’আলা ততক্ষণ পর্যন্ত তার আমল কবুল করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে মুশরিকদের থেকে পৃথক না হয়।”

এটা পূর্বের হাদিসের মতই। কারণ যে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করে, সে এই হাদিসের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি থেকে অধিক উপযুক্ত, যে দৈহিকভাবে তাদের থেকে পৃথক হয়নি।"

এর মতই আরেকটি দলিল-

ষষ্ঠ দলিল:

ইমাম নাসায়ী ও অন্যান্য ইমামগণ হযরত জারির রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, হযরত জারির রাযি. বলেন:

قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ وَعَلَى فِرَاقِ الْمُشْرِكِ.

অনুবাদ: "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বায়আত গ্রহণ করলাম- নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করা এবং মুশরিকদের থেকে পৃথক হওয়ার উপর।"(সুনানে নাসায়ী)

এই হাদীসের ব্যাপারেও পূর্বেরটার মতই আলোচনা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সাহাবীগণের বক্তব্যসমূহ থেকে দলিল

সাহাবায়ে কেরামদের থেকেও এই মূলনীতির পক্ষে বিভিন্ন বক্তব্য এসেছে। তার মধ্যে কয়েকটি নিচে প্রদান করা হল:

১। পূর্বে সুন্নাহর প্রথম দলিলে যার আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে, তথা হযরত উমর রাযি. ও হযরত হাতিব রাযি. এর নিকট এই মূলনীতিটি স্বীকৃত ও সুনির্ধারিত ছিল।

২। আব্দু ইবনে হুমাইদ হুযায়ফা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: তোমাদের প্রত্যেকের উচিত অজ্ঞাতসারে ইহুদী বা নাসারা হয়ে যাওয়া থেকে বেঁচে থাকা। এতে আমরা বুঝে নিলাম যে, তিনি এই আয়াতের কথা বলছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿المائدة: ٥١﴾

অনুবাদ: **"হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।"** (সূরা মায়িদাহ:৫১)

৩। হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযি. ও মাজাআ ইবনে মুরারাহ এর মধ্যকার ঘটনা, যা সীরাতের কিতাবসমূহে রিদ্দাহর যুদ্ধের ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে। হযরত খালিদ রাযি. এর সৈনিকগণ বনু হানিফার কিছু লোককে গ্রেফতার করল। তাদের মাঝে মাজাআও ছিল। মাজাআ খালিদ রাযি.এর উদ্দেশ্যে বললেন: আল্লাহর শপথ! আমি তার (অর্থাৎ মুসাইলামার)

অনুসরণ করিনি, আমি মুসলিম। হযরত খালিদ রাযি. বললেন: তাহলে তুমি আমাদের কাছে চলে গেলে না কেন? ছুমামা ইবনে আছাল যে রকম বলেছিল, সে রকম বললে না কেন?

এখানে দেখা যাচ্ছে, সে মুরতাদদের মাঝে বসবাস করার কারণে হযরত খালিদ রাযি. এর মাধ্যমে তার মুরতাদদের সহমতাবলম্বী হওয়ার ব্যাপারে দলিল দিলেন এবং তার সাথে এর ভিত্তিতেই মু'আমালা করলেন। এ বিষয়টি পূর্বে কুরআনের ত্রয়োদশ দলিলে উল্লেখিত ঘটনার সমর্থক। অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে কিছু মুসলমানের মুশরিকদের সাথে বের হয়ে তাদের দল ভারি করার ঘটনা।

৪। রিদ্দাহর যুদ্ধসমূহে মুসাইলামা, সাজাহ, তুলায়হা ও যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থান ও কার্যাবলী, যেখানে তারা কোন ভেদাভেদ না করে তাদের সকলের বিরুদ্ধেই যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অথচ তাতে এই সম্ভাবনাও ছিল যে, হয়ত তাদের কেউ কেউ আকিদাগতভাবে তাদের বিরোধী, কিন্তু সাম্প্রদায়িক চেতনায় তাদের সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। এতদ্বসত্ত্বেও তাদের সকলের সাথে তাদের আচরণ এক রকমই ছিল। যা প্রমাণ করে যে, এই মূলনীতিটি তাদের নিকট সুনির্দিষ্ট ও স্বীকৃত ছিল এবং আরো স্বীকৃত ছিল যে, যে ব্যক্তি কাফিরদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা করবে, সে তাদের মতই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কিয়াস থেকে দলিল

এটা দুই পদ্ধতিতে:

প্রথম পদ্ধতি: সহীহাইনের সুপ্রমাণিত হাদিস, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: **যে মুজাহিদের আসবাব-পত্রের ব্যবস্থা করে দিল, সে যেন নিজেই জিহাদ করল।**

এখানে উপবিষ্ট ব্যক্তিকেও জিহাদে অংশগ্রহণকারীর মত ধরা হল, যখন সে মুজাহিদের আসবাব-পত্রের ব্যবস্থা করে দেয়। এর মতই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরেকটি বাণী- নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা একটি তীরের মাধ্যমে তিনজন লোককে জান্নাতে প্রবেশ করান: ১. তার নির্মাতাকে, যে নির্মানের ক্ষেত্রে সওয়াবের নিয়ত করেছে। ২. তার নিক্ষেপকারীকে এবং ৩. তা প্রদানকারীকে।

উল্টোভাবে কিয়াস করলে এটাই প্রমাণ করে যে, যে ব্যক্তি যুদ্ধে কাফিরের সামান-পত্রের ব্যবস্থা করে দেয় এবং তার সাহায্য করে, সে তাগুতের পথে যুদ্ধে তার সাথে অংশগ্রহণ করল।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: বিশুদ্ধমতে শরীয়তে সহযোগিতা আর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের হুকুম একই। কারণ, প্রত্যক্ষ জড়িত ব্যক্তি তার কাজ করতে সমর্থ হয়েছে সহযোগীর সমর্থনমূলক সহযোগিতার কারণেই। যেমন শাইখুল ইসলাম রহ. বলেন:

যখন ডাকাতরা একটি জামাতবদ্ধ হয়, অত:পর তাদের থেকে একজন সরাসরি হত্যা করে আর অবশিষ্টরা তার সহযোগী ও পাহারাদার হিসাবে থাকে, তখন তাদের ব্যাপারে কারো

কারো মত হল, শুধু সরাসরি হত্যকারীকেই হত্যা করা হবে। কিন্তু জুমহুরের মত হল, তাদের সকলকেই হত্যা করা হবে, যদিও তারা একশ' হোক না কেন। সরাসরি অংশগ্রহণকারী আর সাহায্যকারী সমান বলে গণ্য হবে।

এটা খুলাফায়ে রাশেদীন থেকেও বর্ণিত। কারণ, হযরত উমর রাযি. ডাকাতদের পাহারাদারকেও হত্যা করেছেন। তথা যে ব্যক্তি উঁচুস্থানে বসে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে এবং দেখে, কেউ আসে কি না। এছাড়া সরাসরি হত্যাকারী ব্যক্তি সহযোগী ও পাহারাদারের কারণেই হত্যা করতে পেরেছে। আর যখন একটি দলের এক সদস্য আরেক সদস্যকে সাহায্য করে, ফলে তারা একটি যোদ্ধা বাহিনীতে পরিণত হয়, তখন তারা সকলেই পুরস্কার বা শাস্তির ক্ষেত্রে সমান হয়, যেমন মুজাহিদগণ। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "মুসলমানদের সকলের রক্তের মূল্য সমান। তাদের সর্বনিম্ন ব্যক্তিও তাদের সকলের পক্ষ থেকে যিম্মা নিতে পারে। তারা অন্যদের বিরুদ্ধে সকলে এক হাতের মত। তাদের মধ্যে অভিযানে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি তাদের উপবিষ্টদেরকে গনিমতের ভাগ দিবে।"

অর্থাৎ যখন মুসলিম সেনাবাহিনীর একটি দল অভিযানে বের হয়, অত:পর তারা গনিমত লাভ করে, তাহলে পুরো সেনাবাহিনী উক্ত গনিমতে অংশগ্রহণ করবে। কারণ উক্ত দল ওই সেনাবাহিনীর শক্তি ও সাহায্যের কারণে গনিমত লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। তবে যুদ্ধে সরাসরি অংশ গ্রহণকারীকে অতিরিক্ত একটি অংশ দেওয়া হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের শুরু যুগে প্রেরিত দলের সদস্যদেরকে একপঞ্চমাংশ রাখার পর অবশিষ্ট একচতুর্থাংশ অতিরিক্ত হিসাবে দিতেন।

এমনিভাবে যদি সেনাবাহিনী কোন গনিমত লাভ করে, তাহলে উক্ত দলও তা পাবে। কারণ, এ দলটিও সেনাবাহিনীর সুবিধার জন্যই প্রেরিত হয়েছে।

এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের যুদ্ধের দিন হযরত তালহা ও হযরত যুবাইরকেও গনিমতের অংশ দিয়েছিলেন। কারণ, তিনি তাদেরকে সেনাবাহিনীর কল্যাণের কাজেই প্রেরণ করেছেন। তাই একটি স্বশস্ত্র দলের সহকারী ও সহযোগীরা ধমকি বা পুরস্কারের ক্ষেত্রে উক্ত দলের সদস্যদের মতই। এমনিভাবে অন্যায়ের ভিত্তিতে পরস্পর লড়াইকারীরাও, যাদের কোন তাবিল (ব্যাখ্যা) নেই।

যেমন, আসাবিয়্যাত (সাম্প্রদায়িতকতার) এর উপর লড়াইকারীরা বা জাহিলী আহ্বানে সাড়াদানকারীরা। যেমন কায়স, ইয়ামান ও অন্যান্য গোত্রসমূহ। তারা উভয় গ্রুপই জালিম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যখন মুসলিমগণ তাদের তরবারী দিয়ে পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হবে, তখন হত্যাকারী ও নিহত উভয়ই জাহান্নামে যাবে। বলা হল: হে আল্লাহর রাসূল! হত্যাকারীর ব্যাপারটা তো বুঝলাম, কিন্তু নিহত ব্যক্তির কি সমস্যা? তিনি বললেন. কারণ সেও তার সাথীকে হত্যা করতে চেয়েছিল। হাদিসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহ.।

একদল অপরদলের জীবন ও সম্পদের যে ক্ষতি করে, তাতে প্রথম দলের প্রত্যেকেই জামিন বা যিম্মাদার। যদিও হত্যকারীকে না জানুক। কারণ, একটি স্বশস্ত্র বাহিনীর এক সদস্য আরেক সদস্যের জন্য এক ব্যক্তির ন্যায়। তাই যে কাফিরদেরকে তাদের যুদ্ধে সাহায্য করে, সহযোগিতা করে, তার হুকুমও তাদের হুকুমের মতই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ:

ইতিহাস থেকে দলিল

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, বিভিন্ন যুগে এমন ঘটনাবলী অস্তিত্ব লাভ করেছে, যেখানে মুসলিম দাবিদার কিছু লোক কাফিরদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে এবং উলামায়ে কেরাম এ সমস্ত পৃষ্ঠপোষকতার হুকুম সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন। আমি নিচে এ ধরনের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করব।

প্রথম ঘটনা

দ্বিতীয় হিজরীতে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিছু মুসলমান মুশরিকদের সাথে যুদ্ধে বের হয় তাদের দল ভারি করার জন্য। আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে নাযিল করেন-

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿النساء: ٩٧﴾

অনুবাদ: **"যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলেঃ এ ভূখন্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলেঃ আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হল জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান।"**(সূরা নিসা:৯৭)

পূর্বে কুরআনের চতুর্দশ দলিলে এর আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে।

দ্বিতীয় ঘটনা

একাদশ হিজরীতে মুরতাদদের ঘটনাবলী।

এটা ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর। আর সাহাবায়ে কেরাম যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, তাদের কারো মাঝে কোন ভেদাভেদ করেননি।

তৃতীয় ঘটনা

২০১ হিজরীর সূচনালগ্নে। বাবক খুররামী খলীফার বিরুদ্ধে বের হল এবং মুশরিকরদের দেশে অবস্থান করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। ফলে ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য ইমামগণ তার মুরতাদ হওয়ার ফাতওয়া দিলেন। ঐতিহাসিক মাইমুনী বর্ণনা করেন, ইমাম আহমাদ রহ. তার ব্যাপারে বলেন: সে আমাদের দেশ থেকে বের হয়ে মুশরিকদের দেশে অবস্থান করে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। তার হুকুম কি হবে? যদি ঘটনা এমনই হয়ে থাকে, তাহলে তার হুকুম হল, সে মুরতাদ হয়ে গেছে। (আলফুরু, ৬/১৬৩)

চতুর্থ ঘটনা

৪৮০ হিজরীর পরের ঘটনা। স্পেনের তাওয়ায়িফী রাজবংশের একজন রাজা, আসবিলিয়ার শাসক মু'তামিদ ইবনে উবাদ মুসলিমদের বিরুদ্ধে ফ্রান্স থেকে সাহায্য নিল। ফলে সেই সময়ের মালিকী উলামাগণ তার মুরতাদ হওয়ার ফাতওয়া দিলেন। (আল-ইস্তেকসা, ২/৭৫)

পঞ্চম ঘটনা

৬৬১ হিজরী। কার্কের অধিপতি আলমালিকুল মুগিস উমর ইবনে আদিল, হালাকু ও তাতারদের সঙ্গে চুক্তি করল যে, তাদেরকে মিশর দখল করিয়ে দিবে। ফলে মিশরের শাসক যাহির বাইবার্স ফুকাহায়ে কেরামের নিকট তার ব্যাপারে ফাতওয়া চাইলেন। উলামায়ে কেরাম তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার ও হত্যা করার ফাতওয়া দিলেন। ফলে তিনি তাকে ক্ষমতাচ্যুত করলেন ও হত্যা করলেন। (আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১৩/২৩৮) (আশ-শাযরাত, ৬/৩০৫)

ষষ্ঠ ঘটনা

৭০০ হিজরীর ক্রান্তিলগ্ন। তাতাররা শাম ও অন্যান্য মুসলিম দেশসমূহের উপর আক্রমণ করল। আর কিছু মুসলিম নামধারী লোক তাদেরকে সাহায্য করল। ফলে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. যারা যারা সাহায্য করেছে, তাদের উপর মুরতাদের ফাতওয়া দিলেন। (মাজমুউল ফাতাওয়া, ২৮/৫৩০)

সপ্তম ঘটনা

৯৮০ হিজরী। মারাকেশের জনৈক শাসক মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আস-সাদী তার চাচা আবূ মারওয়ান আল-মু'তাসিমের বিরুদ্ধে পর্তুগালের রাজার সাহায্য গ্রহণ করেন। ফলে মালিকি উলামায়ে কেরাম তার মুরতাদ হওয়ার ফাতওয়া দেন। (আল-ইস্তেকসা, ২/৭০)

অষ্টম ঘটনা

১২২৬ থেকে ১২৩৩ হিজরীর মাঝামাঝি। কিছু সৈন্য নজদের আশাপাশের এলাকায় আক্রমণ করল, সেখানকার তাওহীদের দাওয়াত শেষ করে দেওয়ার জন্য। আর মুসলিম নামধারী কিছু লোক এক্ষেত্রে তাদেরকে সহযোগিতা করল। ফলে নজদের উলামায়ে কেরাম; যারা যারা সাহায্য করেছে, তাদের মুরতাদ হওয়ার ফাতওয়া দিলেন। শাইখ সুলাইমান ইবনে আব্দুল্লাহ আলুশ শাইখ রহ. এসকল লোকদের কুফরী প্রমাণ করার জন্য 'আদ-দালায়িল' নামক কিতাব লিখেন। তিনি এর উপর একুশটি দলিল পেশ করেন।

নবম ঘটনা

পূর্বোক্ত ঘটনার প্রায় পঞ্চাশ বছর পর। একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ঘটল। ফলে নজদের উলামায়ে কেরাম; যারা যারা মুশরিকদেরকে সাহায্য করেছে, তাদের কাফির হওয়ার ফাতওয়া দিলেন। শাইখ হামদ ইবনে আতিক রহ. এ বিষয়ে (سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك) নামক একটি কিতাব রচনা করেন।

দশম ঘটনা

চতুর্দশ শতাব্দির গোড়ার দিকে। জাযায়েরের কিছু গোত্র ফরাসীদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে সাহায্য করে। ফলে পাশ্চাত্যের ফকীহ আবূল হাসান আততাসুলী রহ. তাদেরকে কাফির বলে ফাতওয়া দেন।

(أجوبة التسولي على مسائل الأمير عبد القادر الجزائري، ص 210).

একাদশ ঘটনা

চতুর্দশ শতাব্দির মাঝামাঝি। উরাসী ও বৃটেনীরা মিশর ও অন্য কয়েকটি দেশের মুসলিমদের উপর আক্রমণ করে। তখন শাইখ আহমাদ শাকের রহ. যারা এদেরকে যেকোন প্রকারের সহযোগিতা করেছে, তাদের কুফুরীর ফাতওয়া দেন। (কালিমাতু হক, ১২৬ ও তারপরের পৃষ্ঠাগুলো।)

দ্বাদশ ঘটনা

চতুর্দশ শতাব্দির মধ্যভাগেরই আরেকটি ঘটনা:

ইহুদীরা ফিলিস্তীনের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করল। কিছু নামধারী মুসলিম এক্ষেত্রে তাদেরকে সাহায্য করল। ফলে ১৩৬৬ হিজরীতে জামে আযহারের লাজনাতুল ফাতওয়া শাইখ আব্দুল মাজিদ সালিমের নেতৃত্বে- যারা যারা সাহায্য করেছে, তাদের কুফরীর ফাতওয়া দেন।

ত্রয়োদশ ঘটনা

চতুর্দশ শতাব্দির শেষভাগে। কমিউনিষ্ট ও সমাজবাদীরা মুসলিম দেশসমূহে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। আর কিছু মুসলিম নামধারী লোক তাদেরকে সাহায্য করে। ফলে শাইখ আব্দুল আজিজ বিন বায রহ. তাদেরকে কাফির বলে ফাতওয়া দেন। যা তার ফাতওয়া সমগ্রের ১ নং খন্ডের ২৭৪ নং পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

উলামায়ে কেরামের উক্তি থেকে দলিল

নিচে আমি সকল মাযহাবের উলামায়ে কেরামের কিছু কিছু বক্তব্য পেশ করব, ইনশা আল্লাহ।

প্রথমত: হানাফী উলামায়ে কেরামের বক্তব্য:

১. ইমাম আহমাদ ইবনে আলী আর-রাযী ওরফে আবূ বকর জাসসাস (মৃত:৩৭০) রহ. (আহকামুল কুরআনের খন্ড নং ৩, পৃষ্ঠা নং ১৩০ এ) বলেন:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার বাণী-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿التوبة: ٢٣﴾

অনুবাদ: **“হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে ভালবাসে। আর তোমাদের যারা তাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা সীমালংঘনকারী।”**(সূরা তাওবা:২৩)

এতে মু’মিনদেরকে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে, তাদেরকে সাহায্য করতে, তাদের থেকে সাহায্য গ্রহণ করতে এবং নিজেদের দায়-দায়িত্ব তাদের কাছে সোপর্দ করতে নিষেধ করা হয়েছে, আর তাদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং তাদেরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করা থেকে বিরত থাকাকে ওয়াজিব করা হয়েছে। চাই এটা পিতা বা ভাইয়ের সাথেই হোক না কেন.....!

মু’মিনদেরকে এর আদেশ করা হয়েছে, যেন মু’মিনগণ মুনাফিকদের থেকে পৃথক হয়ে যান। যেহেতু মুনাফিকরা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করত, তাদের সাথে সাক্ষাৎ হলে সম্মান ও শ্রদ্ধা করত এবং তাদের প্রতি বন্ধুত্ব ও সুসম্পর্ক প্রকাশ করত। ফলে আল্লাহ তা’আলা এখানে মু’মিনদেরকে যে আদেশ করেছেন, এটাকে মু’মিনদের থেকে মুনাফিকদেরকে শনাক্তকারী একটি আলামত বানিয়েছেন। আর জানিয়ে দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি এটা পরিত্যাগ করবে না, সে নিজের নফসের প্রতি জুলুমকারী এবং নিজ প্রভুর শাস্তির উপযুক্ত।

তিনি ১/১৬ পৃষ্ঠায় কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করার নিষিদ্ধতা আলোচনা প্রসঙ্গে আরো বলেন:

আল্লাহর বাণী- إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً) অর্থাৎ যদি প্রাণহানীর বা কোন অঙ্গহানির আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে বন্ধুত্ব প্রকাশ করার মাধ্যমে আত্মরক্ষা কর, তবে যদি অন্তরে তা বিশ্বাস

না কর, তাহলে কোন সমস্যা নেই। শব্দের দাবি হিসাবে এটাই এর স্বাভাবিক অর্থ। জুমহুর আহলে ইলমের মতও এটাই।

এ ব্যাপারে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আলমারওয়াযী তার সনদে কাতাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর এই বাণী-

لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿آل‌عمران: ٢٨﴾

অনুবাদ: **"মু'মিনগন যেন অন্য মু'মিনকে ছেড়ে কেন কাফিরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কেন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন। এবং সবাই কে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে।"**(সূরা আলে ইমরান:২৮)

কাতাদা রহ. এই আয়াতের তাফসীরে বলেন: কোন মু'মিনের জন্য দ্বীনের ব্যাপারে কাফিরকে বন্ধু বানানো বৈধ হবে না। আর আল্লাহর বাণী- إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً) এর অর্থ হল, তবে যদি তোমাদের সাথে আর তার সাথে আত্মীয়তা থাকে, আর সে উক্ত আত্মীয়তা রক্ষা করে, ফলে এই আত্মরক্ষামূলক আচরণটিকেই কাফিরের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা হিসাবে ধরা হবে। এ আয়াতটি আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কুফরী জায়েয হওয়া দাবি করে।

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আহমাদ আবূল বারাকাত আন-নাসাফী (মৃত: ৭১০) রহ. (তাঁর তাফসীরের খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং ২৮৭ এ) বলেন: আল্লাহর শত্রুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করে নাযিল হয়েছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿المائدة: ٥١﴾

অনুবাদ: "হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।"(সূরা মায়িদাহ:৫১)

অর্থাৎ তাদেরকে এমন বন্ধুরূপে গ্রহণ কর না যে, তাদেরকে সাহায্য করবে, তাদের থেকে সাহায্য গ্রহণ করবে, তাদের সাথে ভ্রাতৃত্ব করবে এবং মু'মিনদের মত আচরণ করবে। তারপর এই নিষেধাজ্ঞার কারণ বর্ণনা করেছেন এ কথার মাধ্যমে- بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ "তারাই পরস্পরে একে অন্যের বন্ধু"। আর তারা সকলেই মু'মিনদের শত্রু। এর মধ্যে একথার দলিল রয়েছে যে, কাফিররা সকলে এক জাতি।

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ "তোমাদের মধ্য হতে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদের মধ্য হতে গণ্য হবে।" অর্থাৎ তাদের দলীয় এবং তার হুকুম ও তাদের হুকুম এক। দ্বীনের বিরোধীদের থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে এটি অত্যন্ত কঠিন ও শক্ত হুশিয়ারীমূলক বাণী। إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ "নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।" অর্থাৎ যারা

কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করার মাধ্যমে নিজেদের নফসের প্রতি জুলুম করে, আল্লাহ তাদেরকে পথ দেখান না।

৩. কাযী মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ আবূস সাউদ আল-ইমাদী (মৃত: ৯৫১) রহ. (তাঁর তাফসীরের খন্ড নং-৩, পৃষ্ঠা নং-৪৮ এ) বলেন:

আল্লাহর বাণী-وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ (তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধু বানাবে, সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে) হল: তার ফল হিসাবে বের হওয়া একটি হুকুম। অর্থাৎ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ কথাটির ফল। কেননা তাদের বন্ধুত্ব শুধু তাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ করার আবশ্যকীয় দাবি হল, তারা যার সাথেই বন্ধুত্ব করবে, সে তাদের মধ্য থেকে গণ্য হবে। কেননা, যখন দ্বীনের ঐক্য, তথা যেটার উপর বন্ধুত্বের বিষয়টি নির্ভরশীল, এটা তাদের পক্ষ থেকে হল না, তথা তারা উক্ত মু'মিনের দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত হল না, তখন অনিবার্যভাবেই এটা বাস্তবায়িত হবে সে তাদের ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মাধ্যমে। এতে বন্ধুত্বের বাহ্যিক রূপ প্রকাশ করা থেকেও মু'মিনদেরকে অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষেধ করা হল। যদিও প্রকৃত বন্ধুত্ব না থাকুক না কেন।

আর আল্লাহর বাণী- إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ "নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমদেরকে হেদায়েত দান করেন না"- এটা হল কারণ, তথা যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে, সে তাদেরই একজন হওয়ার কারণ। এর অর্থ হল, আল্লাহ তাদেরকে ঈমানের পথ দেখান না। বরং তাদেরকে তাদের অবস্থায় রেখে দেন। ফলে তারা কুফর ও গোমরাহিতে পতিত হয়।

দ্বিতীয়ত: মালিকী উলামায়ে কেরামের কতিপয় মতামত:

১. আবূ আব্দুল্লাহ আল-কুরতুবী রহ. (তাঁর তাফসীর কুরতুবীতে খন্ড নং-৬, পৃষ্ঠা নং-২১৭) বলেন:

আল্লাহর বাণী- وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ অর্থাৎ মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের শক্তি যোগায়। فَإِنَّهُ مِنْهُمْ আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে বলে দিলেন যে, তার বিধানও তাদের বিধানের অনুরূপই হবে। আর এই আয়াতের দাবি মতে মুসলমান মুরতাদ থেকে উত্তরাধিকার লাভ করতে পারে না। প্রথমে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করেছিল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই। তারপর কাফিরদের সাথে বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে কিয়ামত পর্যন্ত এ হুকুম বলবৎ থাকবে।

২. ইমাম বারযালী রহ. এর "আননাওয়াযিল" কিতাবের 'কাযা' অধ্যায়ে রয়েছে: আমিরুল মুসলিমীন ইউসুফ বিন তাশফীন আললামতুনী রহ. তার যামানার উলামাদের (যারা ছিলেন মালিকী মাযহাবের) নিকট ফাতওয়া চাইলেন যে:

সেভিলের শাসক ইবনে উবাদ আল-আন্দালুসী ফ্রান্সের শাসকের নিকট চিঠি পাঠিয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে তার সাহায্য চেয়েছে, এখন তার বিধান কি হবে? উলামায়ে কেরামের সিংহভাগ তাকে মুরতাদ ও কাফির বলে ফাতওয়া দিলেন। এটা ছিল প্রায় ৪৮০ হিজরীর গোড়ার দিকে, যেমনটা (الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى) কিতাবে রয়েছে।

৩. একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে ৯৮৪ হিজরীতে মারাকেশের শাসক মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ আস-সা'দী থেকে। যে তার চাচা আবূ মারওয়ান আল-মু'তাসিমের বিরুদ্ধে

পর্তুগালের শাসকের নিকট সাহায্য চেয়েছে। ফলে মালিকী উলামায়ে কেরাম তাকে মুরতাদ ও কাফির বলে ফাতওয়া দিয়েছেন। (আলইস্তেকসা:২/৭০)

৪. আবূ আব্দুল্লাহ আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ (মৃত:১২৯৯), যিনি শাইখ আলিশ নামে সুপরিচিত, তাকে ঐ সকল লোকদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, যারা মুসলিম দেশ কাফিররা দখল করে নেওয়ার পরও কাফিরদের মাঝেই বসবাস করতে থাকে, সেখান থেকে হিজরত করা থেকে বিরত থাকে। তিনি এর জবাবে একটি দীর্ঘ উত্তর লিখেন, যার মধ্যে নিচের কথাগুলো ছিল:

“এ ধরনের শিরকী বন্ধুত্ব ইসলামের সূচনাকালে এবং তার শৌর্য-বীর্যের সময় উপস্থিত ছিল না। এমনকি যেমনটা বলা হয়, এটা ইসলামের উত্থানের কয়েক শ’ বছর পরে, আয়িম্মায়ে মুজতাহিদীনের যুগ চলে যাওয়ার পরে প্রথমে সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণে তাদের কেউ-ই এর ফিকহী বিধান নিয়ে আলোচনা করেননি। এই খৃষ্টবাদি মিত্রতার আবির্ভাব ঘটেছে হিজরী পঞ্চম শতাব্দিতে ও তার পরে, যখন অভিশপ্ত খৃষ্টানরা সিসিলি দ্বীপসহ স্পেনের কিছু অঞ্চল দখল করে নিয়েছিল। কতিপয় ফুকাহা থেকে এ ধরনের বন্ধুত্বে লিপ্ত ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে ফিকহী বিধান জানতে চাওয়া হল। তারা উত্তর দিলেন: তাদের বিধান ঐ সকল লোকদের বিধানের অনুরূপ, যারা রাসূলের যামানায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল, কিন্তু হিজরত করেনি। (ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ আহমাদ ইবনে মুহাম্মদকে বলেন:) অর্থাৎ কুফরের ক্ষেত্রে তার মত।

তারা এ সকল লোকদেরকে, অর্থাৎ যাদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে এবং যাদের হুকুম ফিকহের কিতাবে সুস্পষ্টভাবে নেই, তাদেরকে ওই সকল কাফিরদের সাথে অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং সন্তান-সন্ততি ও সম্পদের বিধানের ক্ষেত্রে উভয় দলকে সমান সাব্যস্ত করেছেন। তারা এক্ষেত্রে উভয় দলের মাঝে কোন পার্থক্য আছে বলে মনে করেননি।

এর কারণ হল, যেহেতু শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব করা, তাদের বসবাস ও আসা-যাওয়া করা, তাদের মত পোষাক পরিধান করা, তাদের থেকে পৃথক না হওয়া এবং ওয়াজিব হিজরত পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যক্তিগণ আর ওই সকল ব্যক্তিগণ হুবহু একই অবস্থায় রয়েছে। এ কারণে ফিকহী বিধানের ক্ষেত্রে এই প্রশ্নে উল্লেখিত লোকদেরকে ওই সকল লোকদের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়েছে।

৫. পশ্চিমা বিশ্বের ফকীহ আবুল হাসান আলি ইবনে আব্দুস সালাম আত-তাসুলী আল-মালিকী (মৃত:১৩১১) রহ.কে জাযায়েরের এমন কিছু গোত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, যারা জিহাদে বের হওয়া থেকে বিরত থাকত, আর ফরাসীদেরকে মুসলমানদের বিভিন্ন সংবাদ জানিয়ে দিত এবং কখনো ফরাসী নাসারাদের সাথে মিলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেছে। তিনি উত্তর দিলেন:

উল্লেখিত কওমের যে বিবরণ তুলে ধরা হল, তার আলোকে তাদের বিরুদ্ধেও ওই সকল কাফিরদের মতই যুদ্ধ করা ওয়াজিব। যে কাফিরের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই মধ্য হতে একজন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿المائدة: ٥١﴾

অনুবাদ: "হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।"(সূরা মায়িদাহ:৫১)

তবে যদি তারা কাফিরদের দিকে ঝোঁকে না পড়ে বা তাদের সাথে দলবদ্ধ না হয় বা মুসলমানদের সংবাদ জানিয়ে না দেয়, এ ধরনের কোন কিছুই প্রকাশ না করে, বরং তাদের থেকে শুধু জিহাদে বের না হওয়ার অপরাধটিই পাওয়া যায়, তাহলে বিদ্রোহী হিসাবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। যেমনটা "আজওয়িবাতুত তাসূলী আলা মাসায়িলিল আমির আব্দুল কাদির আলজাযায়িরী" কিতাবের ২১০ নং পৃষ্ঠায় রয়েছে।

তৃতীয়ত: শাফিয়ী মাযহাবের কতিপয় আলেমের মতামত:

১. আব্দুল্লাহ ইবনে উমর আবূ সায়ীদ আলবাইযাবী রহ. (মৃত:৬৮৫) (তাঁর তাফসীরে খন্ড নং-২, পৃষ্ঠা নং-৩৩৪) বলেন:

(وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) অর্থাৎ তোমাদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই দলভুক্ত। এই কঠোরতা আরোপ করা হয়েছে তাদের থেকে দূরে থাকা ওয়াজিব সাব্যস্ত করার জন্য। যেমন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: « لاَ تَرَاءَى

نَارَاهُمَا » যেন তারা একে অপরের আগুনও দেখতে না পায়”। অথবা যেহেতু তাদের সাথে বন্ধুত্বকারী মুনাফিকই হবে।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ অর্থাৎ যারা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করার মাধ্যমে নিজেদের আত্মার প্রতি জুলুম করেছে বা মু'মিনদের প্রতি জুলুম করেছে; মু'মিনদের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব করার মাধ্যমে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা হেদায়েত দেন না।

২. হাফেজ ইবনে কাসীর রহ. (মৃত:৭৭৪) (তাঁর তাফসীরে খন্ড নং-১, পৃষ্ঠা নং-৩৫৮) বলেন:

আল্লাহ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে নিষেধ করলেন, কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে, তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করতে এবং গোপনে গোপনে মু'মিনদের পরিবর্তে তাদের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করতে। তারপর এ ব্যাপারে হুশিয়ারি প্রদান করত: বললেন: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ অর্থাৎ যে এক্ষেত্রে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়, আল্লাহ তার থেকে সম্পর্কমুক্ত।

৩. হাফেজ ইবনে হাজার রহ. (মৃত:৮৫২) (ফাতহুল বারী, খন্ড নং-১৩, পৃষ্ঠা নং-৬১ এ) হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণিত হাদিস- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ (অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যখন আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের প্রতি আযাব নাযিল করেন, তখন সেখানে যারা থাকে সকলের উপরই আযাব নাযিল হয়, অত:পর হাশরের দিন

সকলকে নিজ নিজ আমল অনুযায়ী উঠানো হয়) এর প্রাসঙ্গিক আলোচনায় বলেন: এ হাদিসে কাফির ও জালিমদের থেকে পালায়ন করার বৈধতা পাওয়া যায়। কারণ তাদের সাথে থাকা, নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়ার নামান্তর। এটা হল, যখন তাদেরকে সাহায্য না করে এবং তাদের কাজকর্মের প্রতি সন্তুষ্ট না থাকে। কিন্তু যদি তাদেরকে সাহায্য করে বা তাদের কাজকর্মের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে তো সে তাদের মধ্য থেকেই গণ্য হবে।

৪. শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল বারি, আল-আহদালুল ইয়ামানী (মৃত:১২৭১) রহ.কে জিজ্ঞেস করা হল:

প্রশ্ন: মুসলিম ভূমিতে বসবাসকারী একদল মুসলমান নিজেদেরকে খৃষ্টানদের প্রজা বলে দাবি করছে এবং তারা এর প্রতি সন্তুষ্ট ও এতে আনন্দিত হচ্ছে, তো তাদের ঈমানের ব্যাপারে আপনাদের মতামত কি? তাদের বিভিন্ন কার্যকলাপের মধ্যে একটি হল, তারা নিজেদেরকে খৃষ্টানদের প্রজা হিসাবে জানান দেওয়ার জন্য তাদের নৌকায় খৃষ্টানদের পতাকার ন্যায় বিভিন্ন পতাকা ব্যবহার করে।

উত্তরে যা এসেছে, তার কিয়দাংশ নিচে দেওয়া হল:

“যদি উল্লেখিত লোকগুলো মূর্খ হয়, দ্বীনে ইসলামের উচ্চতা ও সকল দ্বীনের উপর তার শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাস রাখে এবং এই বিশ্বাস রাখে যে, তার বিধানাবলীই সকল বিধান অপেক্ষা যৌক্তিক, এর সাথে তাদের অন্তরে কুফর ও কাফিরদের ব্যাপারে সম্মানবোধ না থাকে,

তাহলে তারা ইসলামের মধ্যেই আছে। তবে তারা পাপিষ্ঠ, গুরুতর অন্যায়ে লিপ্ত, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া, শায়েস্তা করা ও সতর্ক করা আবশ্যক।

আর যদি তারা ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগত থাকে, এতদ্বসত্ত্বেও তাদের থেকে উল্লেখিত কাজগুলো প্রকাশিত হয়, তাহলে তাদের থেকে তাওবা চাওয়া হবে, যদি ফিরে আসে ও আল্লাহর দিকে তাওবা করে, তাহলে তো ভাল। অন্যথায় তারা দ্বীন থেকে বিচ্যুত। তাই যদি কুফরের বড়ত্বের বিশ্বাস রাখে, তাহলে মুরতাদ হয়ে যাবে এবং তাদের উপর মুরতাদদের বিধি-বিধান জারি হবে।

আয়াত ও হাদিসের বাহ্যিক হুকুম উল্লেখিত লোকদের ঈমান না থাকাই বুঝায়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿البقرة: ٢٥٧﴾

অনুবাদ: **"যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো দোযখের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে।"**(সূরা বাকারাহ:২৫৭)

আয়াতটি দাবি করে, মানুষ দুই প্রকার।

এক. যারা ঈমান এনেছে, তাদের অভিভাবক আল্লাহ। অর্থাৎ তিনি ব্যতিত কেউ নয়। তাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যতিত তাদের কোন বন্ধু নেই। (আমাদের অভিভাবক আল্লাহ, তোমাদের কোন অভিভাবক নেই।)

দুই. যারা কাফির, তাদের বন্ধু বা অভিভাবক হল তাগুত। এর মাঝামাঝি কোন স্তর নেই।

তাই যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাগুতকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, সে সুস্পষ্টভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল, গুরুতর ও মারাত্মক কাজে লিপ্ত হল। তাই আল্লাহর বন্ধু ও তাগুতের বন্ধু ব্যতিত তৃতীয় কোন বন্ধুত্ব নেই। এর মাঝে অংশীদারিত্বের কোন সুযোগ নেই। যেমনটা আয়াত দাবি করে।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন-

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿النساء: ٦٥﴾

অনুবাদ: **"অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।"**(সূরা নিসা:৬৫)

আর আল্লাহ তা'আলা হুকুম দিয়েছেন, আমরা যেন কাফিরদের সাথে কোনরূপ বন্ধুত্ব না করি। তাই যে আল্লাহর হুকুমের বিরোধিতা করে, তার কিভাবে ঈমান থাকতে পারে? আল্লাহ

তা'আলা তার ঈমানকে নাকচ করেছেন এবং এই নিষেধাজ্ঞাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের তাগিদ ও কসমের মাধ্যমে সুদৃঢ় করেছেন।

সূত্র-السيف البتار ، على من يوالي الكفار ، ويتخذهم من دون الله ورسوله والمؤمنين أنصار.

চতুর্থত: হাম্বলী উলামায়ে কেরামের কতিপয় মতামত:

১. শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. এ বিষয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। কুরআন থেকে দলিলের আলোচনায় তার অনেকগুলো উদ্ধৃতি উল্লেখিত হয়েছে। স্বীয় যামানায় তিনি তাতারী ফেৎনা ও মুসলিম নামধারী তাতারদের দোসরদের ফেৎনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর অনেক চিঠি ও ফাতওয়া মাজমুআতুল ফাতাওয়ার ২৮ নং খন্ডে পাওয়া যায়। ২৮ নং খন্ডের ৫৩০ নং পৃষ্ঠায় তাঁর একটি বক্তব্য হল:

সেনাপতি বা সাধারণ সৈন্যদের মধ্যে যে-ই তাদের সঙ্গে (তাতারদের সঙ্গে) গিয়ে মিলিত হবে, তার হুকুম তাদের বিধানের মতই। তার মধ্যে যতটুকু ধর্মত্যাগ রয়েছে, তাদের মধ্যেও ততটুকু ধর্মত্যাগই আছে। যখন সালাফগণ যাকাত আদায় করতে অস্বীকারকারীদেরকে মুরতাদ বলে ঘোষণা করেছেন, অথচ তারা রোজা রাখত, নামায পড়ত, মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও লিপ্ত হয়নি, তাহলে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের শত্রুদের সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের কী অবস্থা হবে?

তিনি "ইকতিযাউস সিরাতুল মুস্তাকিম"এর খন্ড নং-১, পৃষ্ঠা নং-২২১ এ আরো বলেন:

আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাবদের নিন্দাবাদ করে বলেছেন-

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿المائدة: ٧٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿المائدة: ٧٩﴾

অনুবাদ: "বনী-ইসলাঈলের মধ্যে যারা কাফির, তাদেরকে দাউদ ও মরিয়মতনয় ঈসার মুখে অভিসম্পাত করা হয়েছে। এটা একারণে যে, তারা অবাধ্যতা করত এবং সীমা লংঘন করত। তারা পরস্পরকে মন্দ কাজে নিষেধ করত না, যা তারা করত। তারা যা করত তা অবশ্যই মন্দ ছিল।"(সূরা মায়িদাহ:৭৮-৭৯)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্পষ্ট করে দিলেন যে, আল্লাহ, তাঁর নবী ও তাঁর উপর অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি ঈমান আনার আবশ্যকীয় দাবি হল, কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব না করা। তাই তাদের সাথে বন্ধুত্ব প্রমাণিত হলে আবশ্যকীয়ভাবেই ঈমান থাকবে না। কেননা শর্ত পাওয়া না গেলে শর্তকৃত বস্তুটিও পাওয়া যায় না।

তিনি মাজমুআতুল ফাতাওয়া, খন্ড নং-৭, পৃষ্ঠা নং-১৭ এ আরো বলেন:

এমনিভাবে অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿المائدة: ٨٠﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿المائدة: ٨١﴾

অনুবাদ: "আপনি তাদের অনেককে দেখবেন, কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা নিজেদের জন্য যা পাঠিয়েছে তা অবশ্যই মন্দ। তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা চিরকাল আযাবে থাকবে। যদি তারা আল্লাহর প্রতি ও রসূলের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচার।"(সূরা মায়িদাহ:৮০-৮১)

এখানে একটি শর্তবোধক বাক্য উল্লেখ করা হয়েছে, যা দাবি করে, শর্ত পাওয়া গেলেই শর্তকৃত বস্তুটি পাওয়া যাবে। (لو) শব্দের মাধ্যমে শর্তটি আনা হয়েছে, যা শর্ত না পাওয়া গেলে শর্তকৃত বস্তুটিও না পাওয়া যাওয়ার দাবি করে। আল্লাহ তা'আলা বললেন: (وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ) "যদি তারা আল্লাহর প্রতি ও রসূলের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাফিরদেরকে (মূর্তিপূজকদেরকে) বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না।" এ আয়াত একথা বুঝালো যে, উল্লেখিত ঈমান কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করার বিপরীত ও পরিপন্থি। এক অন্তরে ঈমান ও তাদের প্রতি বন্ধুত্ব একত্রিত হতে পারে না। আরো বুঝায় যে, যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করল, সে আল্লাহ, তাঁর নবী ও তাঁর উপর অবতীর্ণ কিতাবের প্রতি আবশ্যকীয় ঈমান আনয়ন করল না।

এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার বাণী-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿المائدة: ٥١﴾

অনুবাদ: "হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।"(সূরা মায়িদাহ:৫১)

আল্লাহ তা'আলা এ সকল আয়াতে জানালেন যে, তাদের সাথে বন্ধুত্বকারী মু'মিন থাকবে না এবং সে তাদেরই মধ্য হতে গণ্য হবে। সুতরাং কুরআনের একটি বাণী আরেকটি বাণীকে সুদৃঢ় করল।

২. ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ. 'আহকামু আহলিয যিম্মা'য় (খন্ড নং-১, পৃষ্ঠা নং-২২৩ ও ২২৪) আমের বিল্লাহ আল-আব্বাসীর কিতাবের উদ্ধৃতি নকল করে বলেন:

ইহুদী-নাসারা ও মুসলিমদের মাঝে বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং তার ব্যাপারে স্পষ্ট হুকুম জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি তাদেরকে অভিভাবক বা বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে, সে তাদের মধ্য থেকে গণ্য হবে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেন, যিনি সর্বাধিক সত্য বর্ণনাকারী:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ {المائدة: ٥١}

অনুবাদ: "হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।"(সূরা মায়িদাহ:৫১)

আর যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তার অবস্থা জানানো হয়েছে যে, তাদের অন্তরে এমন ব্যাধি রয়েছে, যা দ্বীন ও জ্ঞান নষ্ট করে দেয়। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴿المائدة: ٥٢﴾

অনুবাদ: **"বস্তুতঃ যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলেঃ আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হই। অতএব, সেদিন দুরে নয়, যেদিন আল্লাহ তা'আলা বিজয় প্রকাশ করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ দেবেন-ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্যে অনুতপ্ত হবে।"**(সূরা মায়িদাহ:৫২)

তারপর আল্লাহ তা'আলা, তাদের সাথে বন্ধুত্বকারীদের সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন। যেন মু'মিনগণ এ ব্যাপারে দু'প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করে। তাই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ﴿المائدة: ٥٣﴾

অনুবাদ: **"মুসলমানরা বলবেঃ এরাই কি সেসব লোক, যারা আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করত যে, আমরা তোমাদের সাথে আছি? তাদের কৃতকর্মসমূহ বিফল হয়ে গেছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আছে।"**(সূরা মায়িদাহ:৫৩)

তিনি আহকামু আহলিয যিম্মার খন্ড নং-১, পৃষ্ঠা নং-২৪২ এ আরো বলেন:

আল্লাহ তা'আলা হুকুম দিলেন যে, যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদের মধ্য থেকে গণ্য হবে। তাদের থেকে পরিপূর্ণ সম্পর্ক মুক্ত হওয়া ব্যতিত ঈমান সাব্যস্ত হবে না। আর বন্ধুত্ব তো সম্পর্ক মুক্তির পরিপন্থি জিনিস। সুতরাং সম্পর্কমুক্তি আর বন্ধুত্ব দু'টি কখনো এক সাথে একত্রিত হতে পারে না। বন্ধুত্ব মানে সম্মান করা, সুতরাং এটা কুফরকে লাঞ্ছিত করার সাথে কখনো একত্রিত হতে পারে না। বন্ধুত্ব মানে সম্পর্ক জোড়া লাগানো, সুতরাং এটা কখনো কাফিরদের সাথে শত্রুতা করার সাথে একত্রিত হতে পারে না।

তিনি আহকামু আহলিয যিম্মার খন্ড নং-১, পৃষ্ঠা নং-১৯৫ এ আরো বলেন: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হুকুম আরোপ করেছেন, যার থেকে উত্তম হুকুম দানকারী আর কেউ নেই; যে ব্যক্তি ইহুদী-নাসারাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদের মধ্য থেকেই।

৩. নজদি দাওয়াতের ইমামগণ, যারা হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী, এ ব্যাপারে তাদের অনেক রিসালা, ফাতওয়া ও কিতাব রয়েছে। সেগুলোর বিশেষ গুরুত্ব বিবেচনা করে অষ্টম পরিচ্ছেদে পৃথকভাবে আলোচনা করেছি।

পঞ্চমত: যাহিরী উলামায়ে কেরামের কতিপয় মতামত:

১. ইমাম ইবনে হাযাম (মৃত:৪৫৬) রহ. আলমুহাল্লায় (খন্ড নং-১১, পৃষ্ঠা নং-২০৪) বলেন:

আল্লাহ তা'আলা এমন এক কওম সম্পর্কে সংবাদ দিলেন, যারা বিপদের পাকে পড়ে যাবার ভয়ে দৌড়ে গিয়ে কাফিরদের দলে প্রবেশ করে। আর আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের সম্পর্কে জানিয়েছেন যে, তারা এ সকল কাফিরদেরকে দেখে বলে: (أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ)"এরাই কি সেসব লোক, যারা আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করত যে, আমরা তোমাদের সাথে আছি?"

এটা তারা ঐ সকল লোকদের উদ্দেশ্যে বলে, যারা দৌড়ে গিয়ে কাফিরদের মাঝে প্রবেশ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: (حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ) "তাদের কৃতকর্মসমূহ বিফল হয়ে গেছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আছে।"

এ সংবাদ তো এমন সম্প্রদায়ের ব্যাপারেই হবে, যারা কাফিরদের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে। ফলে এরাও কাফিরদের মত কাফির ও সমস্ত আমল বিনষ্টকারী হয়ে গেছে।

তিনি আলমুহাল্লার খন্ড নং-১২, পৃষ্ঠা নং-১২৬ এ একটি মাসআলার অধীনে এ বিষয়ে আরো আলোচনা করেছেন। উক্ত মাসআলাটি হল: যে দারুল হরবের প্রতি ঝোঁকে গেছে আর মুসলিমদেরকে কষ্ট দিচ্ছে, সে কি এর দ্বারা মুরতাদ হবে, নাকি হবে না? যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে দারুল হরব থেকে সাহায্য গ্রহণ করে, তবে দারুল ইসলাম ত্যাগ করে না, সে কি এর দ্বারা মুরতাদ হবে, নাকি হবে না?

এর উত্তরে তিনি আলোচনার মধ্যে বলেন:

আবূ মুহাম্মদ রহ. বলেন: এর দ্বারা বিশুদ্ধভাবে জানা গেল যে, যে ব্যক্তি সেচ্ছায় দারুল কুফরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং তার নিকটবর্তী মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে, সে এ কাজের দ্বারা মুরতাদ হয়ে যাবে। তার উপর মুরতাদের সকল বিধি-বিধান আরোপিত হবে। যেমন, তাকে ধরতে সক্ষম হলে হত্যা করা ওয়াজিব হওয়া, তার সম্পদ মুবাহ হওয়া, তার বিবাহ উড্ড হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন মুসলিম থেকে সম্পর্কমুক্ত হননি।

তারপর তিনি বলেন:

যদি সে সেখানে কাফিরদের খেদমত বা লেখালেখি করে দেওয়ার মাধ্যমে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী ও কাফিরদের সুরক্ষা দানকারী হয়, তাহলে সে কাফির। আর যদি সেখানে সে দুনিয়া উপার্জনের জন্য কাফিরদের যিম্মির মত থাকে, তবে মুসলিম জামাত ও তাদের দেশে থাকতেও সক্ষম ছিল, তাহলে সে কুফর থেকে দূরে নয়। আমরা তার কোন ওযর গ্রহণযোগ্য মনে করি না। আল্লাহর নিকট এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

তিনি খন্ড নং-১১, পৃষ্ঠা নং-১৩৮ এ আরো বলেন: এটা বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর বাণী- (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) এটা তার বাহ্যিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এমন ব্যক্তি কাফির, কাফিরদের দলভুক্ত। এটি এমন একটি সত্য বিষয়, যার ব্যাপারে দু'জন মুসলিমও মতবিরোধ করবে না।

ষষ্ঠত: অন্যান্য উলামা ও মুজতাহিদীনের মতামত:

১. ইবনে জারির তাবারী রহ., যিনি একজন ইমাম ও মুজতাহিদ ছিলেন, তাঁর অনুসারীও ছিল, যাদেরকে জারিরিয়্যাহ বলা হত। তিনি আল্লাহ তা'আলার নিচের আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন:

لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿آل‌عمران: ٢٨﴾

অনুবাদ: **"মু'মিনগন যেন অন্য মু'মিনকে ছেড়ে কেন কাফিরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কেন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন। এবং সবাইকে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে।"**(সূরা আলে-ইমরান:২৮)

এর অর্থ হল: হে মু'মিনগণ! তোমরা কাফিরদেরকে এমন সাহায্যকারী ও অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না যে, তারা তাদের ধর্মের উপর থাকাবস্থায়ই তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করবে, মুসলিমদের গোপন সংবাদ তাদেরকে বলে দিবে। যে এটা করবে, তার আল্লাহর সাথে কোন সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ সে আল্লাহর থেকে সম্পর্কমুক্ত, আল্লাহও তার থেকে সম্পর্কমুক্ত। কারণ সে নিজ দ্বীন থেকে ফিরে গেছে এবং কুফরের মধ্যে প্রবেশ করেছে।

(إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً) অর্থাৎ তবে যদি তোমরা তাদের প্রভাবাধীন থাক, ফলে নিজেদের জানের ব্যাপারে তাদের থেকে আশঙ্কা কর, এজন্যে মুখে মুখে তাদের প্রতি বন্ধুত্ব প্রকাশ কর, কিন্তু অন্তরে শত্রুতাই গোপন রাখ, তবে তারা যে কুফরের উপর আছে, তাতে তাদের সাথে অংশগ্রহণ না কর বা কোন কাজের মাধ্যমে মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য না কর, তাহলে কোন সমস্যা নেই।

প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা যে আয়াতগুলো উল্লেখ করেছিলাম, তার তাফসীর প্রসঙ্গে ইবনে জারির রহ. এর কিছু বক্তব্য উল্লেখিত হয়েছে, সেখানেও তার বক্তব্যগুলো ফিরে দেখতে পারেন।

২. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে আলী আশ-শাওকানী রহ. (মৃত:১২৫৫) ফাতহুল কাদিরে (খন্ড নং-২, পৃষ্ঠা নং-৫০) নিচে উল্লেখিত আল্লাহর বাণীর ব্যাপারে বলেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿المائدة: ٥١﴾

অনুবাদ: "হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।"(সূরা মায়িদাহ:৫১)

তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে নিষেধ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হল: পারস্পরিক আন্তরিকতা, সাহায্য ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে তাদেরকে বন্ধু বানিয়ে না ফেলা। আর আল্লাহর বাণী-

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ বাক্য দ্বারা নিষেধাজ্ঞার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ কতক ইহুদী কতক ইহুদীর বন্ধু, কতক খৃষ্টান কতক খৃষ্টানের বন্ধু। 'কতক' দ্বারা ইহুদী-নাসারা দুই ধর্মের পারস্পরিক বন্ধুত্ব বুঝানো হয়নি। যেহেতু এটা অকাট্যভাবে স্বীকৃত যে, তারা পরস্পর চূড়ান্ত শত্রুতা ও বিরোধিতায় লিপ্ত।

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ...

﴿البقرة: ١١٣﴾

অনুবাদ: **"ইহুদীরা বলে, খ্রীস্টানরা কোন ভিত্তির উপরেই নয় এবং খ্রীস্টানরা বলে, ইহুদীরা কোন ভিত্তির উপরেই নয়।"**(সূরা বাকারাহ:১১৩)

কেউ কেউ বলেছেন: এর অর্থ হল: এ দুই দলের প্রত্যেক দলই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর আনিত বিষয়ের প্রতি শত্রুতার ক্ষেত্রে অপর দলকে সাহায্য ও সমর্থন করে। যদিও তারা নিজেরা পরস্পর শত্রু ও বিরোধী ভাবাপন্ন।

এ বাক্যের মাধ্যমে কারণ বর্ণনার পদ্ধতি হল: এ বাক্যটি দাবি করে যে, এমন বন্ধুত্ব হল কাফিরদের কাজ, তোমাদের কাজ নয়। সুতরাং যেটা কাফিরদের কাজ সেটা তোমরা করো না। করলে তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। একারণেই এ বাক্যটির পর তার ফলাফল সদৃশ্য একটি বাক্য আনা হয়েছে: (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদেরকে বন্ধু বানাবে, সে তাদেরই মধ্যে গণ্য হবে।"

অর্থাৎ তাদের দলভুক্ত। তাদের একজন সদস্য। এটা কঠিন ধমকি। কারণ কুফর সাব্যস্তকারী গুনাহ সেটাই, যেটা সর্বোচ্চ পর্যায়ের গুনাহ, যার পরে আর কোন গুনাহ নেই।

তারপর আল্লাহর বাণী- (إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) "নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিমদেরকে হেদায়েত দান করেন না।"

এতে পূর্বের বাক্যের কারণ পাওয়া যায়। অর্থাৎ তাদের কুফরে পতিত হওয়ার কারণ হল, আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত না দেওয়া, যেহেতু তারা নিজেদের প্রতি সেই জুলুম করেছে, যা কুফর সাব্যস্ত করে। অর্থাৎ কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করেছে।

তিনি ফাতহুল কাদিরে (খন্ড নং-১, পৃষ্ঠা নং-৩৩১) নিচে উল্লেখিত আল্লাহ তা'আলার বাণী-

لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿آل عمران: ٢٨﴾

অনুবাদ: **"মু'মিনগন যেন অন্য মু'মিনকে ছেড়ে কেন কাফিরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কেন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা কর, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করেছেন। এবং সবাইকে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে।"**(সূরা আলে-ইমরান:২৮)

এই আয়াতের ব্যাপারে বলেন: আল্লাহর বাণী- لا يتخذ এতে মু'মিনদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, যেন কাফিরদেরকে কোনভাবেই বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে।

(مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ) কথাটি আরবি ব্যাকরণ হিসাবে حال (হাল বা অবস্থা) এর স্থানে হয়েছে। অর্থ হল, মু'মিনদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে কাফিরদের সাথেও বন্ধুত্ব করা অথবা শুধু কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা।

(وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ) এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে, (لا يتخذ) দ্বারা যে বিপরিত অর্থটি বুঝে আসে, সেটা আর (فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ) এর উদ্দেশ্য এক। অর্থাৎ তার প্রতি আল্লাহর সামান্য অভিভাবকত্ব বা বন্ধুত্বও নেই। বরং সে আল্লাহর বন্ধুত্ব থেকে পরিপূর্ণরূপে দূরে।

এর মত আরো আয়াত রয়েছে, যেমন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿آل عمران: ١١٨﴾

অনুবাদ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা মু'মিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না, তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না-তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসুত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেকগুণ বেশী জঘন্য। তোমাদের জন্যে নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও।"(সূরা আলে-ইমরান:১১৮)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿المائدة: ٥١﴾

অনুবাদ: "হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।"(সূরা মায়িদাহ:৫১)

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿المجادلة: ٢٢﴾

অনুবাদ: "যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।"(সূরা মুজাদালাহ:২২)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ

مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿الممتحنة: ١﴾

অনুবাদ: "মু'মিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে, তা অস্বীকার করছে। তারা রসূলকে ও তোমাদেরকে বহিস্কার করে এই অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখ। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টিলাভের জন্যে এবং আমার পথে জেহাদ করার জন্যে বের হয়ে থাক, তবে কেন তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম প্রেরণ করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, তা আমি খুব জানি। তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সে সরলপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।"

(সূরা মুমতাহিনাহ:১)

সপ্তমত: মুতাআখখিরীন উলামায়ে কেরামের কতিপয় মতামত:

১. শাইখ জামালুদ্দীন রহ. (মৃত:১৩৩২) (তাঁর তাফসীরের খন্ড নং-৬, পৃষ্ঠা নং-২৪০ এ) আল্লাহর বাণী- (وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) এর প্রসঙ্গে বলেন: "সে তাদেরই মধ্য থেকে" অর্থাৎ তাদের দলভুক্ত, তার হুকুমও তাদের হুকুমের মতই, যদিও সে মনে করে, সে দ্বীনের ক্ষেত্রে তাদের বিরোধী।

২. শাইখ মুহাম্মদ রশীদ রেজা রহ. (আলমানার খন্ড নং-৩৩, পৃষ্ঠা নং-২২৬ থেকে ২২৭) তিউনিসিয়ায় ফ্রান্সের আগ্রাসনের সময়, কেউ নিজের জন্য ফ্রান্স বা এ জাতীয় রাষ্ট্রের

জাতীয়তা গ্রহণ করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে দীর্ঘ ফাতওয়া দেন। তিনি এই জাতীয়তা গ্রহণকে ধর্মত্যাগ বলে সিদ্ধান্ত দেওয়ার পর বলেন:

বরং সে এই জাতীয়তা গ্রহণের দ্বারা এতে রাজি হয়ে গেল যে, কখনো সরকার মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তার জান ও মাল খরচ করার আহ্বান করলে, সে তাতে রাজি হয়ে যাবে। আর সরকার অবশ্যই প্রয়োজনের সময় তাকে এর প্রতি আহ্বান করবে। তাই এই মাসআলার মধ্যে অনেকগুলো সর্বসম্মত মাসআলা রয়েছে, যা দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় সাধারণ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত জাতীয়তা গ্রহণকারীরও তার বিরোধিতা করা সম্ভব হবে না। আর এটাকে হালাল মনে করা সর্বসম্মতভাবে কুফর।

৩. মিশরের আল-আযহারের লাজনাতুল ফাতওয়ায়, ইহুদীদেরকে ফিলিস্তীনে তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নে সাহায্য-সহযোগিতা করার হুকুম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে, শাইখ আব্দুল মাজিদ সালিম রহ.এর নেতৃত্বে ১৪ শাবান ১৩৬৬ হিজরীতে লাজনা একটি দীর্ঘ ফাতওয়া লিপিবদ্ধ করে। উক্ত ফাতওয়ার ভাষ্য থেকে কিছু নিচে তুলে ধরা হল:

“যে ব্যক্তি নিজেকে মুসলিম জামাতের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করে, সে যদি এ ধরনের কোন গুনাহ ও অন্যায়ের কাজে মুসলিমদের শত্রুদেরকে কোন রকম সহযোগিতা করে এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাদেরকে সাহায্য করে, তাহলে সে ঈমানদার বলে গণ্য হবে না, ঈমানদারদের কাতারে শামিল হবে না। বরং সে তার এ কাজের মাধ্যমে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল। দ্বীনে ইসলামের লাগাম থেকে মুক্ত হয়ে গেল। সে তার এহেন অন্যায়

কর্ম দ্বারা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য শত্রুতাকারীদেরকে থেকেও অধিক শত্রুতা করল।

বর্ণনার এক পর্যায়ে তিনি আরো বলেন:

কোন একজন মুসলিমও সন্দেহ করবে না যে, যে ব্যক্তি এ ধরনের কোন কিছু করবে, আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুসলিমদের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম ও মুসলিমগণ তার থেকে সম্পর্কমুক্ত। সে তার এ কাজের মাধ্যমে একথাই প্রমাণ করল যে, তার অন্তরকে ঈমানের কিছুই স্পর্শ করেনি। আল্লাহর হুকুম স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও যে এগুলোর কোন কিছুতে লিপ্ত হবে, সে দ্বীনে ইসলাম থেকে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী হবে। তার মাঝে ও তার স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়া হবে, তার স্ত্রীর জন্য তার সাথে যোগাযোগ করা হারাম হবে, তার জানাযা পড়া যাবে না, তাকে মুসলিমদের কবরে দাফন দেওয়া যাবে না। মুসলিমদের উপর কর্তব্য হল, তার থেকে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা। তাকে সালাম না দেওয়া, সে অসুস্থ হলে দেখতে না যাওয়া, সে মারা গেলে তার জানাযার সঙ্গে না যাওয়া, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর বিধানের দিকে ফিরে না আসে এবং এমন তাওবা না করে, যার প্রভাব কথা, কাজ ও বাহ্যিক অবস্থার মধ্যে প্রকাশ পায়।

(فتاوى خطيرة في وجوب الجهاد الديني المقدس ص- 17-25)

৪. শাইখ আহমাদ শাকের রহ. তার "কালিমাতু হক" নামক দীর্ঘ ফাতওয়ার ১২৬ থেকে ১৩৭ পৃষ্ঠায় **"বিশেষ করে মিশরীয় জাতির উদ্দেশ্যে এবং ব্যাপকভাবে সমগ্র আরব ও সমগ্র মুসলিম জাতির উদ্দেশ্যে সুস্পষ্ট বক্তব্য"** শিরোনামের অধীনে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের সাথে সহযোগিতামূলক আচরণ করা প্রসঙ্গে বলেন, যে সময় ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স মুসলিমদের সাথে শত্রুতায় লিপ্ত ছিল: "ইংরেজদের সাথে যেকোন প্রকার সহযোগিতামূলক সম্পর্ক রাখা, চাই তা বেশি হোক বা কম হোক, নির্ঘাত ধর্মত্যাগ, পরিস্কার কুফর। যার ব্যাপারে কোন ওযর গ্রহণ করা হবে না, কোন অপব্যাখ্যা কাজে আসবে না। কোন নির্বোধ সাম্প্রদায়িকতা বা ফাকা রাজনীতি বা কপটতাপূর্ণ সৌজন্যতার কারণে এ হুকুম থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে না। চাই তা কোন ব্যক্তি থেকে হোক বা কোন রাষ্ট্র থেকে হোক বা কোন নেতা থেকে হোক। কুফর ও রিদ্দাহর ক্ষেত্রে সবগুলোই একরকম।

তবে যদি কেউ জাহেল বা ভুলকারী হয়, অত:পর ভুল বুঝতে পেরে তাওবা করে ও মু'মিনদের পথে ফিরে আসে, তাহলে আশা করা যায় যে, আল্লাহ ঐ সকল লোকের তাওবা কবুল করবেন, যদি তারা একনিষ্টভাবে তাওবা করে কোন রাজনীতি বা লোক দেখানোর জন্য নয়।

আশা করি, আমি ইংরেজদের সাথে মিলে যুদ্ধ করা এবং তাদেরকে যেকোন প্রকার সাহায্য করার হুকুম স্পষ্ট করতে পেরেছি। যেন এমন যেকোন মুসলিমই ফাতওয়াটি বুঝতে পারে, যে আরবি পড়তে পারে, চাই সে যে শ্রেণীরই হোক বা যে ভূখন্ডেরই হোক।

আমি আরো আশা করি যে, হয়ত এখন কোন পাঠকই সন্দেহ করবে না যে, এটা একেবারে সুস্পষ্ট কথা, যার কোন ব্যাখ্যা বা দলিলেরও প্রয়োজন হবে না, তা হল: এক্ষেত্রে ফরাসীদের অবস্থাও ইংরেজদের অবস্থার মতই। পৃথিবীর যেকোন মুসলিমের জন্য।

কারণ মুসলিমদের বিরুদ্ধে ফরাসীদের শত্রুতা এবং ইসলামকে মিটিয়ে দেওয়া ও ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে তাদের চরম সাম্প্রদায়িকতা ইংরেজদের সাম্প্রদায়িকতা ও শত্রুতা থেকে কয়েক গুণ বেশি। বরং তারা সাম্প্রদায়িকতা ও শত্রুতার ক্ষেত্রে একেবারে নির্বোধ। তারা তাদের শাসন ও ক্ষমতাধীন প্রতিটি মুসলিম ভূখন্ডে আমাদের মুসলিম ভাইদের হত্যা করছে। এমন ভয়ংকর অন্যায় ও অপরাধে লিপ্ত হচ্ছে, যার সামনে ইংরেজদের অন্যায় ও হিংস্রতাও হার মানায়। তাই হুকুমের ক্ষেত্রে তারা ও ইংরেজরা সমান।

যেকোন স্থানে তাদের রক্ত ও সম্পদ হালাল। কোন ভূখন্ডে কোন মুসলিমের জন্য জায়েয নেই, তাদের সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক রাখা। তাদেরকে সহযোগিতা করার হুকুমও ইংরেজদেরকে সহযোগিতা করার হুকুমের মতই। অর্থাৎ ধর্মত্যাগ, ইসলাম থেকে পরিপূর্ণ বের হয়ে যাওয়া। চাই যে প্রকারের সাহায্যের সম্পর্কই হোক।

একটু সামনে গিয়ে তিনি বলেন:

পৃথিবীর যেকোন ভূখন্ডের প্রতিটি মুসলিম জেনে রাখুক যে:

যে মুসলিমদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধকারী ইসলামের শত্রু ইংল্যান্ড, ফ্রান্স বা তাদের মিত্র ও সমজাতীয় দেশগুলোর সাথে যেকোন প্রকারের সাহায্য-সহযোগিতার সম্পর্ক রাখে বা তাদের সাথে সমঝোতা করে, ফলে তাদের বিরুদ্ধে সর্বসাধ্য ব্যয় করে যুদ্ধে করে না, (কথা বা কাজের মাধ্যমে নিজ মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করা তো বলাই বাহুল্য) তারপর সে নামায পড়ে, তাহলে তার নামায বাতিল, যদি সে পানি দিয়ে ওযু বা গোসল করে বা তায়াম্মুম করে, তাহলে তার এই পবিত্রতা বাতিল। যদি সে ফরজ বা নফল রোজা রাখে, তার রোজা বাতিল। যদি সে হজ্জ করে, তার হজ্জ বাতিল। যদি সে ফরজ যাকাত আদায় করে, তার যাকাত বাতিল। যদি সে নফল সাদাকা করে, তার সাদাকা বাতিল, প্রত্যাখ্যাত। যদি সে নিজ রবের যেকোন ইবাদত করে, তাহলে তার ইবাদত বাতিল, প্রত্যাখ্যাত। এর কোনটির জন্যও সে প্রতিদান পাবে না। বরং তার গুনাহ ও বোঝাই বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিটি মুসলিম জেনে রাখুক!

কেউ যদি এ ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হয়, তাহলে সে এই ধর্মত্যাগের পঙ্কিলতায় আশ্রয় নেওয়ার পূর্বে নিজ রবের জন্য যত ইবাদত করেছে, সকল ইবাদত বিনষ্ট হয়ে যাবে। 'মুসলিম' নামক মহা বিশেষণের উপযুক্ত কোন মুসলিম নিজের জন্য এটা গ্রহণ করবে, এর থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যে আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে।

এর কারণ হল, যেহেতু ঈমান হল প্রতিটি ইবাদত সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত। যেটা দ্বীনের আবশ্যকীয় সাধারণ জ্ঞান হিসাবে স্বীকৃত। যার ব্যাপারে একজন মুসলিমও মতবিরোধ করবে না।

এর কারণ হল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন-

وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿المائدة: ٥﴾

অনুবাদ: "যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয় অবিশ্বাস করে, তার শ্রম বিফলে যাবে এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"(সূরা মায়িদাহ:৫)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেছেন-

وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

﴿البقرة: ٢١٧﴾

অনুবাদ: "বস্তুতঃ তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদিগকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে যদি সম্ভব হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো দোযখবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে।"(সূরা বাকারাহ:২১৭)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেছে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿المائدة: ٥١﴾ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴿المائدة: ٥٢﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ ﴿المائدة: ٥٣﴾

অনুবাদ: "হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। বস্তুতঃ যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলেঃ আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হই। অতএব, সেদিন দুরে নয়, যেদিন আল্লাহ তা'আলা বিজয় প্রকাশ করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ দেবেন-ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্যে অনুতপ্ত হবে। মুসলমানরা বলবেঃ এরাই কি সেসব লোক, যারা আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করত যে, আমরা তোমাদের সাথে আছি? তাদের কৃতকর্মসমূহ বিফল হয়ে গেছে, ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আছে।"(সূরা মায়িদাহ: ৫১-৫৩)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেছেন-

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ﴿محمد: ٢٥﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿محمد: ٢٦﴾ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴿محمد: ٢٧﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿محمد: ٢٨﴾ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ﴿محمد: ٢٩﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿محمد: ٣٠﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ ﴿محمد: ٣١﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ﴿محمد: ٣٢﴾يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴿محمد: ٣٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿محمد: ٣٤﴾ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴿محمد: ٣٥﴾

অনুবাদ: "নিশ্চয় যারা সোজা পথ ব্যক্ত হওয়ার পর তৎপ্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, শয়তান তাদের জন্যে তাদের কাজকে সুন্দর করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। এটা এজন্য যে, তারা তাদেরকে বলে, যারা আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব অপছন্দ করেঃ আমরা কোন কোন ব্যাপারে তোমাদের কথা মান্য করব। আল্লাহ তাদের গোপন পরামর্শ অবগত আছেন। ফেরেশতা যখন তাদের মুখমন্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে, তখন তাদের অবস্থা কেমন হবে? এটা এজন্যে যে, তারা সেই বিষয়ের অনুসরণ করে, যা আল্লাহর

অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিকে অপছন্দ করে। ফলে তিনি তাদের কর্মসমূহ ব্যর্থ করে দেন। যাদের অন্তরে রোগ আছে, তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ তাদের অন্তরের বিদ্বেষ প্রকাশ করে দেবেন না? আমি ইচ্ছা করলে আপনাকে তাদের সাথে পরিচিত করে দিতাম। তখন আপনি তাদের চেহারা দেখে তাদেরকে চিনতে পারতেন এবং আপনি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে তাদেরকে চিনতে পারবেন। আল্লাহ তোমাদের কর্মসমূহের খবর রাখেন। আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যে পর্যন্ত না ফুটিয়ে তুলি তোমাদের জেহাদকারীদেরকে এবং সবরকারীদেরকে এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থান সমূহ যাচাই করি। নিশ্চয় যারা কাফির এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে এবং নিজেদের জন্যে সৎপথ ব্যক্ত হওয়ার পর রসূলের (সঃ) বিরোধিতা করে, তারা আল্লাহর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না এবং তিনি ব্যর্থ করে দিবেন তাদের কর্মসমূহকে। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রসূলের (সাঃ) আনুগত্য কর এবং নিজেদের কর্ম বিনষ্ট করো না। নিশ্চয় যারা কাফির এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে, অতঃপর কাফির অবস্থায় মারা যায়, আল্লাহ কখনই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। অতএব, তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির আহবান জানিও না, তোমরাই হবে প্রবল। আল্লাহই তোমাদের সাথে আছেন। তিনি কখনও তোমাদের কর্ম হ্রাস করবেন না।”

(সূরা মুহাম্মাদ:২৫-৩০)

তাই প্রতিটি মুসলিম নর-নারী জেনে রাখুক:

এ সকল লোক, যারা তাদের দ্বীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে, তাদের শত্রুদেরকে সাহায্য করছে, তাদের মধ্যে যে বিবাহ করবে, তার বিবাহ পরিপূর্ণ বাতিল, কখনোই তা শুদ্ধ হবে না। বিবাহের কোন ফলাফলই কার্যকর হবে না, যেমন বংশ সাব্যস্ত হওয়া, উত্তরাধিকার লাভ করা ইত্যাদি। আর তাদের মধ্য থেকে যে পূর্ব হতেই বিবাহিত, তার বিবাহও বাতিল। তবে তাদের মধ্য থেকে যে তাওবা করে নিজ রব ও দ্বীনের দিকে ফিরে আসে, দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, নিজ উম্মাহকে সাহায্য করে, তাহলে যে মহিলাকে মুরতাদ অবস্থায় বিবাহ করেছিল বা যে মহিলা বিবাহে থাকাবস্থায় সে মুরতাদ হয়েছে, সে মহিলা তার স্ত্রী হবে না বা স্ত্রী হিসাবে বাকি থাকবে না বা আশ্রয়েও থাকবে না। তাওবার পর তার উপর আবশ্যক হল, পুনরায় তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া, বিশুদ্ধ শরয়ী আকদ করা, যা একেবারে সুস্পষ্ট ও পরিস্কার।

সাবধান! তাই যেকোন দেশের মুসলিম মহিলাগণ যেন সতর্কতা অবলম্বন করেন। তারা যেন বিবাহের পূর্বে এটা নিশ্চিত হয়ে নেয় যে, যারা বিবাহের প্রস্তাব দিচ্ছে, তারা দ্বীন থেকে বহিস্কৃত এই প্রত্যাখ্যাত দলের অন্তর্ভুক্ত নয়। নিজেদের ও নিজেদের ইজ্জতের হেফাজতের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য। তারা যেন এমন পুরুষদের সাথে জীবন যাপন না করে, যারা নিজেদেরকে স্বামী মনে করলেও আসলে তারা স্বামী নয়। কারণ শরীয়ত মতে তাদের বিবাহ বাতিল।

যেসকল নারীদেরকে আল্লাহ এমন স্বামী দিয়ে পরীক্ষায় ফেলেছেন, যারা এই ধর্মত্যাগের পঙ্কিলতায় পতিত হয়েছে, সে সকল নারীগণ জেনে নিক যে, তাদের বিবাহ বাতিল হয়ে গেছে। তারা ওই সকল পুরুষদের জন্য হারাম হয়ে গেছেন, যারা নিজেদেরকে তাদের স্বামী মনে করলেও আসলে তারা তাদের স্বামী নয়। যতক্ষণ না কার্যকরী বিশুদ্ধ তাওবা করবে, অত:পর নতুন করে তাদেরকে বিবাহ করবে।

সাবধান! মুসলিম নারীগণ জেনে রাখুক!

তাদের মধ্যে যে এ অবস্থায় এমন লোকের বিবাহের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে, অথচ সে তার অবস্থা জানে, অথবা যে এমন স্বামীর বিবাহে বহাল থাকতে রাজি হয়ে যায়, যার ব্যাপারে এই ধর্মত্যাগের কথা জানা আছে, তাহলে রিদ্দাহর ক্ষেত্রে তার হুকুমও ওই পুরুষের হুকুমের মতই। আল্লাহর পানাহ! কোন মুসলিম নারী কি নিজের জন্য, নিজের ইজ্জত, বংশধারা, সন্তান-সন্তুতি ও দ্বীনের ব্যাপারে এমনটা মেনে নিতে পারে?

ওহে! জেনে রাখুন, বিষয়টা বাস্তব, কোন তামাশা নয়। এতে এমন কোন আইনেও যথেষ্ট হবে না, যা শত্রুদের সহযোগিতাকারীদের শাস্তি হিসাবে পাশ করা হয়েছে। কারণ এ ধরনের আইনের ভাষ্য থেকে বের হওয়ার কত রকম কৌশল আছে! বিভিন্ন কৃত্রিম সংশয় ও ভুল প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে এ ধরনের অপরাধীদেরকে নির্দোষ প্রমাণিত করার কত পথ আছে! কিন্তু উম্মত তার দ্বীন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। প্রতিটি সময় ও প্রতিটি মুহূর্তে এই দ্বীনকে সাহায্য করার জন্য কাজ করেছে কি না, তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।

জনগণ কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট জিজ্ঞাসিত হবে যে, তাদের হাত কী করেছে? তাদের অন্তর কী বলেছে?

তাই প্রত্যেকেই যেন নিজের জন্য ভেবে নেয়। সে যেন দ্বীনের বিশ্বাসঘাতক ও দ্বীন নিয়ে তামাশাকারীদের বিরুদ্ধে দ্বীনের প্রাচীর হয়। প্রতিটি মুসলিমই ইসলামী সীমান্তে অবস্থিত। তাই সে যেন সতর্ক থাকে যে, তার দিক থেকে ইসলামের উপর আক্রমণ হয় কি না। সাহায্য তো একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে। যে আল্লাহকে সাহায্য করে, আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন।

৫. ১৩৭৬ সালে মিশরের কতিপয় আলেমকে জিজ্ঞেস করা হল, যারা মুসলিম রাষ্ট্রের বিপক্ষে ভিনদেশী কাফির রাষ্ট্রকে সাহায্য করে, তাদের হুকুম কী? যাদের নিকট জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তারা উত্তর দিলেন যে, তারা মুরতাদ।

যে সকল শাইখগণ উত্তর দিয়েছেন, তাদের মধ্যে আছেন: মুহাম্মদ আবূ যুহরা রহ., আব্দুল আজিজ আমের রহ., মুস্তফা যায়দ রহ., মুহাম্মদ আলবান্না রহ. প্রমুখ। (মাজাল্লাতু লিওয়াউল ইসলাম, দশম সংখ্যা -দশম বৎসর- জুমাদাল উখরা, ১৩৭৬, পৃষ্ঠা ৬১৯।

৬. শাইখ মুহাম্মদ আমীন শানকিতী রহ. (মৃত: ১৩৯৩) আযওয়াউল বয়ানে (খন্ড নং-২, পৃষ্ঠা নং-১১১) বলেন, প্রথমে তিনি এমন কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করেন, যেগুলো কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করে। তারপর বলেন: "এ সকল আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ থেকে

বুঝা যায়; যে ইচ্ছাকৃত, স্বাধীনভাবে ও কাফিরদের প্রতি আগ্রহী হয়ে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদের মতই কাফির।”

৭. শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে হামিদ রহ. (মৃত: ১৪০২) (‘আদদুরার’ খন্ড নং-১৫, পৃষ্ঠা নং-৪৭৯ এ) বলেন:

তাই নিজের হিতাকাঙ্খী প্রতিটি মুসলিমের উপর আবশ্যক ও ফরজে আইন হল, তাওয়াল্লি ও মুওয়ালাহ এর মধ্যে উলামায়ে কেরাম যে পার্থক্য বর্ণনা করেন, তা জানা। উলামায়ে কেরাম বলেন:

‘মুওয়ালাহ’ এর পরিচয় হল, নরম কথা বলা, কিছুটা হাস্যোজ্জল ভাব প্রকাশ করা বা এজাতীয় সামান্য বিষয়সমূহ। যদিও সে তাদের থেকে ও তাদের দ্বীন থেকে সম্পর্ক মুক্তি প্রকাশ করে এবং তারাও তার এটা জানে, তাহলে এ ব্যক্তি কবিরাহ গুনাহে লিপ্ত। সে আশঙ্কাজনক অবস্থায় আছে।

আর ‘তাওয়াল্লী’ হল, তাদেরকে সম্মান করা, তাদের প্রশংসা করা, মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করা, তাদের সাথে উঠাবসা করা, প্রকাশ্যভাবে তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন না করা ইত্যাদি, এটা ধর্মত্যাগ। তার উপর মুরতাদদের বিধান জারি করতে হবে। যেমনটা কুরআন, সুন্নাহ ও অনুসরণীয় উম্মাহর ইজমা প্রমাণ করে।

৮. শাইখ আব্দুল আজিজ বিন বাজ রহ., যারা কমিউনিষ্ট, সমাজবাদী ও এ জাতীয় গোষ্ঠীকে সাহায্য করে, তাদের হুকুম প্রসঙ্গে বলেন:

যে-ই তাদের পথভ্রষ্টতার উপর তাদেরকে সাহায্য করবে, তারা যেদিকে আহ্বান করে তাকে ভাল বলবে আর ইসলামের দিকে আহবানকারীদেরকে নিন্দা করবে ও দোষচর্চা করবে, সে কাফির, পথভ্রষ্ট। তার হুকুমও সেই দলের হুকুমের মত, যাদের বাহনে সে আরোহন করেছে এবং যাদের আহ্বানকে সমর্থন করেছে। উম্মতের সকল উলামায়ে কেরামগণ ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন যে, যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সমর্থন করবে, তাদেরকে যেকোন প্রকারের সাহায্য করবে, সে তাদের মতই কাফির। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿المائدة: ٥١﴾

وقال تعالى

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿التوبة: ٢٣﴾

অনুবাদ: "হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।"(সূরা মায়িদাহ:৫১)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন-

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে ভালবাসে। আর তোমাদের যারা তাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা সীমালংঘনকারী।”(সূরা তাওবা:২৩)

অষ্টমত: এ ভয়াবহ ফেৎনার সমসাময়িক আলেমদের ফাতওয়া:

এই ভয়াবহ ফেৎনার সমসাময়িক আলেমদের একদল ফাতওয়া দিয়েছেন যে, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে আমেরিকাকে তার জুলুমের মাঝে সাহায্য ও সমর্থন করা কুফর ও ধর্মত্যাগ। নিচে তাদের কয়েকটি ফাতওয়া প্রদান করা হল:

১. ২১/৭/১৪২২ হিজরীতে শাইখ হামুদ ইবনে আব্দুল্লাহ আশ-শুআইবী রহ. এর ফাতওয়া। তাঁর ভাষ্য থেকে কিয়দাংশ তুলে ধরা হল:

মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সাহায্য ও সমর্থন করা কুফর, যা ইসলাম ধর্ম থেকে বের করে দেয়। এটা অতীত-বর্তমান সকল গ্রহণযোগ্য উলামায়ে কেরামের নিকট। শাইখ ইমাম মুজাদ্দিদ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহ. বলেন: **(ঈমানের) অষ্টম ভঙ্গকারী:**

মুশরিকদেরকে সমর্থন করা এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করা। দলিল হল, আল্লাহ তা'আলার বাণী-

وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿المائدة: ٥١﴾

অনুবাদ: **"তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।"**(সূরা মায়িদাহ:৫১)

আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল লতীফ রহ.কে মুওয়ালা ও তাওয়াল্লি এর মাঝে পার্থক্য সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হল: তিনি উত্তর দিলেন: তাওয়াল্লি কুফর, যা ধর্ম থেকে বের করে দেয়। এর নমুনা হল, যেমন তাদের পক্ষে জবাব দেওয়া, সম্পদ, শরীর বা বুদ্ধির মাধ্যমে তাদেরকে সাহায্য করা।

শাইখ আল্লামা আহমাদ শাকের রহ. কাফিরদের বিরুদ্ধ যুদ্ধ ও লড়াইয়ের হুকুম বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: পৃথিবীর যেকোন দেশের যেকোন মুসিলমের উপর আবশ্যক হল, কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও জিহাদ করা, যেখানেই পাওয়া যায়, তারা বেসামরিক হোক বা সামরিক হোক...! একটু সামনে গিয়ে তিনি বলেন:

ইংরেজদের সাথে যেকোন প্রকার সহযোগিতামূলক সম্পর্ক রাখা, চাই তা বেশি হোক বা কম হোক, নির্ঘাত ধর্মত্যাগ, পরিস্কার কুফর। যার ব্যাপারে কোন ওযর গ্রহণ করা হবে না, কোন অপব্যাখ্যা কাজে আসবে না। কোন নির্বোধ সাম্প্রদায়িকতা বা ফাকা রাজনীতি বা কপটতাপূর্ণ

সৌজন্যতার কারণে এ হুকুম থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে না। চাই তা কোন ব্যক্তি থেকে হোক বা কোন রাষ্ট্র থেকে হোক বা কোন নেতা থেকে হোক। কুফর ও রিদ্দাহর ক্ষেত্রে সবগুলোই একরকম। তবে যদি কেউ জাহেল বা ভুলকারী হয়.....আরেকটু সামনে গিয়ে তিনি বলেন: তাই প্রতিটি মুসলিম নর-নারী জেনে রাখুক: এ সকল লোক, যারা তাদের দ্বীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে, তাদের শত্রুদেরকে সাহায্য করছে, তাদের মধ্যে যে বিবাহ করবে, তার বিবাহ পরিপূর্ণ বাতিল, কখনোই তা শুদ্ধ হবে না। বিবাহের কোন ফলাফলই তখন কার্যকর হবে না, যেমন বংশ সাব্যস্ত হওয়া, উত্তরাধিকার লাভ করা ইত্যাদি। আর তাদের মধ্য থেকে যে পূর্ব হতেই বিবাহিত, তার বিবাহও বাতিল।

এর উপর ভিত্তি করে, যে ব্যক্তি মুসিলমদের বিরুদ্ধে কাফির রাষ্ট্রকে, যেমন আমেরিকা বা তাদের কাফির সহকর্মীদেরকে সমর্থন করবে, সে কাফির ও ধর্মত্যাগী হয়ে যাবে। চাই এই সমর্থন ও সহযোগিতা যেকোন পন্থায়ই হোক না কেন। কেননা সন্ত্রাসী বুশ এবং কুফর ও সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে তার সহকর্মী বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী ব্লিয়ার যে হামলার প্রতি বিশ্ববাসীকে আহ্বান করছে এবং তারা যেটাকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলে দাবি করছে, সেটা আসলে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিকভাবে চলমান ক্রুসেড হামলাগুলোর মধ্য থেকেই একটি ক্রুসেড হামলা। সন্ত্রাসী বুশ তো ভরা মজলিসে পরিস্কারভাবেই এটা বলেছে। সে তার এক বক্তৃতায় বলে ফেলেছে: "আমরা এর (ইসলাম ও মুসলিমদের) বিরুদ্ধে শক্তিশালী ক্রুসেড

হামলা (খৃষ্টধর্ম রক্ষার যুদ্ধ) করব।” একথা বলার সময় চাই সে অবচেতন থাকুক অথবা সচেতন থাকুক, এটাই তো তার ও তার মত কুফরের লিডারদের আকিদা।

২. ২০/৭/১৪২২ হিজরীতে শাইখ আব্দুর রহমান ইবনে নাসির আল-বারাক রহ.এর ফাতওয়া: তিনি তাঁর ফাতওয়ায় যা বলেছেন, তার কিয়দাংশ নিচে দেওয়া হলো:

এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, আমেরিকা কর্তৃক আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা একটি জুলুম, সীমালঙ্ঘন ও ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেড যুদ্ধ। যেমন স্বয়ং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানের মুখ থেকেই বের হয়েছে। আর ইসলামী বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো এই সংকটময় পরিস্থিতিতে তাদের সাহায্য থেকে সরে আসাও একটি ভয়াবহ বিপদ। তাছাড়া তাদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সহযোগিতা করলে কী অবস্থা হতে পারে, তা তো বলাই বাহুল্য। নিশ্চয়ই এটা কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নেওয়ার অন্তর্ভুক্ত, যার কথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿المائدة: ٥١﴾

অনুবাদ: “হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।”(সূরা মায়িদাহ:৫১)

উলামায়ে কেরাম এ আয়াতের কারণে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাহায্য করাকে ঈমান ভঙ্গকারী হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

3. ৩/৭/১৪২২ হিজরীতে শাইখ আলী ইবনে খিযির ইবনুল খিযির রহ. এর ফাতওয়া: তার বক্তব্যের কিয়দাংশ:

কাফিরদেরকে সমর্থন করার বিষয়ে সবচেয়ে বেশি কথা যারা বলেছেন, তারা হলেন, নজদি দাওয়াতের ইমামগণ। তারা এটাকে কুফর, নিফাক, ধর্মত্যাগ এবং ধর্ম থেকে বের হয়ে যাওয়া বলে গণ্য করেছেন। এটাই সত্য। এর প্রমাণ হল কুরআন, সুন্নাহ ও উম্মাহর ইজমা। তারপর তিনি দলিলগুলো উল্লেখ করেন।

8. ৩/৭/১৪২২ হিজরীতে শাইখ সুলাইমান ইবনে নাসির আল-উলওয়ান এর ফাতওয়া: তাঁর ফাতওয়ার কিয়দাংশ:

"মুসলমানদের সাথে থাকা, তাদেরকে সম্পদ, শরীর ও বুদ্ধি দিয়ে সাহায্য করা ফরয। এ ধরনের পরিস্থিতিতে মুসলমানদের সাহায্য করা থেকে পিছিয়ে থাকা জায়েয নেই। কারণ কুফুরী রাষ্ট্রগুলো ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও জন্য একে অপরকে ডাকাডাকি করছে। তবে এতে কোন আশ্চর্যের বিষয় নেই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, মুসলিম পরিচয় দানকারী কিছু রাষ্ট্রও আফগানিস্তানে হামলার ক্ষেত্রে কাফির রাষ্ট্রগুলির সাথে জোট গঠন করেছে। এটা মুনাফিকির একটা প্রকার। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿النساء: ١٣٨﴾ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿النساء: ١٣٩﴾

অনুবাদ: "সেসব মুনাফেককে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। যারা মুসলমানদের বর্জন করে কাফিরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয় এবং তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে, অথচ যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য।"(সূরা নিসা: ১৩৮-৩৯)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন-

تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿المائدة: ٨٠﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿المائدة: ٨١﴾

অনুবাদ: "আপনি তাদের অনেককে দেখবেন, কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা নিজেদের জন্য যা পাঠিয়েছে তা অবশ্যই মন্দ। তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা চিরকাল আযাবে থাকবে। যদি তারা আল্লাহর প্রতি ও রসূলের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচার।"(সূরা মায়িদাহ: ৮০-৮১)

একাধিক আহলে ইলম এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের ইজমা বর্ণনা করেছেন যে: মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে জান বা মাল দিয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করা এবং অস্ত্র

বা আলোচনার মাধ্যমে তাদের রক্ষা করার কাজ করা, এটা কুফর ও ধর্মত্যাগ। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) অর্থাৎ "তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।"

কাফিরদেরকে সাহায্য করা এবং মুসলিম দেশসমূহে আক্রমণ ও একনিষ্ঠ মুসলিম নেতৃবৃন্দের হত্যার জন্য কাফিরদেরকে অস্ত্র ও আসবাবের যোগান দেওয়ার চেয়ে বড় বন্ধুত্ব আর কি হতে পারে?

হাফেজ ইবনে জারির রহ. বলেন: যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করে, সে তাদের ধর্ম ও জাতির অন্তর্ভুক্ত। কারণ কেউ কারো দ্বীন ও আদর্শের প্রতি সন্তুষ্ট না হয়ে তার সাথে বন্ধুত্ব করতে পারে না। আর যখন তার প্রতি ও তার দ্বীনের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেল, তখন তো সে তার বিপরীত ধর্মের সাথে শত্রুতা করল ও তাকে অসন্তুষ্ট করল। তাই তার হুকুমও ওই কাফিরের হুকুমের মতই।

৫. ২৪/৭/১৪২২ হিজরীতে শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আস-সা'দ এর ফাতওয়া: তাঁর ফাতওয়ার কিয়দাংশ:

প্রতিটি মুসলিমের জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহর বন্ধুদের বিপরীতে আল্লাহর শত্রুদেরকে যেকোন প্রকারের সাহায্য করা এবং তাদেরকে সমর্থন ও সহযোগিতা করা ইসলাম ভঙ্গকারী

বিষয়সমূহ হতে অন্যতম একটি বিষয়। কিতাব-সুন্নাহ এটা প্রমাণ করে। আহলে ইলমগণ এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাই বান্দার উচিত সতর্ক থাকা, যেন তার অজ্ঞাতসারেই সে দ্বীন থেকে বের হয়ে না যায়।

সহীহ মুসলিমে এসেছে, আবূল আলা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন এবং তার পিতা হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا أَوْ يُمْسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا ».

অনুবাদ: **“ফিতনা-ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ার পূর্বেই তোমরা কল্যাণকর কাজে আত্মনিয়োগ করো। এ বিপর্যয় তোমাদেরকে অন্ধকার রাতের মত গ্রাস করে নেবে। কোন ব্যক্তির ভোর হবে মু’মিন অবস্থায় আর সন্ধ্যা হবে কাফির অবস্থায়। আর তার সন্ধ্যা হবে মু’মিন অবস্থায় সকাল হবে কাফির অবস্থায়। মানুষ দুনিয়ার সামান্যতম স্বার্থের বিনিময়ে নিজের দ্বীনকে বিকিয়ে দিবে।”**

আল্লাহ তা’আলা বলেছেন-

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿التوبة: ٢٤﴾

অনুবাদ: **“(হে নবী! মুসলিমদেরকে) বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যাকে তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ, তাঁর রসূল ও তাঁর রাহে জেহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।”**

(সূরা তাওবা-২৪)

৬. ২৯/৭/১৪২২ হিজরীতে শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল-গুনাইমান রহ. এর ফাতওয়া: তাঁর ফাতওয়ার কিয়দাংশ:

মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফির রাষ্ট্রগুলির পক্ষে অবস্থান নেওয়া এবং তাদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করা, এটা উক্ত ব্যক্তিকে কাফির বানিয়ে দিবে। আল্লাহ তা’আলা বলেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿المائدة: ٥١﴾

অনুবাদ: "হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।"(সূরা মায়িদাহ:৫১)

এ ধরনের আয়াত আরো অনেক রয়েছে।

৭. ২৮/৭/১৪২২ হিজরীতে শাইখ সফর ইবনে আব্দুর রহমান আল-হাওয়ালীর ফাতওয়া: তাঁর ফাতওয়ার কিয়দাংশ:

মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে যেকোন প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করা, যদিও শুধু কথার মাধ্যমে হয়-এটা প্রকাশ্য কুফর, পরিস্কার মুনাফিকী। এর কর্তা ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ থেকে অন্যতম একটি ভঙ্গকারী বিষয়ে লিপ্ত হয়েছে। যেমনটা নজদি দাওয়াতের ইমামগণ ও অন্যান্য উলামায়ে কেরামগণ বলেছেন।

৮. ১/৮/১৪২২ হিজরীতে শাইখ বিশর ইবনে ফাহাদ এর ফাতওয়া: তাঁর ফাতওয়ার কিয়দাংশ:

আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবের অনেক আয়াতে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা ও তাদের প্রতি ঝোঁকে যাওয়া থেকে সতর্ক করেছেন। এটা পরিস্কারভাবে বারবার বলেছেন। সুষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যে, কাফিররাই একে অপরের বন্ধু। আর মু'মিনগণ পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য ও প্রকাশ্য আলামত হল, মু'মিনদের ছেড়ে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব

করা। বন্ধুত্বের অর্থই হল: ভালবাসা, সম্প্রীতি ও মানসিক টান। এমনিভাবে এর অর্থ হল: সাহায্য, সহযোগিতা ও সমর্থন।

তারপর তিনি অনেকগুলো দলিল ও আহলে ইলমের অনেকগুলো উদ্ধৃতি উল্লেখ করেন। তারপর বলেন:

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয় যে, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘনে আমেরিকাকে সাহায্য করা, চাই জনবল দিয়ে হোক অথবা অর্থ দিয়ে হোক অথবা অস্ত্র দিয়ে হোক অথবা বুদ্ধি দিয়ে হোক- এটা মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরেদরকে সাহায্য করার অন্তর্ভুক্ত হবে। এটা কুফর ও ধর্মত্যাগ। এ হুকুম ব্যক্তি বা দল বা অন্য সব কিছুকেই শামিল করবে।

৯. অক্টোবর ২০০১ সালে পাকিস্তানের গ্র্যান্ড মুফতি শাইখ নিযামুদ্দিন শামযাই রহ. এর ফাতওয়া: তাঁর ফাতওয়ার কিয়দাংশ:

যেকোন দেশের যেকোন মুসলিমের জন্য, চাই সরকারী চাকুরিজীবি হোক বা অন্য কেউ হোক, বিশেষকরে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সীমালঙ্ঘনে আমেরিকাকে যেকোন ধরনের সাহায্য করা নাজায়েয। এ আক্রমণটি আফগানিস্তানের মুসলিমদের উপর ক্রুসেড হামলা হিসাবে ধর্তব্য হবে। যে মুসলিমই এই সীমালঙ্ঘনে সাহায্য করবে, সে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগী সাব্যস্ত হবে।

১০. পশ্চিমের ১৬ জন আলেম ফাতওয়া দিয়েছেন যে, **আফগানিস্তান বা অন্য কোন মুসলিম দেশে আক্রমণের জন্য আমেরিকান জোটের অন্তর্ভুক্ত হওয়া কুফর ও ধর্মত্যাগ।**

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নজদি দাওয়াতের ইমামগণের বক্তব্য থেকে দলিল

উলামায়ে কেরামদের মাঝে তারাই এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আলোচনা করেছেন। তারা এ ব্যাপারে অনেক কিতাব রচনা করেছেন। অনেক ফাতওয়া ও পুস্তিকাও প্রকাশ করেছেন। তার মধ্যে কয়েকটি হল:

১. শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহ. এর অনেকগুলো রিসালাহ।

২. শাইখ সুলাইমান ইবনে আব্দুল্লাহ আলুশ শাইখ রহ. এর “আদ-দালায়িল” নামক পুস্তিকা।

৩. শাইখ সুলাইমান ইবনে আব্দুল্লাহ আলুশ শাইখ রহ. এর “আওছাকু উরাল ঈমান” নামক পুস্তিকা।

৪. শাইখ হামদ ইবনে আতিক রহ. এর “সাবিলুন নাজাহ ওয়াল ফিকাক মিন মুওয়ালাতিল মুরতাদ্দিনা ওয়া আহলিশ শিরক” নামক পুস্তিকা।

৫. শাইখ সুলাইমান ইবনে সাহমান রহ. এর অনেক নিবন্ধ ও কবিতা।

এ ব্যাপারে তাদের আলোচনাগুলো বেশি থাকার দরুন ও গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে সেগুলোর জন্য পৃথক একটি পরিচ্ছেদ বানিয়েছি। নিচে এ মাসআলায় তাদের বক্তব্যসমূহের কয়েকটি তুলে ধরছি-

১. শাইখুল ইসলাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহ. (মৃত:১২০৬ হিজরী) তাঁর "নাওয়াকিযুল ঈমান কিতাবে (খন্ড নং-১০, পৃষ্ঠা নং-৯২ এ) বলেন:

(ঈমানের) "অষ্টম ভঙ্গকারী বিষয়: মুশরিকদেরকে মুসলিমদের বিরুদ্ধ সাহায্য ও সমর্থন করা। দলিল হল, আল্লাহ তা'আলার বাণী-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿المائدة: ٥١﴾

অনুবাদ: "হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।"(সূরা মায়িদাহ:৫১)

২. কোন কোন মানুষ আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস করে, শিরক পরিত্যাগ করে, তথাপি সে মু'মিন ও মুসলিম হতে পারে না, যদি সে মুশকিরদের প্রতি শত্রুতা না রাখে এবং তাদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষের কথা পরিস্কারভাবে না বলে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي

مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿المجادلة: ٢٢﴾

অনুবাদ: "যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।"(সূরা মুজাদালাহ:২২)

৩. তিনি আদ-দুরারে (খন্ড নং-১০, পৃষ্ঠা নং-৮ এ) বলেন:

জেনে রাখুন, একজন পুণ্যবান মুসলিমও যখন আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা শুরু করে অথবা একত্ববাদীদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সঙ্গ দেয়, যদিও সে নিজে শিরক না করে, তাহলে তার কাফির হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর বাণী, তাঁর রাসূলের বাণী এবং সমস্ত আহলে ইলমদের বাণীসমূহে অসংখ্য দলিল বিদ্যমান রয়েছে।

৪. তিনি আদ-দুরার (খন্ড নং-১০, পৃষ্ঠা নং-৩৮ এ) বলেন:

"কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়াও কুফর, উলামায়ে কেরাম এটা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন। অনুরূপ কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করাও কুফর।"

৫. ইমাম সাউদ ইবনে আব্দুল আজিজ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সাউদ রহ. (মৃত:১২২৬) তাঁর একটি পুস্তিকায় কিছু আলোচনা করার পর বলেন: (আদ-দুরার, খন্ড নং-৯, পৃষ্ঠা নং-২৭৭)

যে ব্যক্তি দাবি করে যে, সে এগুলোর কোন কিছুই করেনি (অর্থাৎ শিরক ও গুনাহ), তথাপি সে এগুলোতে প্রতিবাদ করেনি, এর অনুসারীদের থেকে পৃথক হয়নি, বরং সে নিজের সম্পদ ও যবান দ্বারা তাদের সাহায্য করেছে, সে যদিও এগুলো করেনি, কিন্তু সে তাদের মতই। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

﴿النساء: ١٤٠﴾

অনুবাদ: **"আর কোরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ তা' আলার আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রুপ হতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মত হয়ে যাবে। আল্লাহ দোযখের মাঝে মুনাফেক ও কাফিরদেরকে একই জায়গায় সমবেত করবেন।"**(সূরা নিসা:১৪০)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন-

تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي

مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿المجادلة: ٢٢﴾

অনুবাদ: "যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।"(সূরা মুজাদালাহ:২২)

তিনি আরো বলেছেন-

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ.

﴿هود: ١١٣﴾

অনুবাদ: "আর পাপিষ্ঠদের প্রতি ঝুঁকবে না। নতুবা তোমাদেরকেও আগুনে ধরবে। আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু নাই। অতএব কোথাও সাহায্য পাবে না।"(সূরা হুদ:১১৩)

৬. শাইখ সুলাইমান ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহ. (মৃত:১২৩৩) আদ-দালায়িল কিতাবের শুরুতে বলেন: (আদ-দুরার, খন্ড নং-৮, পৃষ্ঠা নং-১২১)

জেনে রাখুন, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন! কোন মুসলিম যখন মুশরিকদের সাথে তাদের ধর্মের উপর সহমত পোষণ করে, তাদের ভয়ে হোক, তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য চাটুকারিতা ও তোষামোদ করে হোক, তবে সে তাদের মতই কাফির। যদিও সে তাদেরকে অপছন্দ করে, ঘৃণা করে এবং ইসলাম ও মুসলিমদেরকে ভালবাসে। এ হচ্ছে, যখন তার থেকে এ কাজটি ছাড়া অন্য কিছু না পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে যদি সে কোন দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় থাকে, অত:পর তাদেরকে (কাফিরদেরকে) নিজ দেশে ডেকে আনে, তাদের আনুগত্যের মধ্যে প্রবেশ করে, তাদের ভ্রান্ত ধর্মের উপর একাত্মতা পোষণ করে, তাদেরকে সৈন্য ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করে, তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে আর মুসলিমদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং পূর্বে তাওহীদ ও ঈমানের সৈনিক থাকার পর পরবর্তীতে শিরক ও মুশরিকদের সেনাবাহিনীতে যুক্ত হয়ে যায়, তাহলে এমন ব্যক্তির ব্যাপারে একজন মুসলিমও সন্দেহ পোষণ করবে না যে, সে কাফির এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে নিকৃষ্ট ধরনের শত্রুতাকারী।

এ হুকুম থেকে পৃথক করা হবে শুধু মুকরাহকে, অর্থাৎ যাকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয়। যার উপর মুশরিকরা কর্তৃত্বশীল হওয়ার পর তাকে বলে: তুই কাফির হয়ে যা! বা এ কাজটি কর! অন্যথায় আমরা তোকে এই এই শাস্তি দিব, হত্যা করব। অথবা তাকে ধরে নিয়ে শাস্তি দিতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে সহমত পোষণ না করে। তখন তার জন্য

মৌখিকভাবে তাদের সাথে সহমত পোষণ করা জায়েয হবে, তবে অন্তরে ঈমান স্থির রাখতে হবে।

উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন যে, যে ব্যক্তি ঠাট্টাচ্ছলে কুফরি কথা উচ্চারণ করে, তাকে তাকফীর করা হবে। তাহলে যে সামান্য দুনিয়াবী ভয়ে বা কিছুর আশায় কুফরীর কথা প্রকাশ করে, তার অবস্থা কেমন হবে?!!

আমি আল্লাহর তাওফীকে ও সাহায্যে এর উপর কিছু দলিল পেশ করছি। (অত:পর তিনি একুশটি দলিল উল্লেখ করেন।)

৭. তিনি ('আদ-দুরার' খন্ড নং-৮, পৃষ্ঠা নং-১২৭ এ) আরো বলেন:

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মু'মিনদেরকে নিষেধ করলেন, ইহুদী-নাসারাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে। তিনি আরো জানালেন যে, মু'মিনদের মধ্য থেকে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এমনিভাবে যে অগ্নিপূজক, মূর্তিপূজারী ও অন্যান্য কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারও একই বিধান। সেও তাদের দলভূক্ত।

তিনি আদ-দুরার (খন্ড নং-৮, পৃষ্ঠা নং-১৪১) এ আরো বলেন:

আল্লাহর বাণী-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ

مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿الممتحنة: ١﴾

অনুবাদ: "মু'মিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে, তা অস্বীকার করছে। তারা রসূলকে ও তোমাদেরকে বহিস্কার করে এই অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখ। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টিলাভের জন্যে এবং আমার পথে জেহাদ করার জন্যে বের হয়ে থাক, তবে কেন তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম প্রেরণ করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, ত আমি খুব জানি। তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সে সরলপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।"

(সূরা মুমতাহিনাহ:১)

অর্থাৎ সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হল। তাই আল্লাহ তা'আলা জানালেন যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর শত্রুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে-যদিও তারা নিকটাত্মীয় বা বন্ধু হোক না কেন-সে সঠিক পথ থেকে ছিটকে পড়বে। অর্থাৎ সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পথভ্রষ্টতার দিকে চলে যাবে। তাই যে ব্যক্তি দাবি করবে যে, সে সরল পথের উপর আছে, তার থেকে বের হয়নি, তার এ কথাটি আল্লাহকেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করার নামান্তর। আর যে আল্লাহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, সে তো কাফির। তাছাড়া একথাটি, আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তথা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব

করা- তাকে হালাল করার নামান্তর। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তাকে হালাল করে, সে কাফির।

৮. শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ আল-হিফজী রহ. (আদ-দুরার, খন্ড নং-৮, পৃষ্ঠা নং-২৫৭) বড় বড় ও ভয়াবহ গুনাহসমূহের মধ্যে উল্লেখ করেন:

তাদের মধ্যে কেউ কেউ তার (কুফরের) প্রতি সন্তুষ্ট থাকে ও তার উপর সংকল্প করে, নিজের, মাল ও যবান দিয়ে তাদের (কাফিরদের) সাহায্য করে। অথচ যে ব্যক্তি একটি কথার মাধ্যমেও একজন মুসলিম হত্যায় সাহায্য করে, তার ব্যাপারে কঠিন সতর্কবাণী বর্ণিত হয়েছে। তাহলে যারা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করে, তাদের কি হবে?

একটু সামনে গিয়ে তিনি আরো বলেন: এ সবগুলো বিষয় সংঘটিত হচ্ছে; কোনরূপ বলপ্রয়োগ বা নির্দিষ্ট করে কাউকে বাধ্য করা ব্যতিত। অথচ এর প্রত্যেকটি কাজই তার কর্তার ঈমানে আঘাত করে এবং তার ইসলামের বাহুকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। এগুলো আল্লাহর অবাধ্যতা, ধর্মত্যাগ বা দ্বীনের মধ্যে নিফাকী।

৯. শাইখ আব্দুর রহমান ইবনে হাসান আলুশ শাইখ রহ. (মৃত:১২৮৫), ‘আল-মাওরিদুল আযবুয যালযাল’ কিতাবের পৃষ্ঠা নং ২৩৭ থেকে ২৩৮ এ বলেন:

তার মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ (অর্থাৎ ঈমান ভঙ্গকারী) হল তিনটি। অত:পর তিনি বলেন:

তৃতীয় বিষয়: মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব করা, তাদের দিকে ঝোঁকে পড়া, তাদেরকে হাত, যবান বা মালের দ্বারা সাহায্য করা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ.

﴿القصص: ٨٦﴾

অনুবাদ: "আপনি আশা করতেন না যে, আপনার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হবে। এটা কেবল আপনার পালনকর্তার রহমত। অতএব আপনি কাফিরদের সাহায্যকারী হবেন না।"

(সূরা কাসাস:৮৬)

إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿الممتحنة: ٩﴾

অনুবাদ: "আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কৃত করেছে এবং বহিস্কারকার্যে সহায়তা করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই জালেম।"(সূরা মুমতাহিনাহ:৯)

এখানে আল্লাহ এই উম্মাহর মু'মিনদেরকে সম্বোধন করে বললেন। **তাই হে শ্রোতা! আপনি দেখুন যে, আপনি এই সম্বোধন ও হুকুমের কোন পর্যায়ে পড়েন?**

১০. তিনি 'আদ-দুরার' (খন্ড নং-৮, পৃষ্ঠা নং-১৭৩) এ আরো বলেন:

যারা আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়ে লিপ্ত হয়ে, তাদের পথ (অর্থাৎ মু'মিনদের পথ) ব্যতিত ভিন্ন পথে চলে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন-

تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿المائدة: ٨٠﴾

অনুবাদ: **"আপনি তাদের অনেককে দেখবেন, কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা নিজেদের জন্য যা পাঠিয়েছে তা অবশ্যই মন্দ। তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা চিরকাল আযাবে থাকবে।"**(সূরা মায়িদাহ:৮০)

যে সকল লোক কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তারা যে নিন্দিত, আল্লাহর ক্রোধে পতিত এবং স্থায়ীভাবে আযাবে থাকবে, তা আল্লাহ তা'আলা স্থায়ীভাবে লিখে দিলেন এবং দু'প্রকার তাগিদের শব্দ দিয়ে তাকে সুদৃঢ় করলেন।

তারপর আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করলেন যে, তাদের যে বৈশিষ্ট্যটি উল্লেখ করা হল (তথা কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা), এটা আল্লাহর প্রতি, নবীর প্রতি এবং তাঁর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি ঈমান থাকার বিপরীত।

এ রকম আরো আয়াত রয়েছে, যেমন:

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿النساء: ١٣٨﴾ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿النساء: ١٣٩﴾

অনুবাদ: "সেসব মুনাফেককে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। যারা মুসলমানদের বর্জন করে কাফিরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয় এবং তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে, অথচ যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য।"(সূরা নিসা:১৩৮-১৩৯)

তিনি আদ-দুরার (খন্ড নং-৮, পৃষ্ঠা নং-১৮৮) এ আরো বলেন:

পূর্বোল্লেখিত আয়াতের মত আরো কয়েকটি আয়াত:

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿الممتحنة: ١﴾

অনুবাদ: "মু'মিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে, তা অস্বীকার করছে। তারা রসূলকে ও তোমাদেরকে বহিস্কার করে এই অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখ। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টিলাভের জন্যে এবং আমার পথে জেহাদ করার জন্যে বের হয়ে থাক, তবে কেন তাদের

প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম প্রেরণ করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, ত আমি খুব জানি। তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সে সরলপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।"

(সূরা মুমতাহিনাহ:১)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿المائدة: ٥٧﴾

অনুবাদ: "হে মু'মিনগণ, আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফিরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না। আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও।"(সূরা মায়িদাহ:৫৭)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿المائدة: ٥١﴾

অনুবাদ: "হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।"(সূরা মায়িদাহ:৫১)

এ আয়াতগুলো ও এ ধরনের অন্যান্য আয়াতগুলো এ গুনাহটির ভয়াবহতাই বুঝাচ্ছে এবং এর কর্তাকে জালিম বলে অভিহিত করছে। এ আয়াতগুলো ও এর আগে-পরের অন্যান্য আয়াতগুলো এ কথাই বুঝায় যে, এটা ধর্মত্যাগ বা দ্বীনে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া। যে চিন্তা করে, তার নিকট এ বিষয়টি স্পষ্ট।

১১. তিনি আদ-দুরারে (খন্ড নং-৮, পৃষ্ঠা নং-১৯০) আরো বলেন:

আল্লাহ তা'আলা শিরক ও মুশরিকদের থেকে সম্পর্কমুক্ত হওয়া, তাদেরকে প্রত্যাখ্যান ও ঘৃণা করা, তাদের সাথে শত্রুতা করা এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে ফরজ করেছেন।

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿البقرة: ٥٩﴾

অনুবাদ: **"অতঃপর যালেমরা কথা পাল্টে দিয়েছে, যা কিছু তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছিল তা থেকে। তারপর আমি অবতীর্ণ করেছি যালেমদের উপর আযাব, আসমান থেকে, নির্দেশ লংঘন করার কারণে।"**(সূরা বাকারাহ:৫৯)

তারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করল, তাদের সাহায্য করল, সমর্থন করল, মু'মিনদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করল, আর এ কারণে মু'মিনদেরকে গালিগালাজ ও ঘৃণা করল। অথচ এ সব জিনিসই ইসলাম ভঙ্গকারী। যেমনটা কুরআন-সুন্নাহর বহু উদ্ধৃতি প্রমাণ করে এবং উলামাগণ তাদের তাফসীর ও ফিকহের কিতাবসমূহে উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু এ সকল লোকদের মত হল, তারা যার উপর ছিল তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি। তবে এটা কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়! কারণ কুরআনে হাকিম সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে যে, এ অবস্থা তাদের পূর্ববর্তীদেরও ছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী-

فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿الأعراف: ٣٠﴾

অনুবাদ: “(তোমাদের মধ্যে) একদলকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং একদলের জন্যে পথভ্রষ্টতা অবধারিত হয়ে গেছে। তারা আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং ধারণা করে যে, তারা সৎপথে রয়েছে।”(সূরা আ'রাফ:৩০)

১২. শাইখ আব্দুল লতীফ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে হাসান আলুশ শাইখ রহ. (মৃত:১২৯৩) (আদ-দুরার, খন্ড নং-৮, পৃষ্ঠা নং-৩২৪-৩২৬ এ) বলেন:

কুরআন মাজিদে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা ও তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করার ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা ও কঠিন ধমকি এসেছে, তা প্রমাণ করে যে, ঈমানের সবচেয়ে বড় মূলনীতি হল: কাফিরদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-জিহাদ করা এবং তাদেরকে ক্রোধান্বিত ও তাদের নিন্দা করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা। এটা ব্যতিত কখনো ঈমান সুদৃঢ় ও স্থির হবে না।

যখন মু'মিনদের মাঝে পারস্পরিক অভিভাবকত্বের সম্পর্ক স্থাপন করা হচ্ছিল, তখন আল্লাহ তা'আলা নিচের আয়াতটি নাযিল করেন এবং তাতে জানান যে, তারা একে অন্যের বন্ধু। আল্লাহ বলেছেন-

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿الأنفال: ٧٣﴾

অনুবাদ: “আর যারা কাফির তারা পারস্পরিক সহযোগী, বন্ধু। তোমরা যদি এমন ব্যবস্থা না কর, তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে এবং দেশময় বড়ই অকল্যাণ হবে।”

(সূরা আনফাল:৭৩)

আর ফেৎনা কি শিরক ব্যতিত অন্য কিছু? তাওহীদ ও ইসলামের সম্পর্ক ভেঙ্গে পড়া এবং আল্লাহ কুরআনে যে বিধান ও ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করেছেন, তাকে উৎখাত করে ফেলাই কি মহা বিপর্যয় নয়?

অত:পর কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে নিষেধাজ্ঞা সংবলিত আয়াতের পর শাইখ বলেন: তাই যে এ সকল আয়াতে কারিমার মাধ্যমে নিজেকে উপদেশ দিতে চায় সে যেন চিন্তা করে। সে যেন, মুফাসসির ও আহলে ইলমগণ এর ব্যাখ্যায় কী বলেছেন, তা অনুসন্ধান করে দেখে। সে যেন দেখে, আজকে অধিকাংশ মানুষ থেকে কী হচ্ছে...!

তাকে যদি আল্লাহ সঠিক বুঝ ও হেদায়েত দান করেন, তবে সে বুঝতে পারবে যে, ঐ সকল লোকই এটা করে, যারা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ছেড়ে দেয়, তাদের দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে চুপ থাকে, তাদের প্রতি সন্ধির প্রস্তাব দেয়।

আর যে ব্যক্তি তাদেরকে সাহায্য করে, তার অবস্থা কী হতে পারে?! অথবা যে তাদেরকে মুসলিমদের দেশে টেনে আনে, তার কী অবস্থা হতে পারে? অথবা যে তাদের প্রশংসা করে? অথবা তাদেরকে মুসলমানদের থেকে অধিক ইনসাফগার বলে? বা তাদের দেশ, বাসভূমি ও রাজত্বকে নিজের দেশ ও বাসভূমি হিসাবে গ্রহণ করে নেয়? অথবা তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করাকে ভালবাসে? এগুলো সর্বসম্মতিক্রমে পরিস্কার ধর্মত্যাগ। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿المائدة: ٥﴾

অনুবাদ: "যে ব্যক্তি বিশ্বাসের বিষয় অবিশ্বাস করে, তার শ্রম বিফলে যাবে এবং পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"(সূরা মায়িদাহ:৫)

তিনি আদ-দুরার (খন্ড নং-৮, পৃষ্ঠা নং-৩৬০ এ) বলেন:

তাদেরকে (অর্থাৎ কাফিরদেরকে) সম্মান ও শ্রদ্ধা করারও বিভিন্ন প্রকার আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ও ভয়ংকরটা হল, মুসলমানদের উপর তাদেরকে সাহায্য করা, তাদের আদর্শকে সঠিক বলা, এগুলো এবং এ জাতীয় কাজগুলো একজন মুসলমানকে কাফিরে পরিণতকারী। তাছাড়া এর নিচেও সম্মান করার আরো অনেক স্তর রয়েছে।

১৩. তিনি আদ-দুরারে (খন্ড নং-৮, পৃষ্ঠা নং-২৮৮) আরো বলেন:

তাই আপনাদেরকে সেই জিনিসের ব্যাপারে আপ্রাণ চেষ্টা ও সাধনা করতে হবে, যার মাধ্যমে আল্লাহ ঈমান ও তাওহীদকে হেফাজত করেন এবং কুফর ও শিরকের প্রতি ঝোঁকে পড়া থেকে রক্ষা করেন । (তারপর তিনি কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধকারী কতগুলো আয়াত উল্লেখ করার এক পর্যায়ে বলেন,) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿المائدة: ٥٧﴾

অনুবাদ: "হে মু'মিনগণ, আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফিরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না। আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও।"(সূরা মায়িদাহ:৫৭)

আল্লাহ তা'আলার এ কথাটি চিন্তা করুন- (وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) "আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও।"

এ হরফটি (অর্থাৎ إن الشرطية) দাবি করে- শর্তের ফলটি না থাকলে শর্তটিও থাকবে না। এর অর্থ হল: যে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে সে মু'মিন নয়।

১৪. তিনি আদ-দুরারে (খন্ড নং-৯, পৃষ্ঠা-২৯) আরো বলেন:

আল্লাহর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ নৈকট্যের কাজ হল: তার শত্রু, তথা মুশকিরদেরকে ক্রোধান্বিত করা, তাদের প্রতি ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করা এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা। এর মাধ্যমে একজন বান্দা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা থেকে বাঁচতে পারবে। যদি এমনটা না করে, তাহলে সে তাদের সাথে ঐ পরিমাণ বন্ধুত্বে লিপ্ত হয়ে যাবে, যতটুকু এ কাজে ত্রুটি করেছে ও ছেড়ে দিয়েছে। তাই যা ঈমানকেই শেষ করে দেয়, ঈমানের মূল বিষয়কেই নির্মূল করে দেয়, তা থেকে সাবধান হোন! সাবধান হোন! আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ {المائدة: ٥٧}

অনুবাদ: "হে মু'মিনগণ, আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফিরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না। আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও।"(সূরা মায়িদাহ:৫৭)

এ বিষয়বস্তু সম্বলিত আয়াত কুরআনে আরো অনেক রয়েছে।

১৫. তিনি আদ-দুরারে (খন্ড নং-৮, পৃষ্ঠা নং-৩৯৬) আরো বলেন:

মানুষ অনেক সময় শিরককে অপছন্দ করে এবং তাওহীদকে ভালবাসে, কিন্তু মুশরিকদের থেকে সম্পর্ক ত্যাগ করা এবং তাওহীদবাদিদের সাথে বন্ধুত্ব করা ও তাদেরকে সাহায্য করার কাজে ত্রুটি করে, ফলে সে নিজের কুপ্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে যায় এবং শিরকের এমন ঘাঁটিতে ঢুকে পড়ে, যা তার ঈমানকে ধ্বংস করে দেয়। শিরকের মূল ও শাখা সব ছেড়ে দেয়, যার সাথে ঈমান সঠিক হতে পারে না। ফলে আল্লাহর জন্য ভালাবাসা ও ক্রোধ সৃষ্টি হয় না, আল্লাহর জন্য শত্রুতা ও বন্ধুত্ব হয় না। অথচ এ সবগুলোই এই শাহাদাহ থেকেই গৃহিত: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

১৬. শাইখ হামদ ইবনে আতিক রহ. (মৃত:১৩০১) (আদ-দুরার, খন্ড নং-৯, পৃষ্ঠা নং-২৬৩ এ) বলেন:

কুরআন-সুন্নাহ দ্ব্যর্থহীনভাবে একথা বুঝায় যে, মুসলিম যখন মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব এবং তাদের প্রতি আনুগত্য করবে, তখন সে এর মাধ্যমে দ্বীন থেকে মুরতাদ হয়ে যাবে।

আল্লাহর এই বাণীটি চিন্তা করুন-

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ.

﴿محمد: ٢٥﴾

অনুবাদ: "নিশ্চয় যারা সোজা পথ ব্যক্ত হওয়ার পর তৎপ্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, শয়তান তাদের জন্যে তাদের কাজকে সুন্দর করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়।"

(সূরা মুহাম্মাদ:২৫)

আরো চিন্তা করুন আল্লাহর বাণী-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿المائدة: ٥١﴾

অনুবাদ: "হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।"(সূরা মায়িদাহ:৫১)

আল্লাহর এই বাণীর প্রতি গভীর দৃষ্টি দিন-

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

﴿النساء: ١٤٠﴾

অনুবাদ: "আর কোরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ তা' আলার আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রুপ হতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মত হয়ে যাবে। আল্লাহ দোযখের মাঝে মুনাফেক ও কাফেরদেরকে একই জায়গায় সমবেত করবেন।"(সূরা নিসা:১৪০)

এ জাতীয় আরো অনেক দলিল রয়েছে।

১৭. "আদ-দিফা আন আহলিস সুন্নাহ ওয়াল ইত্তিবা" কিতাবের ৩১ নং পৃষ্ঠায় তিনি বলেন:

নিশ্চয়ই মুশরিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করা, তাদেরকে মুসলমানদের গোপন সংবাদ জানিয়ে দেওয়া বা কথার মাধ্যমে তাদের পক্ষপাতিত্ব করা বা তাদের নীতির ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকা, এ সবগুলোই কাফিরে পরিণতকারী। তাই যার থেকে উল্লেখিত বিষয়গুলি বলপ্রয়োগ ব্যতিত এগুলো পাওয়া যাবে, সে মুরতাদ। চাই সে এর সাথে কাফিরদেরকে ঘৃণা আর মুসলমানদেরকে ভালবাসুক না কেন।

১৮. তিনি "সাবিলুন নাজাহ ওয়াল ফিকাক" কিতাবের ৮৯ নং পৃষ্ঠায় বলেন:

জেনে রাখুন! মুশরিকদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করার কয়েকটি অবস্থা হতে পারে। তারপর বলেন: **দ্বিতীয় অবস্থা:** গোপনে তাদের বিরোধিতা রেখে প্রকাশ্যে তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করা, অথচ সে তাদের প্রভাবাধীন নয়। বরং সে এটা করেছে হয়ত

নেতৃত্বের লোভে অথবা সম্পদের লোভে অথবা দেশপ্রেম নিয়ে অথবা পরিবারের স্বার্থে অথবা সামনে যা হতে পারে তার আশঙ্কায়, তাহলে এই অবস্থায় সে মুরতাদ হয়ে যাবে। গোপনে যে সে তাদেরকে অপছন্দ করে এটা তার কোন উপকারে আসবে না।

১৯. শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল লতীফ আলুশ শাইখ রহ. (মৃত:১৩৩৯) কে মুওয়ালাহ ও তাওয়াল্লি (الفرق بين موالاة الكفار وتوليهم) এর মাঝে পার্থক্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যা আদ-দুরারুস সানিয়্যাহ (খন্ড নং-৮, পৃষ্ঠা নং-৪২২ এ) রয়েছে।

তিনি উত্তর দেন: **তাওয়াল্লি** ধর্ম থেকে বের করে দেয়। এর নমুনা হল, যেমন তাদের পক্ষে জবাব দেওয়া বা জান, মাল বা বুদ্ধি দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করা। **আর মুওয়ালাহ হচ্ছে:** একটি কবিরাহ গুনাহ। যেমন তাদের দোয়াত ভিজিয়ে দেওয়া বা কলম ঠিক করে দেওয়া বা তাদের উপর চাবুক উঠানো হলে তাদেরকে বাঁচানোর জন্য চাটুকারিতা করা।

তিনি মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য করার ব্যাপারে আরো বলেন: যে নিজ দেশে তাদেরকে ডেকে নিয়ে আসবে বা মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে যেকোন প্রকার সাহায্য করবে, এটা তার সুস্পষ্ট ধর্মত্যাগ বলে বিবেচিত হবে।

২০. জাযীরা ও আম্মানবাসীদের প্রতি তাঁর একটি দীর্ঘ চিঠি আছে, যাতে তিনি খৃষ্টানদের সাথে বন্ধুত্ব করার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে আদেশ করেছেন। তাতে তিনি যা বলেছেন, তার কিয়দাংশ নিচে দেওয়া হল:

এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, যে বিষয়টা ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রসার লাভ করেছে যে, মুসলিম নামধারী লোকেরা রাসূলের উম্মত হয়েও নিজেদের দ্বীন থেকে এবং তাদেরকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যার উপর কুরআন-সুন্নাহর প্রমাণও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে- তথা ইসলামকে আঁকড়ে ধরা ও তার জ্ঞান অর্জন করা, আর তার বিপরীতটা থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং তার হকসমূহ আদায় করা- তা থেকে বিমুখতা অবলম্বন করছে।

এমনকি অধিকাংশ লোকের অবস্থা এমন হয়েছে যে, তারা কাফির জাতিসমূহের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে না। অবস্থা এতই পরিবর্তন হয়েছে যে, তারা তাদের আনুগত্যের মধ্যে প্রবেশ করছে, তাতে প্রশান্তি লাভ করছে, নিজেদের দ্বীন বিদায় দিয়ে হলেও দুনিয়া ঠিক করতে চাচ্ছে, কুরআনের আদেশ-নিষেধকে বর্জন করছে, অথচ তারা দিন-রাত এরই শিক্ষা পাচ্ছে!

কোন সন্দেহ নেই যে, এটা সর্বোচ্চ প্রকারের ধর্মত্যাগ এবং ইসলাম ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্মে শামিল হওয়া ও খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করা বলে গণ্য হবে। আল্লাহর নিকট এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

যেন আপনারা নবী আগমনের মধ্যবর্তী সময়গুলোতে অবস্থান করছেন, বা এমন এলাকায় প্রতিপালিত হয়েছেন, যাদের নিকট রিসালাতের নূর পৌঁছেনি। আপনারা কি আল্লাহর এই বাণী ভুলে গেছেন? আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿المائدة: ٥١﴾

অনুবাদ: "হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না।"(সূরা মায়িদাহ:৫১)

تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿المائدة: ٨٠﴾ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿المائدة: ٨١﴾

অনুবাদ: "আপনি তাদের অনেককে দেখবেন, কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা নিজেদের জন্য যা পাঠিয়েছে তা অবশ্যই মন্দ। তা এই যে, তাদের প্রতি আল্লাহ ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা চিরকাল আযাবে থাকবে। যদি তারা আল্লাহর প্রতি ও রসূলের প্রতি অবতীর্ণ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করত, তবে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই দুরাচার।"(সূরা মায়িদাহ:৮০-৮১)

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿البقرة: ١٢٠﴾

অনুবাদ: "ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন। বলে দিন, যে পথ আল্লাহ প্রদর্শন করেন, তাই হল সরল

পথ। যদি আপনি তাদের আকাঙ্খাসমূহের অনুসরণ করেন, ঐ জ্ঞান লাভের পর, যা আপনার কাছে পৌঁছেছে, তবে কেউ আল্লাহর কবল থেকে আপনার উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী নেই।”

(সূরা বাকারাহ:১২০)

আর তাদের আনুগত্যে প্রবেশ করা মানেই তাদের আদর্শের অনুসরণ করা এবং ইসলাম ধর্ম থেকে বের হয়ে তাদের দলভুক্ত হওয়া।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿المائدة: ٥٧﴾ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿المائدة: ٥٨﴾

অনুবাদ: **“হে মু’মিনগণ, আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলা মনে করে, তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না। আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও। আর যখন তোমরা নামাযের জন্যে আহবান কর, তখন তারা একে উপহাস ও খেলা বলে মনে করে। কারণ, তারা নির্বোধ।”**(সূরা মায়িদাহ: ৫৭-৫৮)

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿النساء: ١٣٨﴾ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿النساء: ١٣٩﴾ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿النساء: ١٤٠﴾

অনুবাদ: "সেসব মুনাফেককে সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। যারা মুসলমানদের বর্জন করে কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু বানিয়ে নেয় এবং তাদেরই কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে, অথচ যাবতীয় সম্মান শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য। আর কোরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ তা' আলার আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রুপ হতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মত হয়ে যাবে। আল্লাহ দোযখের মাঝে মুনাফেক ও কাফেরদেরকে একই জায়গায় সমবেত করবেন।"(সূরা নিসা: ১৩৮-১৩৯-১৪০)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿آل‌عمران: ١١٨﴾

অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! তোমরা মু'মিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না, তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না-তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসুত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেকগুণ বেশী জঘন্য। তোমাদের জন্যে নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও।"(সূরা আলে ইমরান:১১৮)

কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা এবং তাদের আনুগত্যে প্রবেশ করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কুরআনের আয়াত অগণিত।

একটু সামনে গিয়ে তিনি আরো বলেন: (৮/১৫)

এই অভিশপ্ত গোষ্ঠী, খৃষ্টান গোষ্ঠী, যারা আপনাদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেছে, আপনাদের দ্বীন নিয়ে চাপাচাপি করছে এবং আপনাদেরকে তাদের আনুগত্যে প্রবেশ করতে বলছে, তাদের কথাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বিশেষভাবে বলেছেন-

لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿المائدة: ٧٣﴾

অনুবাদ: **"নিশ্চয় তারা কাফের, যারা বলেঃ আল্লাহ তিনের এক; অথচ এক উপাস্য ছাড়া কোন উপাস্য নেই। যদি তারা স্বীয় উক্তি থেকে নিবৃত্ত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরে অটল থাকবে, তাদের উপর যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি পতিত হবে।"**(সূরা মায়িদাহ:৭৩)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন-

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ.

﴿المائدة: ٧٢﴾

অনুবাদ: **"তারা কাফের, যারা বলে যে, মরিময়-তনয় মসীহ-ই আল্লাহ; অথচ মসীহ বলেন, হে বণী-ইসরাঈল, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর, যিনি আমার পালন কর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থির করে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত**

হারাম করে দেন। এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম। অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।"(সূরা মায়িদাহ:৭২)

এছাড়া আরো আয়াত উল্লেখ করার পর তিনি বলেন:

এর চেয়ে উপরে কি আর কোন কঠোরতা, ধমকি ও সতর্কবাণী হতে পারে? যার প্রকৃতি ঠিক আছে, চোখ ও কান ঠিক আছে, সে কি এরপরেও কোন সন্দেহ করবে? তবে হ্যাঁ, সন্দেহ করতে পারে সে বক্তিই, যে দুনিয়ার দিকে ঝোঁকে গেছে, দুনিয়া ঠিক করতে গিয়ে আখেরাতকে ভুলে গেছে। তার অবস্থা তো বিবেচ্য নয়। কেননা সে অন্তরের অন্ধ, তার দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।

একটু সামনে গিয়ে তিনি আরো বলেন: (৮/২২)

আর যে-ই তাদের কাছে নতি স্বীকার করবে, তাদের আনুগত্যে প্রবেশ করবে এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব প্রকাশ করবে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল, ইসলাম ধর্ম থেকে ফিরে গেল, তার সাথে শত্রুতা করা ও তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরজ হয়ে গেল। আর আপনারা শুধু আপনাদের রবের নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করুন, কাফিরদের থেকে যেকোন ধরনের সাহায্য গ্রহণ বর্জন করুন।

২১. শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল লতীফ রহ., ইবরাহিম ইবনে আব্দুল লতীফ রহ. ও সুলাইমান ইবনে সাহমান রহ. (আদ-দুরার, খন্ড নং-১০, পৃষ্ঠা নং-৪৩৫-৪৩৬ এ) বলেন:

আর তার বক্তব্য- নিজেদের সম্পদ ও জাহাজ রক্ষা করার জন্য কাফির গোষ্ঠী বা তাদের প্রতিনিধিদের থেকে সুরক্ষা নেওয়া এবং তাদের থেকে পতাকা গ্রহণ করা জায়েয আছে এবং এটা সেই প্রহরীর স্থলাভিষিক্ত হবে, যে হল সফরসঙ্গী।

এর উত্তর হল: এটা একটা ভ্রান্ত যুক্তি। কারণ অবস্থার কারণে বাধ্য হলে সম্পদ হেফাজতের জন্য প্রহরী নিযুক্ত করা জায়েয আছে, যখন প্রহরী জালিম মুসলিম বা ফাসিক ফাজির হয়। পক্ষান্তরে কাফিরদের আনুগত্যে প্রবেশ করা মানে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করা। আর যখন তাদের নিরাপত্তা ও কর্তৃত্বের মধ্যে প্রবেশ নাও করে, তখনও তাদের থেকে পতাকা গ্রহণ করা জায়েয নেই। এটা সম্পদ রক্ষার জন্য প্রহরী নিযুক্ত করার ন্যায় নয়। কারণ এটা হল পতাকা, এ কথার আলামত যে, তারা তাদের আদেশের অনুগত, তাদের নিরাপত্তার অন্তর্ভুক্ত। আর এটা বাহ্যিকভাবে তাদের সাথে সহমত পোষণ করা বুঝায়।

২২. শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল লতীফ আলুশ-শাইখ রহ. (মৃত: ১৩৬৯) (আদ-দুরার খন্ড নং-৮, পৃষ্ঠা নং-৪৫৬ থেকে ৪৫৭ এ) বলেন:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:« مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ »

যে মুশরিকদের সঙ্গে মেলামেশা করে এবং তাদের সাথে বসবাস করে, সে তাদের মতই। এখানে এটা বলা যাবে না যে, শুধু একসাথে মেলামেশা ও বসবাস করার কারণেই কাফির হয়ে যাবে। বরং উদ্দেশ্য হল: যে মুশরিকদের মাঝ থেকে বের হয়ে যেতে অক্ষম হয় এবং

তারা তাকেও জোর করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়ে আসে, তখন হত্যার ক্ষেত্রে এবং সম্পদ গ্রহণের ক্ষেত্রে তার হুকুমও তাদের হুকুমের মতই। কুফরের ক্ষেত্রে নয়। তবে যদি ইচ্ছা ও স্বাধীনতার সাথে তাদের পক্ষে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসে বা নিজের শরীর বা সম্পদ দিয়ে তাদের সাহায্য করে, তাহলে এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই যে, তার হুকুমও তাদের হুকুমের মতই।

২৩. শাইখ সুলাইমান ইবনে সাহমান রহ. (মৃত:১৩৪৯) (আদ-দুরার, খন্ড নং-৮, পৃষ্ঠা নং-৪৯৪ এ) বলেন:

আর উল্লেখিত সম্পর্ককারীদের থেকে তো কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা, তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করা, তাদের সাথে সহমত পোষণ করা এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করা- সবগুলোই পাওয়া গেছে, তাই তাদের মুরতাদ হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

২৪. তিনি তার দিওয়ানের ১৩১ নং পৃষ্ঠায় আরো বলেন:

যে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে, সে তাদের মতই। বুদ্ধিমান কারো নিকটই তার কাফির হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

২৫. নজদী দাওয়াতের জনৈক ইমাম আরো বলেছেন:

তৃতীয় বিষয়, যা কারো মাঝে থাকলে তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা ওয়াজিব হয়ে যায়, তা হল: মুশরিকদের পৃষ্ঠপোষকতা করা, মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করা, হাত দিয়ে, যবান দিয়ে, মন দিয়ে, সম্পদ দিয়ে বা অন্য যেকোন ভাবেই হোক। এটা কুফর, ধর্ম থেকে বহিস্কারকারী। তাই যে স্বেচ্ছায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদেরকে সাহায্য করবে বা মুশরিকদেরকে নিজের সম্পদ দিয়ে সাহায্য করবে, যে সম্পদ দিয়ে তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহযোগিতা লাভ করবে, সে কাফির হয়ে যাবে।

তৃতীয় পর্ব

এ ব্যাপারটি নিয়ে যত সংশয় ছড়িয়ে আছে, তার খন্ডন

জেনে রাখুন, এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও এবং এ বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর অসংখ্য দলিল, উলামায়ে কেরামের ইজমা, আহলে ইলমদের বক্তব্য ও অনেক বই-পুস্তক লিখিত থাকা সত্ত্বেও পথভ্রষ্টদের থেকে এমন একটি দলের আবির্ভাব ঘটেছে, যারা মানুষের দ্বীনের ব্যাপারে অস্পষ্টতা সৃষ্টি করছে। এমন এমন কিছু সংশয় উল্লেখ করছে, যেগুলোর মাধ্যমে তারা মুসলমানদের আকিদা-বিশ্বাস নষ্ট করতে চাচ্ছে।

এ ধরনের সংশয়গুলো থেকে কয়েকটি নিচে আলোচনা করা হচ্ছে:

প্রথম সংশয়: হযরত হাতিব ইবনে আবি বালতাআ রাযি. এর ঘটনা।

দ্বিতীয় সংশয়: হযরত আবূ জান্দাল ইবনে সাহল রাযি. এর ঘটনা।

তৃতীয় সংশয়: মুসলিম-খৃষ্টানের মাঝে সংঘটিত এই জোটটি হিলফুল ফুযুলের মত।

চতুর্থ সংশয়: এ ব্যাপারে ইকরাহ (বলপ্রয়োগ) পাওয়া যাওয়া।

পঞ্চম সংশয়: কাফিরদেরকে সাহায্য করা দু'প্রকার।

ষষ্ঠ সংশয়: তালেবান ও তাদের অনুসারীরা জালিম।

সপ্তম সংশয়: তালেবান একটি শিরকী রাষ্ট্র।

অষ্টম সংশয়: (إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق) আয়াতের মাধ্যমে দলিল পেশ করা।

তাদের এ কয়েকটি সংশয় জমা করার তাওফিকই আমার হয়েছে। এবার প্রতিটি সংশয় নিয়ে পর্যালোচনা করব ইনশা আল্লাহ। তাই আল্লাহর সাহায্য নিয়ে বলছি-

প্রথম সংশয় - হযরত হাতিব ইবনে আবি বালতাআ রাযি.এর ঘটনা।

ভ্রান্তপথের অনুসারীরা কাফিরদেরকে সাহায্য করা, কুফরী না হওয়ার ব্যাপারে দলিল দেয় হযরত হাতিব ইবনে আবি বালতাআ রাযি. কর্তৃক কুরাইশ কাফিরদের প্রতি পত্র প্রেরণ করা এবং তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংবাদ জানিয় দেওয়ার ঘটনার মাধ্যমে।

ঘটনাটি সহীহাইনে ও অন্যান্য কিতাবে হযরত আলী রাযি. থেকে মক্কা-বিজয় অভিযানের প্রেক্ষাপটে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আলী রাযি. বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে, যুবাইর ও মিকদাদকে একটি অভিযানে প্রেরণ করলেন। আমাদেরকে বললেন, তোমরা রাওজায়ে খাখ নামক স্থানে গিয়ে একজন অশ্বারোহিনী নারীকে পাবে। তার সাথে একটি পত্র আছে, সেটা তার থেকে নিয়ে আসবে।

আমরা রওয়ানা দিলাম। ঘোড়া আমাদেরকে নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটলো। অত:পর রওযায়ে খাখে পৌঁছে সেই অশ্বারোহিনীকে পেয়ে গেলাম। বললাম: চিঠি বের কর। বলল: আমার সাথে কোন চিঠি নেই। বললাম: হয়ত চিঠি বের করবে, নয়ত কাপড় খুলবে।

হযরত আলী রাযি. বলেন: তখন সে তার চুলের খোপা থেকে পত্র বের করে দিল। আমরা পত্র নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট চলে আসলাম। পত্রের মধ্যে দেখতে পেলাম: হাতিব ইবনে আবি বালতাআ থেকে মক্কার কতিপয় লোকের প্রতি। তাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু বিষয়ের সংবাদ জানানো হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: হাতিব! এটা কী?

হযরত হাতিব রাযি. বললেন: আমার ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করার আবেদন করছি। আমি কুরাইশদের সাথে সম্পর্কিত একজন লোক, কিন্তু তাদের বংশীয় নই। আপনার সাথে যত

মুহাজির আছে, সকলেরই বিভিন্ন আত্মীয়রা আছে, যারা মক্কায় তাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা করবে। তাই আমি চাইলাম, যেহেতু বংশীয় দিক থেকে ওটা আমার নেই, তাই তাদের সাথে একটা সম্পর্ক তৈরী করতে, যাতে তারা আমার পরিবারবর্গকে রক্ষা করে। আমি এটা কুফরী করার জন্য বা দ্বীন থেকে ফিরে যাওয়ার জন্য বা ইসলামের পর কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার কারণে করিনি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: সে তোমাদেরকে সত্যই বলেছে।

হযরত উমর রাযি. বললেন: আমাকে সুযোগ দিন, এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে: কারণ সে কাফির হয়ে গেছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: সে বদরে অংশগ্রহণ করেছে। তুমি কি জান, হতে পারে আল্লাহ বদরীদের ব্যাপারে জেনেই বলেছেন: তোমরা যা ইচ্ছা করতে পার, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।

ভ্রান্ত পথের অনুসারীরা বলে: এখানে তো হাতিব মক্কার কাফিরদেরকে সাহায্য করল, এতদ্বসত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে তাকফীর করলেন না। এটাই প্রমাণ করে, কাফিরদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য করা কুফর নয়!!!

এই সংশয়ের উত্তর:

যত বাতিলপন্থি তাদের ভ্রান্ত মতবাদের উপর কিতাব-সুন্নাহ থেকে দলিল দিয়ে থাকে, তাদের সেই দলিলের ভিতরেই তাদের ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা পরিস্কার করে দেওয়ার মত বিষয় থাকে। যেমনটা শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. উল্লেখ করেছেন। স্বয়ং তাদের এই দলিলটি থেকেই আমি তাদের উদ্দেশ্যের বিপরীত প্রমাণ উল্লেখ করব, ইনশা আল্লাহ। বিষয়টি কয়েকভাবে পরিস্কার হবে:

এক. এটি তো, কাফিরদেরকে সাহায্যকারী কাফির হওয়া এবং ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে স্পষ্ট দলিলগুলোর মধ্য থেকে একটি। এই হাদিসের তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করলে বিষয়টি ক্লিয়ার/পরিস্কার হবে:

প্রথম বিষয়: হাদিসে উল্লেখ আছে; হযরত উমর রাযি. বলেছেন: আমাকে সুযোগ দিন, এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে: কারণ সে কাফির হয়ে গেছে। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বললেন: সে তো বদরে অংশগ্রহণ করেছে, তখন উমর রাযি. বললেন: ঠিক আছে, কিন্তু সে তো অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে, আপনার বিরুদ্ধে আপনার শত্রুদেরকে সাহায্য করেছে।

এটাই প্রমাণ করে যে, হযরত উমর রাযি. এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের কাছে এটা স্থির জানা ছিল যে, কাফিরদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য করা কুফর ও ধর্মত্যাগ এবং তিনি এ কথাটি তখনই বলেছেন, যখন এমন কাজ দেখলেন, যেটা বাহ্যত কুফর।

দ্বিতীয় বিষয়: হযরত উমর রাযি. এর বুঝকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক সমর্থন করা। তিনি যে তাকে কাফির সাব্যস্ত করলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন প্রতিবাদ করলেন না। শুধু হযরত হাতিব রাযি. এর ওযর উল্লেখ করলেন।

তৃতীয় বিষয়: হযরত হাতিব রাযি. বলেছেন: আমি এটা কুফরি হিসাবে বা দ্বীন থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য বা ইসলামের পর কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়ার কারণে করিনি।

এটাই প্রমাণ করে যে, তার নিকটও এটা স্থিরকৃত বিষয় ছিল যে, কাফিরদেরকে সাহায্য করা মানে কাফির হওয়া, ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়া এবং ইসলামের পর কুফরের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া। তিনি শুধু তার কাজের প্রকৃত অবস্থাটি তুলে ধরেছেন।

দুই. হযরত হাতিব রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন, নিজের প্রাণ দিয়ে, যবান দিয়ে এবং পরামর্শ দিয়ে। তিনি তাঁর সাথে বদর ও হুদায়বিয়ায় অংশ গ্রহণ করেছেন। আর এগুলোতে অংশগ্রহণকারীগণ নিশ্চিতভাবে জান্নাতি। তিনি এই যুদ্ধেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহায্য করেছেন। কারণ তিনি নিজের জান-মাল নিয়ে মুসলমানদের সাথে মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বের হয়েছেন। আর তাঁর থেকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সাহায্য করার বিষয়টিও পুরোপুরি পাওয়া যায়নি। এছাড়াও তার পূর্বের অনেক অবদান আছে।

এতকিছু সত্ত্বেও যখন তিনি মুশরিকদের উদ্দেশ্যে চিঠি লিখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুদ্ধযাত্রা সম্পর্কে সংবাদ দিলেন, অথচ এটা পৃষ্ঠপোষকতা বা সাহায্য ছিল না। কারণ তিনি তো কয়েকদিনের মধ্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে স্বশরীরে যুদ্ধে যাচ্ছেন এবং তিনি মুসলমানদের বিজয়ের ব্যাপারেও নিশ্চিত, তথাপি হযরত উমর রাযি. তাকে মুনাফিকির অভিযোগ করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। তিনি নিজের উপর থেকে কুফর ও ধর্মত্যাগের অভিযোগকে অস্বীকার করেন। অত:পর তাঁর ব্যাপারে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়, যা কিয়ামত অবধি তেলাওয়াত করা হবে। তা হল, আল্লাহর বাণী-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿الممتحنة: ١﴾

অনুবাদ: **“মু’মিনগণ, তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে, তা অস্বীকার করছে। তারা রসূলকে ও তোমাদেরকে বহিস্কার করে এই অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস রাখ। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টিলাভের জন্যে এবং আমার পথে জেহাদ করার জন্যে বের হয়ে থাক, তবে কেন তাদের**

প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম প্রেরণ করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর, ত আমি খুব জানি। তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সে সরলপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়।"

(সূরা মুমতাহিনাহ:১)

এটা সবচেয়ে বড় দলিল যে, যারা জান, মাল, যবান, বুদ্ধি এ জাতীয় কোন কিছুর মাধ্যমে কাফিরদেরকে সাহায্য করবে, তারা দ্বীনে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। আল্লাহর পানাহ।

তিন. মক্কার কাফিরদের প্রতি হযরত হাতিব রাযি. এর চিঠিটি মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সাহায্য করার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। কারণ কতিপয় 'মাগাজি' লেখক বর্ণনা করেছেন, যেমন ফাতহুল বারীতে (খন্ড নং-৭, পৃষ্ঠা নং-৫২০ এ) এসেছে: সেই পত্রের বক্তব্য ছিল এরূপ:

"হামদ ও সালাতের পর, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিগন্ত অন্ধকার করে বন্যার ঢলের ন্যায় ধেয়ে আসা এক বাহিনী নিয়ে তোমাদের দিকে আসছে। আল্লাহর শপথ! তিনি যদি একাও তোমাদের দিকে আসেন, তথাপি আল্লাহ তাকে বিজয় দান করবেন এবং নিজ ওয়াদা পূরণ করবেন। তাই তোমরা নিজেদের বিষয়ে ভেবে দেখ। ওয়াস-সালাম।"

এই পত্রে কাফিরদেরকে সাহায্য করার মত কিছু বুঝা যাচ্ছে না। বরং শুধু এতটুকু যে, তিনি কাফিরদের উদ্দেশ্যে পত্র প্রেরণ করার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

কথা অমান্য করেছেন। আর এটি একটি কবিরাহ গুনাহ, যা তার পূর্ববর্তী আমলসমূহের মাধ্যমে মিটে গেছে।

চার. ধরুন, হযরত হাতিব রাযি. এর কাজটির ব্যাপারে ইখতিলাফ রয়েছে যে, এটা কুফর কি না? যদি বলা হয়: এটা কুফর, তাহলে এটা একথার দলিল হবে যে, এত সামান্য বিষয়ের মাধ্যমে কাফিরদেরকে উপকৃত করাও কুফর। তাহলে এটা আরো সতর্ক করবে যে: এর উপরে যেগুলো আছে, যেমন জান-মাল বা অন্য কিছু দিয়ে কাফিরদেরকে সাহায্য করা, সেটা তো অবশ্যই কুফর।

আর যদি বলা হয়: এটা কুফর নয়, তাহলে এর কারণ হল: তিনি তো আসলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদের পৃষ্ঠপোষকতা বা সাহায্যকারী নন। এতদ্বসত্ত্বেও এটা কুফরের বার্তা ও তার পথ। যদিও এখানে কাফিরদেরকে সাহায্য করার রূপ পাওয়া যায়নি। সুতরাং এমতাবস্থায়ও এর দ্বারা আমাদের আলোচ্য মাসআলার বিপক্ষে দলিল পেশ করা যায় না। এই মূলনীতির উপর আপত্তি তোলা যায় না।

পাঁচ. হযরত হাতিব রাযি. এটা করেছিলেন এই তাবিল বা ব্যাখ্যার ভিত্তিতে যে, তাঁর পত্র মুসলিমদের কোন ক্ষতি করবে না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বীন ও নবীকে সাহায্য করবেনই, চাই মুশরিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওয়ানা দেওয়া সম্পর্কে অবহিত হয়ে যাক না কেন। কোন কোন হাদিসের শব্দে এসেছে: হযরত হাতিব রাযি. ওযরখাহি করে

বলেছেন: আমি নিশ্চিতভাবেই বিশ্বাস করেছিলাম যে, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বিজয়ী করবেনই এবং তাঁর বিষয়কে পূর্ণতা দিবেনই।

ইমাম বুখারী রহ. "মুরতাদ ও অবাধ্যদের থেকে তাওবা চাওয়া ও তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা" অধ্যায়ের "তাবিলকারীদের ব্যাপারে যা বর্ণিত হয়েছে" পরিচ্ছেদে হযরত হাতিব রাযি. এর ঘটনাটি উল্লেখ করেন।

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. ফাতহুল বারীতে (খন্ড নং-৮ পৃষ্ঠা নং-৬৩৪ এ) বলেন: হযরত হাতিব রাযি. এর ওযর এটাই ছিল, যা উল্লেখ করা হল। অর্থাৎ কাজটি এই তাবিল বা ব্যাখ্যার ভিত্তিতে করেছিলেন যে: এতে কোন ক্ষতি নেই।

তাই তিনি যেটা করেছেন, তথা যেটার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন যে, কাফিররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এর দ্বারা উপকৃত হতে পারবেন না, এর মাঝে আর যারা কাফিরদেরকে এমন সাহায্য করে, যা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদেরকে উপকৃত করে, এর মাঝে বিরাট পার্থক্য আছে!!

ছয়. যারা এ হাদিস দিয়ে এ কথার উপর দলিল দেয় যে, কাফিরদেরকে সাহায্যকারী কাফির হবে না, তাদের জবাবে জিজ্ঞেস করা হবে:

এ হাদিসটি কি এ কথা প্রমাণ করে যে, কাফিরদেকে সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা করার কোন সূরত বা অবস্থাই কুফর ও রিদ্দাহ নয়?

যদি বলেন: হ্যাঁ, তাহলে তো তিনি উম্মাহর ইজমা ভঙ্গ করলেন। যা পূর্বে কেউ কখনো করেনি। তাহলে তার সাথে কোন কথা নেই।

আর যদি বলেন: না, তাহলে বলা হবে: তাহলে কোন্ কোন্ সুরতগুলোতে কাফিরদের সহযোগিতাকারীকে কাফির আখ্যায়িত করা হবে?

তখন তিনি যে সুরতই উল্লেখ করবেন, তাতেই হযরত হাতিব রাযি. এর এ হাদিসের মাধ্যমে আপত্তি তোলা হবে। তখন তিনি এ আপত্তির জবাবে যা বলবেন, আমাদেরও এখানে তার বিপক্ষে একই জবাব হবে।

দ্বিতীয় সংশয় - হযরত আবূ জান্দাল ইবনে সুহাইল রাযি.এর ঘটনা।

এ বিষয়ে আরেকটি সংশয় ছড়িয়ে আছে, তা হল: হুদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনা। লম্বা ঘটনা। এখানে সহীহ বুখারীর বর্ণনার নির্বাচিত অংশ তুলে দেওয়া হচ্ছে:

{فَقَالَ سُهَيْلٌ وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا قَالَ الْمُسْلِمُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ كَيْفَ يُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو يَرْسُفُ فِي قُيُودِهِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ حَتَّى رَمَى بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ سُهَيْلٌ هَذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَا أُقَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَيَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ قَالَ فَوَاللَّهِ إِذًا لَمْ أُصَالِحْكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجِزْهُ لِي قَالَ مَا أَنَا بِمُجِيزِهِ لَكَ قَالَ بَلَى فَافْعَلْ قَالَ مَا أَنَا بِفَاعِلٍ قَالَ مِكْرَزٌ بَلْ قَدْ أَجَزْنَاهُ لَكَ قَالَ أَبُو جَنْدَلٍ أَيْ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ أُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جِئْتُ مُسْلِمًا أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ لَقِيتُ وَكَانَ قَدْ عُذِّبَ عَذَابًا شَدِيدًا فِي اللَّهِ...}

অনুবাদ: "অত:পর সুহাইল ইবনে আমর বলল (যিনি তখনও মুশরিক ছিলেন): এ-ও লিখা হোক যে, আমাদের কোন লোক যদি আপনার কাছে চলে আসে এবং সে যদিও আপনার আপনার ধর্ম গ্রহন করে থাকে, তবুও তাকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিবেন। মুসলিমগণ বললেন: সুবহানাল্লাহ! যে ইসলাম গ্রহন করে আমাদের কাছে এসেছে, তাকে কেমন করে মুশরিকদের কাছে ফেরত দেওয়া যেতে পারে? এমন সময় আবূ জান্দাল ইবনে সুহাইল ইবনে আমর সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বেড়ী পরিহিত অবস্থায় ধীরে ধীরে চলছিলেন। তিনি মক্কার নিম্নাঞ্চল থেকে বের হয়ে এসে মুসলিমদের সামনে নিজেকে পেশ করলেন।

সুহাইল বলল: হে মুহাম্মদ! আপনার সাথে আমার চুক্তি হয়েছে, সে অনুযায়ী প্রথম কাজ হলো তাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: এখনো তো চুক্তি সম্পাদিত হয়নি। সুহাইল বলল: আল্লাহর শপথ! তাহলে আমি আপনার সাথে আর সন্ধি করব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: কেবল এ লোকটিকে আমার কাছে থাকার অনুমতি দাও। সে বলল: না, এ অনুমতি আমি দেব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: হ্যাঁ, তুমি এটা কর। সে বলল: না, আমি তা করব না। মিকরায বলল: আমরা তাকে আপনার কাছে থাকার অনুমতি দিলাম। আবূ জান্দাল বলেন: হে মুসলিম সমাজ! আমাকে মুশরিকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, অথচ

আমি মুসলিম হয়ে এসেছি? আপনারা কি দেখছেন না, আমি কত কষ্ট পাচ্ছি? আল্লাহর রাস্তায় তাকে অনেক নির্যাতন করা হয়েছে।”

হাদিসের একাংশে রয়েছে:

{ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ مُسْلِمٌ فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ فَقَالُوا الْعَهْدَ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى سَيْفَكَ هَذَا يَا فُلَانُ جَيِّدًا فَاسْتَلَّهُ الْآخَرُ فَقَالَ أَجَلْ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَجَيِّدٌ لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبْتُ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْهِ فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ وَفَرَّ الْآخَرُ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُو فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَآهُ لَقَدْ رَأَى هَذَا ذُعْرًا فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُتِلَ وَاللَّهِ صَاحِبِي وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ وَاللَّهِ أَوْفَى اللَّهُ ذِمَّتَكَ قَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ ثُمَّ أَنْجَانِي اللَّهُ مِنْهُمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سِيفَ الْبَحْرِ قَالَ وَيَنْفَلِتُ مِنْهُمْ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلٍ فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ فَجَعَلَ لَا يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلَّا لَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ فَوَاللَّهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشٍ إِلَى الشَّأْمِ إِلَّا اعْتَرَضُوا لَهَا فَقَتَلُوهُمْ وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنَاشِدُهُ بِاللَّهِ وَالرَّحِمِ لَمَّا أَرْسَلَ فَمَنْ أَتَاهُ فَهُوَ آمِنٌ فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ...}

অনুবাদ: “অত:পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনায় ফিরে আসলেন। তখন আবূ বাসীর রাযি. নামক কুরাইশ গোত্রের এক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহন করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন। মক্কার কুরাইশরা তাঁর তালাশে দু’জন লোক পাঠাল। তারা (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে) বলল, আপনি আমাদের

সাথে যে চুক্তি করেছেন (তা পূরণ করুন।) তিনি তাঁকে ঐ দুই ব্যক্তির হাওয়ালা করে দিলেন। তারা তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে গেল এবং যুল-হুলায়ফায় পৌঁছে অবতরণ করল আর তাদের সাথে যে খেজুর ছিল তা খেতে লাগল। আবূ বাসির রাযি. তাদের একজনকে বললেন, আল্লাহর কসম! হে অমুক, তোমার তরবারীটি খুবই চমৎকার দেখছি। সে লোকটি তরবারীটি বের করে বলল, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! এটি একটি উৎকৃষ্ট তরবারী। আমি একাধিক বার তা পরীক্ষা করেছি। আবূ বাসীর রাযি. বললেন, তরবারীটি আমি দেখতে চাই আমাকে তা দেখাও। তারপর লোকটি তাঁকে তরবারীটি দিল। আবূ বাসির রাযি. সেটি দ্বারা তাকে এমন আঘাত করলেন যে, তাতে সে মরে গেল। তার অপর সঙ্গী পালিয়ে মদীনায় এসে পৌঁছল এবং দৌড়িয়ে মসজিদে প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে বললেন: এ লোকটি ভীতিজনক কিছু দেখে এসেছে। ইতিমধ্যে লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছে বলল: আল্লাহর কসম! আমার সঙ্গীকে হত্যা করা হয়েছে, আমিও নিহত হতাম। এমন সময় আবূ বাসির রাযি.ও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন এবং বললেন, ইয়া নবীয়াল্লাহ! আল্লাহর কসম! আল্লাহ আপনার দায়িত্ব সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন। আমাকে তার কাছে ফেরত দিয়েছেন; এ ব্যাপারে আল্লাহ আমাকে তাদের কবল থেকে নাজাত দিয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: সর্বনাশ! এতো যুদ্ধের আগুন প্রজ্জ্বলিতকারী, যদি তাঁর সঙ্গে কেউ থাকত। আবূ বাসীর রাযি. যখন একথা শুনলেন,

তখন বুঝতে পারলেন যে, তাকে আবার তিনি কাফিরদের কাছে ফেরত পাঠাবেন। তাই তিনি বেরিয়ে নদীর তীরে এসে পড়লেন।

বর্ণনাকারী বলেন: এ দিকে আবূ জান্দাল ইবনে সুহাইল কাফিরদের কবল থেকে পালিয়ে এসে আবূ বাসির রাযি. এর সঙ্গে মিলিত হলেন। এরপর থেকে কুরাইশ গোত্রের যে-ই ইসলাম গ্রহন করত, সে-ই আবূ বাসির রাযি. এর সঙ্গে এসে মিলিত হতো। এভাবে তাদের একটি দল হয়ে গেল। আল্লাহর কসম! তারা যখনই শুনতেন যে, কুরাইশদের কোন বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া যাবে, তখনই তাঁরা তাদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতেন। আর তাদের হত্যা করতেন ও তাদের মাল সামান কেড়ে নিতেন। তখন কুরাইশরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট লোক পাঠাল। আল্লাহ ও আত্মীয়তার সম্পর্কের দোহাই দিয়ে আবেদন করল যে, আপনি আবূ বাসিরের কাছে এর থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ পাঠান। এখন থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামের কাছে কেউ এলে সে নিরাপদ থাকবে(কুরাইশদের কাছে ফেরত পাঠাতে হবে না।) তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে নির্দেশ পাঠালেন।”

এ সংশয় সৃষ্টিকারীরা বলে:

এখানে দেখা যাচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানকে কাফিরদের নিকট ফেরত দিলেন। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, এ ধরনের কাজ জায়েয আছে।

এই সংশয়ের উত্তর:

এ হাদিসটিও তাদের বিরুদ্ধেই সবচেয়ে স্পষ্ট দলিল এবং তাদের ভ্রান্তি স্পষ্ট করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে শক্তিশালী দলিল। বিষয়টি কয়েকভাবে প্রমাণিত হচ্ছে:

এক. তাকে কাফিরদের নিকট ফেরত দেওয়াটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সীমাবদ্ধ বিষয়। এর উপর কিয়াস করে অন্যস্থানেও এ হুকুম দেওয়া যাবে না। এটা যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝেই সীমাবদ্ধ, তার দলিল হল, সহীহ বুখারীতে হযরত আনাস রাযি. হতে বর্ণিত হয়েছে: সাহাবায়ে কেরাম যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি বললেন: "যে আমাদের নিকট থেকে তাদের নিকট চলে যায়, তাকে তো আল্লাহই (তাঁর রহমত হতে) দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। আর যারা মুসলিম হয়ে তাদের নিকট থেকে আমাদের নিকট আসে, তাদের জন্য সত্তরই আল্লাহ কোন একটা পথ ও মুক্তির উপায় বের করে দিবেন।"

আর এটা নিশ্চিত কথা যে, এটা ওহীর মাধ্যম ছাড়া জানা সম্ভব নয়। তাই এর মধ্যে এ প্রমাণ রয়েছে যে, অন্য কারো জন্য এটা জায়েয হবে না। কারণ অন্য কেউ তো জানে না যে, যাকে কাফিরদের নিকট ফেরত দেওয়া হয়েছে, তার জন্য অচিরেই আল্লাহ মুক্তির কোন পথ খুলে দিবেন কি না।

যারা এ হাদিস দিয়ে মুসলিমকে কাফিরদের হাতে তুলে দেওয়া জায়েয হওয়ার পক্ষে দলিল দেয়, ইমাম ইবনে হাযাম রহ. তাদের সংশয়ের কয়েকটি জবাব দেন তাঁর 'আল-ইহকাম' কিতাবে (৫/২৬)। সেখানে তাঁর বক্তব্যের কিয়দাংশ নিচে দেওয়া হলো:

"ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যত মুসলিমকে কাফিরদের নিকট ফেরত দিয়েছেন, প্রত্যেকের ব্যাপারেই আল্লাহ তাকে অবহিত করেছেন যে, তারা তাদের দ্বীন বা দুনিয়ার ব্যাপারে ফেৎনাক্রান্ত হবে না এবং তারা নিশ্চিতভাবে খুব শীঘ্রই মুক্তি পেয়ে যাবে।" তারপর তিনি আনাস রাযি. এর পূর্বোক্ত হাদিসটি উল্লেখ করেন।

আবূ মুহাম্মদ বলেন: "আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: সে নিজ প্রবৃত্তি থেকে কিছু বলে না। সে যা বলে, তা তো সেই ওহী, যা তার কাছে পাঠানো হয়।

তাই আমরা নিশ্চিতভাবেই জানতে পারলাম যে, যে ব্যক্তিই মুসলমান হয়ে কুরাইশ কাফিরদের নিকট থেকে তাঁর নিকট চলে আসতে চাইবে, আল্লাহ সত্তরই তার জন্য কোন মুক্তির পথ বের করে দিবেন- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক এ সংবাদ দেওয়াটা ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী। এটাই বিশুদ্ধ কথা। এর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই।

এর ফলে সত্যিই ঐ সকল লোক দুনিয়া ও আখিরাতের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, যারা কাফিরদের মধ্য থেকে মুসলিম হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট

এসেছিলেন। এমনকি পরিশেষে তারা কাফিরদের হাত থেকেও মুক্তি লাভ করেন। গভীর অনুসন্ধানী দৃষ্টি দিলে কোন মুসলিমই এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ পোষণ করবে না।

এটা এমন একটি বিষয়, যা নবীর পরে কোন মানুষ জানবে না। আর কোন মুসলিমের জন্য এ ধরনের শর্ত করা বা শর্ত করলেও তা পুরণ করা জায়েয হবে না। কারণ কারো নিকট তো সেই গায়বের ইলম নেই, যা আল্লাহ রাসূলকে ওহীরূপে জানিয়েছিলেন।”

ইবনুল আরাবী রহ. (আহকামুল কুরআন ৪/১৭৮৯) বলেন: এই শর্তের ভিত্তিতে চুক্তি করা যে, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাকে তাদের নিকট ফেরত দিবে, এটা নবীর পর কারো জন্য জায়েয নেই। আল্লাহ তাঁর জন্য এটা জায়েয করেছিলেন, যেহেতু তিনি এর হিকমত জানতেন এবং এতে কল্যাণের ফায়সালা করে রেখেছিলেন। অত:পর পরবর্তীতে তিনি এর মধ্যে ইসলামের জন্য এত উত্তম পরিণাম ও প্রশংসনীয় ফলাফল প্রকাশ করেছেন, যার ফলে পরবর্তীতে কাফিররা এই শর্ত রহিত করতে ও বাদ দেওয়ার সুপারিশ করতে বাধ্য হয়।

দুই. আমরা যদি মেনেও নেই, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষত্ব নয়, তাহলে এটা জায়েয হবে ঐ সব লোকের জন্য, যাদের অবস্থা ও পরিস্থিতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিস্থিতির মত হয়। তিনি যেমন কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ, ইসলামের প্রসার, দাওয়াতের আগ্রহ, আল্লাহর হুকুম পালন করা, কুফর ও কাফিরদের থেকে সম্পর্কমুক্ত হওয়া ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত ছিলেন, তেমন হতে হবে।

তিনি তো এ শর্তগুলো, মুজাহিদদের উপর আঘাত করা, তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা, দুনিয়াতে দীর্ঘস্থায়ী হতে চাওয়া, কাফিরদের প্রতি ঝোঁকে যাওয়া, মক্কার কাফিরদের সাথে সম্পর্ক মজবুত করা বা তাদের সাথে জোট করার জন্য মেনে নেননি। তিনি এ সকল কিছু থেকে অনেক দূরে। তিনি এগুলোকে কবুল করেছিলেন শুধুমাত্র ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণের জন্য এবং আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়া, তাঁর পথে জিহাদ করা ও ইসলামের প্রচার-প্রসার ঘটনানোর জন্য।

ফলে এ সময় তিনি খায়বার বিজয় করেন, কয়েকটি যুদ্ধ করেন, তাঁর যুগের রাজা-বাদশাদের নিকট পত্র প্রেরণ করে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেছেন, এছাড়া দ্বীনের আরো অনেক প্রকাশ্য কল্যাণকর কাজ করেছেন।

তিন. এ শর্ত পূরণ করণার্থে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরহাবীদের (তথা ত্রাস সৃষ্টিকারীদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁর ও কাফিরদের মাঝে জোট গঠন করেননি। ইরহাবীদের নির্মূল করার জন্য তাদের সাথে একতাবদ্ধ হননি, ইরহাবীদের থেকে সম্পর্কমুক্ত হয়ে যাননি। বরং তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এবং সংবাদ দিয়েছেন যে, অতিসত্তরই আল্লাহ তাদেরকে মুক্ত করবেন। তিনি তাদের জন্য দু'আ করতেন, পূর্বের মতই যথারীতি কাফিরদের থেকে সম্পর্কমুক্ত হয়ে চলেছেন।

বরং সর্বোচ্চ পর্যায়ে গিয়ে এটাও করেছেন যে, তিনি তাদের মাঝে ও যারা মুসলিম হয়ে তাঁর নিকট আসত, তাদের মধ্য থেকে নিজে সরে দাঁড়ান। তবে ওই সকল মুসলিমদেরকে তাদের

বিরুদ্ধে সাহায্যও করেননি। যেমনটা হযরত আবূ বাসির রাযি.এর আলোচনা প্রসঙ্গে সামনে আসবে।

চার. হযরত আবূ বাসির রাযি. দূত হত্যা করেছেন। কুরাইশদের মতে তিনি দু'টি অন্যায় করেছেন।

১. তাদের মাঝে ও নবীজির মাঝে যে চুক্তি হয়েছে, তা লঙ্ঘন করেছেন। চুক্তিমতে পরস্পর যুদ্ধ না করার কথা ছিল।

২. দূত হত্যা। সে সময়ের আন্তর্জাতিক নীতি অনুযায়ী দূতদেরকে হত্যা করা যেত না। আর ইসলামও এ নীতিকে বহাল রেখেছে।

এতদ্বসত্ত্বেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হৈ চৈ, ডাকঢোল পিটানো, আক্রমণ করা বা হযরত আবূ বাসীর রাযি. যা করেছেন, তার থেকে আল্লাহর নিকট সম্পর্কমুক্তি প্রকাশ করা, এ কাজটিকে সন্ত্রাসী কাজ বলে অভিহিত করা বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ বা আন্তর্জাতির নীতি লঙ্ঘন করা বলে অভিযোগ করা ইত্যাদি কিছুই করেননি। কারণ তাদের মাঝে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝে যে চুক্তি হয়েছিল, তা হযরত আবূ বাসির রাযি. এর উপর প্রযোজ্য বা আবশ্যক ছিল না।

পাঁচ. কুরাইশের একজন দূত নিহত হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের দ্বিতীয় দূতের সঙ্গে সহযোগিতামূলক আচরণ করেননি বা মুসলিমদেরকে এ আদেশ

করেননি যে, আবূ বাসীরকে পেলে গ্রেফতার করে মক্কায় পাঠিয়ে দিবে। বরং তিনি শর্ত পূরণার্থে উভয় পক্ষের মাঝখান থেকে সরে দাড়ান। এটা আদৌ সাহায্য করা নয়।

ছয়. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবূ বাসির রাযি.কে বলেছিলেন: (وَيْلُ أُمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ)

দূর্ভোগ তাঁর মায়ের! এটা তো যুদ্ধের ইন্ধন, যদি তাঁর সঙ্গে কেউ থাকত। কোন কোন বর্ণনায় আছে: لو كان له رجال যদি তাঁর সাথে কিছু লোক থাকত। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. ফাতহুল বারীতে (খন্ড নং-৫, পৃষ্ঠা নং-৩৫০) বলেন: "এতে তাঁর প্রতি পালিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। যেন তিনি তাকে আবার মুশরিকদের হাতে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য না হন আর যে সকল মুসলিমদের নিকট এ সংবাদ পৌঁছবে, তাদের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যেন তারা তাঁর সাথে মিলিত হয়।"

সাত. হযরত আবূ বাসির রাযি., হযরত আবূ জান্দাল রাযি. ও তাদের মত মুসলিমগণ সমুদ্র উপকূলে চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তারা যেকোন কুরাইশ কাফিরদেরকে দেখলেই তাদেরকে হত্যা করতেন এবং তাদের সম্পদ নিয়ে নিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এ কাজে নিষেধ করেননি। এর জন্য শোরগোল ও হৈ চৈ শুরু করে দেননি।

আট. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশ কাফিরদের সঙ্গে সহযোগিতা করেননি এবং কুরাইশ কাফিরদের উপর আক্রমণকারী হযরত আবূ বাসির রাযি. ও তাঁর

সঙ্গীদের নির্মূল করার জন্য কুরাইশদের সাথে জোট গঠন করেননি। তাদেরকে কোন প্রকার সাহায্য করেননি। আর এটা তো হতেই পারে না।

নয়. এ কথারও দলিল আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবূ বাসীর রাযি. ও তাঁর সঙ্গীদের কাজে সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাকে ভাল মনে করেছেন। এটা তিনভাবে প্রমাণিত হয়:

১. তিনি তাঁর দূত হত্যার কোন প্রতিবাদ বা নিন্দা করেননি। যদি এটা অপছন্দনীয় ও মন্দ হত, তাহলে তিনি অবশ্যই এর প্রতিবাদ করতেন। প্রয়োজনের সময় বক্তব্য না বলে বিলম্ব করা সঠিক নয়।

২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী- তাঁর মায়ের দূর্ভোগ! এটা তো যুদ্ধের ইন্ধন, যদি তাঁর সাথে কেউ থাকত। এ ব্যাপারে হাফেয ইবনে হাজার রহ. এর উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. হযরত আবূ বাসির রাযি. এর বাহিনী যখন কুরাইশদেরকে ক্লান্ত করে তুলল, তাদের কারো কারো রক্তপাত ঘটাল, সম্পদ ছিনিয়ে নিল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নিকট দূত পাঠিয়ে তাদেরকে নিষেধ করেননি। তিনি যদি তাদের এ কাজকে অপরাধই মনে করতেন, তাহলে অবশ্যই তাদেরকে নিষেধ করতেন। আর তাদেরকে যদি কোন কিছু করতে নিষেধ করতেন, তবে তারা অবশ্যই তা হতে বিরত হতেন। তথাপি যখন

তিনি কিছুই বললেন/করলেন না, তখন এটাই প্রমাণ করে যে, তিনি তাদের কাজের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।

ইবনে হাযাম রহ. আল-ইহকামে (খন্ড নং-৫, পৃষ্ঠা নং-১২৬) বলেন:

এই যে, হযরত আবূ বাসির রাযি., আবূ জান্দাল রাযি. ও তাদের সঙ্গী মুসলিমগণ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে চুক্তিবদ্ধ কুরাইশ কাফিরদের রক্ত প্রবাহিত করলেন, তাদের সম্পদ ছিনিয়ে নিলেন; অথচ এটা তাদের উপর হারাম করা হল না বা এর কারণে তারা গুনাহগারও হলেন না। সুতরাং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাইলেই তাদেরকে এ থেকে বিরত রাখতে পারতেন অথবা তিনি নিষেধ করলে তারা আদৌ তা করত না।

শাইখ আব্দুর রহমান ইবনে হাসান আলুশ শাইখ রহ. ইবনে নাবহানের আপত্তিসমূহের খন্ডনে যে মূল্যবান কথা বলেছেন্, তার একটি উদ্ধৃতি দিয়েই আমি এ সংশয়ের ব্যাপারে আলোচনা শেষ করব ইনশা আল্লাহ, যা আদ-দুরার (খন্ড নং-৮, পৃষ্ঠা নং: ১৯৯-২০০) এ রয়েছে।

তাকে বলা হবে, কোন্ কিতাব বা কোন্ দলিলের ভিত্তিতে এ কথা বলা হবে যে, সর্বমান্য ইমাম ব্যতিত জিহাদ করা আবশ্যক হবে না?! এটা দ্বীনের ব্যাপারে মিথ্যা রটনা এবং মু'মিনদের পথ থেকে বিচ্যুতি। এ মতের ভ্রান্তির দলিলগুলো এতটাই স্পষ্ট, যা উল্লেখ

করারও প্রয়োজন হয় না। তার মধ্যে একটি হল, জিহাদের ব্যাপারে সাধারণ আদেশ, উৎসাহ ও তা না করার ব্যাপারে ধমকি সম্বলিত বাণীগুলো। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ.

﴿البقرة: ٢٥١﴾

অনুবাদ: "আল্লাহ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেতো। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ একান্তই দয়ালু, করুণাময়।"

(সূরা বাকারাহ:২৫১)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন-

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿الحج: ٤٠﴾

অনুবাদ: "আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খ্রীষ্টানদের) নির্জন গির্জা, এবাদত খানা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলাতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিধর।"(সূরা হজ্জ:৪০)

যে ব্যক্তিই জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর দায়িত্ব পালন করল, সে আল্লাহর ইবাদত করল। আর ইমাম তো ইমামই হতে পারেন না জিহাদ ব্যতিত। এমনটা নয় যে, ইমাম ব্যতিত জিহাদ হয় না।

একটু সামনে গিয়ে তিনি আরো বলেন:

তিনি যা লিখেছেন, তা ভ্রান্ত হওয়ার ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ, সীরাত, ইতিহাস ও আহলে ইলমদের বক্তব্য থেকে এত দলিল ও উদ্ধৃতি রয়েছে, যা একজন নির্বোধের কাছেও অস্পষ্ট মনে হবে না। যখন হযরত আবূ বাসির রাযি. এর ঘটনাটি কারো জানা থাকবে, যে সময় তিনি হিজরত করে চলে এসেছিলেন, আর কুরাইশরা হুদায়বিয়ার সন্ধির আলোকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তাকে ফেরত দেওয়ার আবেদন করে। তখন তিনি পলায়ন করলেন। এমনকি তার সন্ধানে আগত মুশরিকদেরকে হত্যা করে ফেলেন। তারপর সমুদ্র উপকূলে চলে গেলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শোনার পর বললেন: তাঁর মায়ের দূর্ভোগ! এটা তো যুদ্ধের ইন্ধন, যদি তাঁর সাথে কেউ থাকত।

তারপর তিনি শাম দেশ থেকে কোন কুরাইশ কাফেলার আগমন সংবাদ শুনলেই তাদের গতিরোধ করতেন। তাদের সম্পদ নিয়ে নিতেন এবং তাদেরকে হত্যা করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতিত তিনি একাই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন।

কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের সাথে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন। **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি তখন বলেছিলেন, কুরাইশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ লিপ্ত হয়ে তোমরা অপরাধ করেছ, কারণ তোমরা তো কোন ইমামের সাথে নেই?** **সুবহানাল্লাহ! অজ্ঞতা অজ্ঞদের জন্য কতটাই না ক্ষতিকর! হককে বাতিলের মাধ্যমে মোকাবেলা করা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।**

তৃতীয় সংশয় - মুসলমান ও ক্রুসেডারদের মধ্যকার এই জোটটি হিলফুল ফুযুলের মত।

এ মাসআলার ব্যাপারে আরো যত সংশয় ছড়িয়ে আছে, তার মধ্যে অন্যতম একটি হল, তাদের কেউ কেউ বলে: সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমেরিকান জোটে অংশগ্রহণ করাটা হিলফুল ফুযুলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যা জাহিলী যুগে হয়েছিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সেটার প্রশংসা করেছিলেন। আর সেটা ছিল: জুলুম মোকাবেলা করার জন্য।

এ সংশয়ের উত্তর:

আমরা প্রথমে হিলফুল ফুযুলের ঘটনাটি উল্লেখ করব, তারপর তার জবাবের ব্যাপারে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

সীরাত ও তারিখের কিতাবসমূহে এসেছে: কুরাইশ গোত্রের কতগুলো শাখা গোত্র আব্দুল্লাহ ইবনে জাদআন আত-তামিমীর বাড়িতে একত্রিত হল। তারা সকলেই এই প্রতিশ্রুতি ও অঙ্গিকারাবদ্ধ হল যে, তারা মক্কায় মক্কার অধিবাসী বা যেকোন বহিরাগত মাজলুমের সাথে

থাকবে এবং যে তাদের উপর জুলুম করেছে, তার থেকে প্রতিকার নেওয়ার আগ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিবে। ফলে কুরাইশগণ ওই জোটটিকে হিলফুল ফুযুল বলে নামকরণ করেছে।

আরো বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এই জোটে উপস্থিত হয়েছিলেন, যখন তিনি ছোট ছিলেন এবং নবুওয়াতপ্রাপ্ত হননি। অত:পর নবুওয়াত প্রাপ্তির পরও তিনি বলেছেন, যেমনটা মুসনাদে আহমাদ ও অন্যান্য কিতাবে এসেছে: আমি শৈশবকালে আমার চাচাদের সাথে হিলফুল ফুযুলে অংশগ্রহণ করেছিলাম, (কোন কোন বর্ণনায় এসেছে হিলফুল মুতইয়িবীন) এখন যদি আমাকে লাল উটনির বিনিময়েও সেই প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গতে বলা হয়, তথাপি আমি তা ভাঙ্গা পছন্দ করব না।

এ সংশয়ের জবাবে বলব:

এ দুই জোটের মাঝে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে। এমনকি শুধু 'হিলফ' (জোট) শব্দটি ছাড়া সাদৃশ্যের কোন দিকই নেই। উভয়টির মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট হবে অনেকগুলো বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করলে:

এক. হিলফুল ফুযুলের প্রধান ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে জাদআত আত-তামিমী। তিনি যদিও মুশরিক ছিলেন, কিন্তু তিনি উত্তম আচার-আচরণের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। সহীহ বুখারীতে আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! ইবনে জাদআন তো

জাহিলী যুগে আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষা করত, মিসকিনদেরকে খানা খাওয়াত, এগুলো কি তার উপকারে আসবে না? বললেন: না, কোন উপকারে আসবে না। সে তো একদিনও বলেনি: হে আমার রব! বিচার দিবসে আমার অপরাধগুলো ক্ষমা করে দিও। অর্থাৎ ইবনে জাদআনের উত্তম আচরণ দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল সুখ্যাতি।

পক্ষান্তরে আমেরিকান জোটের প্রধান হল আমেরিকা, যারা হল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় জালিম, অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী। পূর্বে প্রথম পর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাদের উত্তম চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, তা পুনরায় দেখতে পারেন।

দুই. হিলফুল ফুযুলের কারণ ছিল মক্কায় সংঘটিত নিজ জাতির কিছু জুলুমের ঘটনা। তাই তারা জোট গঠনের ইচ্ছা করেছিল, উক্ত জুলুম দূর করার জন্য এবং মাজলুমের পক্ষে জালিম থেকে ইনসাফ আদায় করার জন্য, যদিও জালিম নিজেদের চাচাত ভাই হোক না কেন।

পক্ষান্তরে আমেরিকান জোট ঐ সকল জুলুম দূর করার জন্য করা হয়নি, যা তাদের স্বজাতির পক্ষ থেকে হয়, যাতে কয়েক দশক ধরে মুসলিমগণ আক্রান্ত হয়ে আসছেন এবং যার বলি হচ্ছেন লাখ লাখ নিহত ও উদ্বাস্তু লোক।

ইসরাঈলের সে সকল জুলুম প্রতিহত করার জন্যও গঠিত হয়নি, যা রক্তের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে, হাজার হাজার মুসলিমদেরকে হত্যা ও বাস্তুচ্যুত করেছে।

ইরাকি জনগণের সেই দুর্দশা দূর করার জন্যও গঠিত হয়নি, যারা আমেরিকান সীমালঙ্ঘনের কারণে কয়েক দশক ধরে মুমূর্ষাবস্থা অতিবাহিত করেছে এবং এখনও করছে। যার কারণে লাখ লাখ মানুষ নিহত ও আহত হয়।

ঐ সকল জুলুম প্রতিহত করার জন্যও নয়, যা চেচনিয়ার মুসলমানগণ রাশিয়ার পক্ষ থেকে বা ফিলিপাইনের মুসলমানগণ খৃষ্টানদের পক্ষ থেকে শিকার হচ্ছে অথবা যে সকল মুসলিমদেরকে আলজেরিয়ায় হত্যা করা হচ্ছে বা যাদেরকে চীনে হত্যা করা হচ্ছে বা এই আহত উম্মাহর অন্যান্য জনগণ যে সকল জুলুমের শিকার হচ্ছে, তা দূর করার জন্যও নয়।

বরং এই ক্রুসেডীয় জোটের কারণ ছিল, অজ্ঞাতনামা কিছু লোকের হাতে তাদের কয়েক হাজার লোক নিহত হওয়া। এজন্য তারা মুসলিমদের থেকে এর প্রতিশোধ নেওয়া ও আরো বেশি জুলুম করার ইচ্ছা করে!!

তিন. হিলফুল ফুযুলে তারা কাউকে নিজেদের জোটে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করেননি। পক্ষান্তরে আমেরিকান জোটের ভিত্তিই হল, যেমনটা তারা বলেছে: "নিশ্চয়ই যারা আমাদের সাথে নেই, তারা আমাদের বিরোধীদের সাথে!!" অর্থাৎ তারা তাদের টার্গেট। এটাই তো প্রথম জুলুম।

চার. হিলফুল ফুযুলের লক্ষ্য ছিল, যেমনটা আমরা উল্লেখ করেছি- মক্কার সকল লোক থেকে জুলুম দূর করা। পক্ষান্তরে আমেরিকান জোটের লক্ষ্য হল ইসলাম নির্মূল করা, অথবা

কমপক্ষে ইসলামের উৎসগুলো মৃতপ্রায় করে ফেলা এবং যারা ইসলামকে কঠোরভাবে আঁকড়ে ধরে, তাদেরকে আঘাত করা, যেমনটা তাদের প্রথম টার্গেট থেকেই স্পষ্ট হয়। যেমন তাদের একটা লক্ষ্য ছিল বিশ্বের উপর আমেরিকান প্রভাব বৃদ্ধি করা। তাই তাদের প্রকৃত টার্গেটই ছিল জুলুম বৃদ্ধি করা এবং মুসলিম জনগণকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা।

পাঁচ. হিলফুল ফুযুলের মধ্যে জুলুম দূর করা ব্যতিত অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আর এটা এমন একটি বিষয়, যাকে শরীয়তও সমর্থন করে ও উদ্বুদ্ধ করে। পক্ষান্তরে আমেরিকান জোটের অন্যায় বিষয়সমূহ অনেক। তার কিছু আমরা জেনেছি, আর অনেকগুলো সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি হল: যেকোন স্থানে সন্ত্রাসীদেরকে খোঁজা। আর সন্ত্রাসী হল মুসলিমগণ। আরেকটি হল সন্ত্রাসের উৎসগুলো শেষ করে ফেলা। তা হল: ইসলামী শিক্ষা। যেমনটা সামনে সপ্তম সংশয় নিরসনে দশম জবাবের আলোচনায় আসবে, ইনশা আল্লাহ।

আরেকটি হল, সন্ত্রাসের সহযোগিতা বন্ধ করা। আর তা হল, মুসলিমদের যাকাত ও সাদাকা, যা মুজাহিদগণকে দেওয়া হয়। আরেকটি হল, মুসলিম দেশসমূহে আমেরিকান কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং অব্যাহতভাবে মুসলিমগণকে দাস বানিয়ে রাখা। এমনিভাবে এ ধরনের আরো লক্ষ্য, যেগুলো আল্লাহর শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক ও বিরোধপূর্ণ।

ছয়. হিলফুল ফুযুলের জোট ছিল বনু তাইম, যুহরা, আসাদ ও অন্যান্য গোত্রসমূহের সমন্বয়ে। যাদের এ জোট গঠনের পিছনে উত্তম আচরণ এবং নিজ কওমের জালিমদের বিরুদ্ধে

পারস্পরিক সাহায্য ব্যতিত অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। এছাড়া তাদের সকলের ধর্ম এক ছিল, সকলেই মুশরিক ছিল।

পক্ষান্তরে আমেরিকান জোটের শরীকদের প্রায় সকলেই এমন কাফির গোষ্ঠী, যারা বিভিন্ন দেশ ও আল্লাহর বান্দাদের উপর চলমান জুলুমের হোতা। এই জোটের পিছনে তাদের অনেক নিকৃষ্ট রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় উদ্দেশ্য রয়েছে। তাদের এই জোটটি গঠনই হয়েছে; মুসলিমদেরকে আঘাত করার জন্য এবং তাদের দূরাবস্থা আরো বৃদ্ধি করার জন্য। ফলে তাদের ধর্ম ভিন্ন, কিন্তু সকলের শত্রু এক!

সাত. হিলফুল ফুযুল জুলুম নির্যাতন নির্মূলে ব্যবহার করতেন নিজেদের সম্মানজনক অবস্থান ও পদবী। যেমনটা সিয়ার লেখকগণ উল্লেখ করেছেন যে, এ জোটের লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নের কোন হারাম মাধ্যম ছিল না।

পক্ষান্তরে আমেরিকান জোট তাদের লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়নে দু'টি মাধ্যম অবলম্বন করে থাকে:

এক. শান্তিপূর্ণ মাধ্যম। তা হল, যাদেরকে তারা সন্ত্রাসী বলে অভিহিত করে থাকে, অথচ তারা মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত, তাদেরকে গ্রেফতার করে আমেরিকান তাগুতী আইনের সামনে পেশ করা।

দুই. যুদ্ধ। তা হল, আফগান ভূমিকে ধ্বংস ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করা (যেমনটা তাদের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বুশ বলেছে) এবং অন্যান্য লক্ষ্যগুলোতেও একই কর্মকান্ড করা।

এ উভয় মাধ্যমের সাথেই সহযোগিতার সম্পর্ক রাখা কুফর ও রিদ্দাহ। কারণ প্রথমটি হল, তাগুতের নিকট বিচার প্রার্থনা। আর দ্বিতীয় হল, মুসলিমদের উপর জুলুম, সীমালঙ্ঘন ও অন্যায়ে কাফিরদেরকে সহযোগিতা করা।

আট. উভয় জোটের ফলাফলগুলো:

হিলফুল ফুযুলের ফলাফলগুলো হল: তারা তাদের দেশের অনেক জুলুমকে দূর করেন। যার কারণে ইসলাম আসার পরও তাদের মহান কীর্তি অমর হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে আমেরিকান জোট এই জোট গঠনের পর পৃথিবীর মধ্যে জুলুম আরো বৃদ্ধি করেছে। তাদের জোট গঠনের পর মাত্র এক মাসের মধ্যে যে ফলাফলগুলো প্রকাশ পেয়েছে, তার কয়েকটি নিচে প্রদান করা হল:

১. ১ হাজারের অধিক আফগান জনগণকে হত্যা করা। যাদের মধ্যে নারী, শিশু ও বৃদ্ধগণও ছিলেন।

২. উল্লেখিত সংখ্যার কয়েকগুণ বেশি আফগান জনগণ হতাহত হওয়া।

৩. কয়েকটি শহরকে ধ্বংস করা এবং তাতে কয়েক টন বোমা নিক্ষেপ করা।

৪. বহু সংখ্যক গ্রাম ধুলিস্মাৎ করে দেওয়া এবং তাকে অস্তিত্ব থেকেই মিটিয়ে দেওয়া।

৫. আফগানিস্তানের সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংস করার মাধ্যমে তাদের ভোগান্তি বৃদ্ধি করা। যেমন হাসপাতাল, ব্যাংক ও অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট স্থানগুলো।

৬. বিশ মিলিয়ন আফগানির উপর অবরোধের মাত্রা বৃদ্ধি করা!!!

৭. লাখ লাখ আফগান নাগরিককে বাস্তুচ্যুত করা ও নিজ দেশ থেকে বহিস্কার করা।

৮. শুধুমাত্র সন্দেহের বশবর্তী হয়ে শত শত মুসলিমকে কারাগারে নিক্ষেপ করা।

৯. মুসলমানদের উপর কাফিরদের আধিপত্য বৃদ্ধি পাওয়া। যেমন চেচনিয়ার উপর রাশিয়ানদের আধিপত্য, কাশ্মীরীদের উপর গো-পূজারীদের আধিপত্য।

১০. সন্ত্রাসবাদে সহযোগিতার দলিল দিয়ে বিভিন্ন ইসলামী সাহায্য সংস্থাগুলোর উপর সংকীর্ণতা আরোপ করা।

এ ধরনের আরো বহু ন্যক্কারজনক ফলাফল অর্জিত হয় এই জোটের মাধ্যমে।

নয়. এটা হল সবচেয়ে বড় পার্থক্য। অর্থাৎ এটা হল উভয় জোটের শরয়ী হুকুম:

তা হচ্ছে: হিলফুল ফুযুলের মত জোটে অংশগ্রহণ করা শরীয়তে জায়েয। কারণ তা ইসলামী নীতি-আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তথা জুলুম দূর করা। যেহেতু জুলুম শরীয়তে হারাম। যেমন বুখারী ও মুসলিম শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

« اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

অনুবাদ: **“তোমরা জুলুম করা হতে সাবধান থাক! কারণ জুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকার হয়ে দেখা দিবে।”**

এমনিভাবে সহীহ বুখারীতে হাদিসে কুদসী বর্ণিত হয়েছে:

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِيمَا يَرْوِى عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى « إِنِّى حَرَّمْتُ عَلَى نَفْسِى الظُّلْمَ وَعَلَى عِبَادِى فَلاَ تَظَالَمُوا ».

অনুবাদ: **"হে আমার বান্দাগণ! আমি নিজের উপর জুলুমকে হারাম করেছি এবং তোমাদের পরস্পরের মাঝেও জুলুম হারাম করেছি। তাই তোমরা একে অপরের উপর জুলুম করো না।"**

এ জাতীয় আরো অনেক বর্ণনা রয়েছে। এ ধরনের জোটে অংশগ্রহণ করার দ্বারা হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া আবশ্যক হয় না। এতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সাহায্য করা হয় না বা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান ব্যতিত ভিন্ন বিধানে বিচার প্রার্থনা করাও হয় না।

পক্ষান্তরে আমেরিকান জোটে অংশগ্রহণ করা হল, বহু অন্যায় কাজের সমষ্টি। তার মধ্যে কয়েকটি নিচে প্রদান করা হল:

১. মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সহযোগিতা করা, যা কুফর।

২. তাগুতের নিকট বিচার প্রার্থনা করা, যা কুফর।

৩. আফগানিস্তানের মুসলমানদের উপর নির্যাতনের বিভীষিকা বৃদ্ধি পাওয়া। তাদের অসংখ্য নারী-শিশু-বৃদ্ধকে হত্যা করা এবং বহু সংখ্যককে নিজ দেশ থেকে বহিস্কার করা।

৪. যমীনে অন্যায়, জুলুম ও অবাধ্যতা বেড়ে যাওয়া।

৫. মধ্য এশিয়ার মুসলিম ভূখন্ড-গুলোর উপর আমেরিকান কর্তৃত্ব দীর্ঘায়িত হওয়া।

আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমেরিকা ও তার জোট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের বিজয় দান করে মুসলমানদের চক্ষু শীতল করেন।

চতুর্থ সংশয় - এ বিষয়ে বলপ্রয়োগ থাকা।

একদল পথভ্রষ্ট আছে, যারা আমেরিকান জোটে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে ‘ইকরাহ’ তথা বলপ্রয়োগ আছে বলে দাবি করে। চাই তা কোন রাষ্ট্রের বেলায় হোক বা আমেরিকান সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত নামধারী মুসলিমদের বেলায় হোক। এ সংশয়বাদীরা ভুলের মধ্যে আছে, দু’দিক থেকে:

প্রথমত: ‘ইকরাহ’ বা ‘বলপ্রয়োগ’ এর সঠিক বুঝ।

যে বলপ্রয়োগ কুফরকে বৈধ করে, তা হল হত্যা বা হত্যার উপসর্গ বা অঙ্গহানির বাস্তবিক হুমকি থাকা, যা ফিকহের কিতাবসমূহে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ আছে। সম্পদ, পদ, সম্মান বা এ জাতীয় কিছুর আশঙ্কা বলপ্রয়োগ হিসাবে ধর্তব্য নয়। আর যারা আমেরিকান জোটে অংশগ্রহণ করেছে, তাদের প্রকৃত সমস্যাটি হল দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ ও তার দিকে ঝোঁকে পড়া।

শাইখ আব্দুল লতীফ ইবনে আব্দুর রহমান আলুশ শাইখ রহ. (আদ-দুরার, খন্ড নং-৮, পৃষ্ঠা নং-৩৭৪) জনৈক ব্যক্তির একটি পুস্তিকার খন্ডনে একটি বক্তব্য লিখেন, ওই ব্যক্তি বলেছিল, অনন্যোপায় অবস্থায় মুশকিরদের থেকে সাহায্য গ্রহণ করা বৈধ। তিনি এর খন্ডনে বলেন:

উক্ত পুস্তিকার লেখক 'দারুরাহ' বা অনন্যোপায় অবস্থা বুঝার ক্ষেত্রে ভুল করেছেন। তিনি মনে করেছেন, শাসকের নেতৃত্ব ও ক্ষমতা টিকিয়ে রাখাও একটি দারুরাহ বা অনন্যোপায় অবস্থা। অথচ বিষয়টা তিনি যেমন ধারণা করেছেন, তেমন নয়। বরং এক্ষেত্রে 'দারুরাহ' দ্বারা উদ্দেশ্য হল দ্বীনী দারুরাহ, তথা দ্বীনের জন্য সহায়ক ও তার স্বার্থরক্ষাকারী প্রয়োজন। জায়েয সাব্যস্তকারীগণ যেমনটা বলেছেন।

দ্বিতীয়ত: যে বিষয়ের উপর বলপ্রয়োগ করা হল, তার বিভিন্ন অবস্থা:

যদি বিশুদ্ধভাবে বলপ্রয়োগ পাওয়া যায়, তবে বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তির জন্য কুফরী কথা বা এ জাতীয় এমন বিষয় জায়েয হবে, যাতে অন্যেকে ক্ষতি করা হয় না। তাই যদি অন্যকে হত্যা করার ব্যাপারে বলপ্রয়োগ করা হয়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তা জায়েয নেই। কারণ কারো জন্যই আরেকজনকে হত্যা করে নিজেকে বাঁচানো জায়েয নেই।

ইবনুল আরাবী রহ. আহকামুল কুরআনে (খন্ড নং-১, পৃষ্ঠা নং-৫২৫) বলেন:

আল্লাহর বাণী-

وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿النساء: ٣٠﴾

অনুবাদ: "আর যে কেউ সীমালঙ্ঘন কিংবা জুলুমের বশবর্তী হয়ে এরূপ করবে, তাকে খুব শীঘ্রই আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। এটা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজসাধ্য।"(সূরা নিসা:৩০)

এর মধ্যে এ কথার দলিল পাওয়া যায় যে, মনের ভুলে বা অনিচ্ছাকৃত বা বলপ্রয়োগকতৃ হয়ে কেউ করলে এই ধমকির মধ্যে পড়বে না। কারণ এ জাতীয় কাজগুলোকে সীমালঙ্ঘন ও জুলুম বলে আখ্যায়িত করা হয় না। তবে এর থেকে একটি শাখাগত মাসআলা ভিন্ন ধরনের। তা হল, যাকে আরেকজনকে হত্যা করার জন্য বলপ্রয়োগ করা হয়েছে। সে এমনটা করলে অবশ্যই এটাকে সীমালঙ্ঘন বলে আখ্যায়িত করা হবে। তাই কেউ এমন অবস্থায় হত্যা করলে তাকেও হত্যা করা হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। এক্ষেত্রে বলপ্রয়োগ ওযর বলে গণ্য হবে না।

ইমাম নববী রহ. শরহে মুসলিমে (খন্ড নং-১৮, পৃষ্ঠা নং- ১৬ ও ১৭) বলেছেন:

বলপ্রয়োগ করার কারণে হত্যা করা বৈধ হবে না। বরং সর্বসম্মতিক্রমে বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তি উক্ত কাজটির কারণে গুনাহগার হবে। কাযী ইয়ায ও অন্যান্য ইমামগণ এক্ষেত্রে ইজমা বর্ণনা করেছেন।

ইবনে রজব রহ. জামিউল উলুমি ওয়াল হিকাম (খন্ড নং-২, পৃষ্ঠা নং-৩৭১ এ) বলেন:

উলামায়ে কেরামগণ এ ব্যাপারে ঐক্যমত্য পোষণ করেছেন যে, কোন নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করার জন্য বলপ্রয়োগ করা হলেও তাকে হত্যা করা বৈধ হবে না। কারণ সে নিজের

জান বাঁচানোর জন্য ইচ্ছা করে অন্যকে হত্যা করছে। এটা গ্রহণযোগ্য উলামায়ে কেরামের সকলেরই ঐক্যমত।

আর এখানে এ ঘটনার ক্ষেত্রে আমেরিকা ও কাফির রাষ্টগুলোর উদ্দেশ্য হল মুসলমানদের হত্যা করা। আল্লাহ তাদের লাঞ্চিত করুন! তাই কোন মুসলিমের জন্যই তাদেরকে সাহায্য করা জায়েয হবে না। যদিও এর জন্য বলপ্রয়োগ করে না কেন। কারণ এটা এমন কাজ, যা বলপ্রয়োগের কারণেও বৈধ হয় না।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. এর যামানায়ও এমনটা সংঘটিত হয়েছে। তখন মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাতারীদের সাহায্যকারীদের মধ্যে কেউ কেউ বাধ্য করা ও বলপ্রয়োগের শিকার হওয়ার দাবি করেছিল। তখন শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বলেছেন: বলপ্রয়োগ করা হলেও তাদের জন্য এ ধরনের কাজ করা বৈধ হয় না। কারণ এটা এমন কাজ, যা বলপ্রয়োগের কারণে বৈধ হয় না। এ প্রসঙ্গে শাইখ রহ. (মাজমুউল ফাতওয়া, খন্ড নং-২৮, পৃষ্ঠা নং-৫৩৯) বলেন:

"মোটকথা, যখন ফেৎনার সময় কাউকে যুদ্ধ করার জন্য বাধ্য করা হলেও তার জন্য যুদ্ধ করা জায়েয হয় না, বরং নিজ তরবারী নষ্ট করে ফেলা ও সবর করতে করতে মাজলুম অবস্থায় নিহত হওয়া আবশ্যক হয়, তখন ঐ ব্যক্তির জন্য কিভাবে যুদ্ধ করা জায়েয হতে পারে, যাকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত দল, যেমন যাকাত অস্বীকারকারী বা মুরতাদদের সাথে মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বাধ্য করা হয়েছে?

তাই এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, এমন ব্যক্তির উপর আবশ্যক হল, তাকে যদি উপস্থিত হতে বাধ্য করা হয়, তাহলে সে যুদ্ধ করবে না, যদিও মুসলিমগণ তাকে হত্যা করে ফেলে। এমনিভাবে কাফিররা যদি তাকে নিজেদের কাতারে অন্তর্ভুক্ত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বলে তবুও। যেমনিভাবে, যদি কোন ব্যক্তিকে একজন নিরাপরাধ মুসলিমকে হত্যা করার জন্য বাধ্য করা হয়, তাহলে সকল মুসলিমদের ঐক্যমতে এটা জায়েয হবে না, যদিও এতে নিজেকে নিহত হতে হয়।

কারণ একজন নিরাপরাধ মুসলিমকে হত্যা করে নিজেকে বাঁচানোর চেয়ে উল্টোটা করাই উত্তম। তাই তার নিজে বাঁচার জন্য অন্যজনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা জায়েয হবে না।"

পঞ্চম সংশয় - মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সাহায্য করার দু'টি প্রকার রয়েছে।

আরেকটি ব্যর্থ সংশয়, যার মাধ্যমে সংশয়বাদীরা মুসলিমদের মাঝে অস্পষ্টতার ধুম্রজাল সৃষ্টি করে, তা হল:

মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সাহায্য করা দু'প্রকার:

প্রথমটি কুফর। তা হল, মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সাহায্য করা, কাফিরদের কুফরির কারণে ও মুসলিমদের ইসলামের কারণে।

আর দ্বিতীয়টি বৈধ, শুধু বৈধই নয়, বরং কর্তব্যও। তা হল, যখন কোন মুসলমান কাফিরের উপর জুলুম করে, তখন ইনসাফ আদায়ের জন্য উক্ত কাফিরকে সহযোগিতা করা।

এ সংশয়ের উত্তর কয়েকভাবে দেওয়া যায়:

এক. এই প্রকারভেদটি বক্তার ঝুলি থেকে উৎসারিত। এরূপ মত পূর্বে কারো থেকে অতিবাহিত হয়নি।

দুই. মুফতি যখন জনসাধারণকে ফাতওয়া দেন, তখন তিনি শরীয়তের মূল বর্ণনাকে বক্ষমান অবস্থার উপর প্রয়োগ করে থাকেন। যাকে "তাহকিকুল মানাত" বলা হয়ে থাকে। তার কাজ এমন প্রকারভেদ আবিস্কার করা নয়, যেটা জনগণের সিদ্ধান্তহীনতা বা পেরেশানি আরো বৃদ্ধি করে দেয়। এ কারণেই উচিত ছিল, প্রশ্নকৃত মাসআলাটির ব্যাপারে কথা বলা। তথা আফগান মুসলিমদের বিরুদ্ধে কুফরী জোটে অংশগ্রহণকারীদের হুকুম কি? এটা পরিস্কার বলে দেওয়া। তা না করে তাদেরকে এমন একটি প্রকারভেদের দিকে ঠেলে দেওয়া কাম্য নয়, যেটা পূর্বে কেউ বলেনি।

তিন. কাউকে যদি আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো জন্য জবাই করা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয়, আর সে বলে: **এটা দু'প্রকার: প্রথমত:** যদি এই জবাই দ্বারা আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো ইবাদত করা উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এটা কুফর। **দ্বিতীয়ত:** যদি ইবাদত ব্যতিত ভিন্ন কোন উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এটা মুবাহ... অথবা যদি কাউকে মূর্তিকে সিজদাহ করা বা মূর্তির নিকট দু'আ করা

বা এ জাতীয় কোন কর্মগত বা মৌখিক কুফর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, আর সে তাকে এমন দুই প্রকারে ভাগ করে, তাহলে এই প্রকারভেদগুলোও হুবহু বক্ষমান প্রকারভেদটির মতই হবে। অথচ এটা সুস্পষ্ট যে এ সবগুলো প্রকারভেদই ভ্রান্ত প্রকারভেদ। কেননা এ দু'টো কাজ, তথা আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো জন্য জবাই করা ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদেকে সাহায্য করা- কর্তা থেকে সংঘটিত হওয়া মাত্রই কুফর হিসাবে বিবেচিত হবে।

এই প্রকারভেদটি আমাকে সেই প্রকারভেদগুলোর কথাই মনে করিয়ে দেয়, যা কবরপূজারী আলেমরা আবিস্কার করেছিল। যাদের দ্বারা নজদি দাওয়াতের ইমামগণ অত্যন্ত নিগৃহিত হয়েছিলেন। আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন!

চার. তিনি এ দুই প্রকার উল্লেখ করলেন। কিন্তু মূল মাসআলাটির আলোচনা বাদ দিলেন। তথা লোভ-ভয় বা এ জাতীয় কোন কারণে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সাহায্য করা।

মূল সাহায্য করা, যেটার ব্যাপারে অসংখ্য দলিল বর্ণিত হয়েছে, সেটা তো এটাই, যেটাকে তিনি উল্লেখ করেননি। যেমন আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿المائدة: ٥١﴾ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴿المائدة: ٥٢﴾

অনুবাদ: **“হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। বস্তুতঃ যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলেঃ আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হই। অতএব, সেদিন দুরে নয়, যেদিন আল্লাহ তা’আলা বিজয় প্রকাশ করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ দেবেন-ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্যে অনুতপ্ত হবে।”(সূরা মায়িদাহ: ৫১-৫২)**

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা এখানে উল্লেখ করলেন যে, তাদের পক্ষ থেকে কাফিরদেরকে সাহায্য করার কারণ ছিল বিপদের আশঙ্কা। এটা উল্লেখ করেননি যে, তাদের কুফরির কারণে।

এই প্রকারভেদকারী এখানে শুধু মূল মাসআলাটিকে বাদই দেননি, বরং তিনি এর বাইরে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত দু’টি প্রকার উল্লেখ করেছেন, যেগুলোর সাথে সাহায্য করার কোন সম্পর্ক নেই। যেমনটা সামনে আরো স্পষ্ট হবে ইনশা আল্লাহ।

পাঁচ. উপরোক্ত উভয় প্রকার ভ্রান্ত হওয়ার দলিল নিচে প্রদান করা হচ্ছে:

প্রথম প্রকার বাতিল হওয়ার প্রমাণ হল, তিনি কুফর সাব্যস্তকারী সাহায্য হিসাবে গণ্য করেছেন সেই সাহায্য করাকে, যেটা কাফিরদের কুফরির কারণে এবং মুসলিমদের ইসলামের কারণে হয়। এটা কয়েক কারণে ভ্রান্ত:

১. কাফিরের কুফরির কারণে তার প্রতি আসক্ত হওয়া তো এমনিতেই কুফর, চাই এরপর সাহায্যমূলক কোন কথা বলুক বা না বলুক অথবা কোন কাজ করুক বা না করুক।

এটা শুধু ঐ সকল সীমালঙ্ঘনকারী মুরজিআ'রাই বলে থাকে, যারা সকল কর্মগত ও মৌখিক কুফরিগুলোকে বিশ্বাসের সঙ্গে শর্তযুক্ত করে।

২. এটা অসংখ্য শরয়ী বর্ণনার বিপরীত, যার আলোচনা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। সেখানে তো কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা ব্যতিত অন্য কিছুর সাথে কুফরকে সম্পৃক্ত করা হয়নি। অভিভাবকরূপে গ্রহণ করা দেখা গেলেই আবশ্যকীয়ভাবে কুফরির বিধান আরোপিত হবে। আর যদি অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তাদের কুফরির কারণে, তাহলে তো এটা ডবল কুফর। যার মূলটা হচ্ছে, কাফিরদেরকে ভালবাসা। সাহায্য করাটা মূল কারণ নয়। এ ব্যাপারে শরয়ী বর্ণনা ও উলামায়ে কেরামের বক্তব্য পূর্বে প্রথম পর্বে আলোচিত হয়েছে।

৩. এটা ঐ সকল ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোরও পরিপন্থি, যেগুলোতে উলামায়ে কেরাম ফাতওয়া দিয়েছিলেন। কারণ তার মধ্যে এমন একটি ঘটনাও পাওয়া যায় না, যেখানে শুধু কাফিরদের দ্বীনের কারণে মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করা হয়েছে। বরং হয়ত তাদের ভয়ে

সাহায্য করেছে। অথবা নেতৃত্বের লোভে বা সম্পদের লোভে বা এ জাতীয় অন্য কোন কারণে। কিন্তু এতদ্বসত্ত্বেও উলামায়ে কেরাম ঐ সকল লোকদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে ফাতওয়া দিয়েছেন।

সেই সকল মুসলিমদের কথা চিন্তা করুন, যারা বদর যুদ্ধে বলপ্রয়োগের কারণে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধে বের হয়েছিল, কিভাবে মুসলিমদের জন্য তাদেরকে হত্যা করা বৈধ করা হল। আর ইকরাহ পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও উলামাগণ তাদের তাকফীরের ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন। যেমনটা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাতারদেরকে সাহায্য করেছিল, তাদের ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. এর বক্তব্য দেখুন! তাদের পক্ষ থেকে ইকরাহের দাবি করা সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে মুরতাদ বলে ফাতওয়া দিয়েছেন। যা মাজমুউল ফাতাওয়া, খন্ড নং-২৮, পৃষ্ঠা নং-৫৩৯ এ উল্লেখিত হয়েছে। এমনিভাবে আলফুরূ, খন্ড নং-৯, পৃষ্ঠা নং-১৬৩ এও তিনি এ আলোচনাটি করেছেন।

আরো দেখুন, যারা মুশরিকদেরকে ঘৃনা ও মুসলিমদেরকে ভালবাসা সত্ত্বেও কোন কারণে মুশরিকদেরকে সাহায্য করেছিল, তাদের ব্যাপারে শাইখ সুলাইমান আলুশ শাইখ রহ. ও শাইখ হামদ বিন আতিক রহ. কী বলেছেন।

৪. আহলে ইলম মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে শুধু সাহায্য করাকেই কুফর হিসাবে গণ্য করেছেন। এটা কাফিরদের কুফরির কারণে হতে হবে, এই শর্ত করেননি। এর উদ্ধৃতি পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। এমনকি কেউ কেউ সুস্পষ্টভাবে এ কথাও বলেছেন যে, কেউ যদি মুসলিমদেরকে ভালবাসে আর কাফিরদেরকে ঘৃণাও করে, তথাপি মুশরিকদেরকে সাহায্য করার দ্বারা কাফির হয়ে যাবে।

শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব রহ. (আদ-দুরার খন্ড নং-১০, পৃষ্ঠা নং-৮ এ) বলেন:

জেনে রাখুন! একজন নেককার মুসলিমও যদি আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে অথবা নিজে শিরক করে না, কিন্তু তাওহীদবাদিদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের পক্ষে অবস্থান নেয়, তাহলে সে যে কাফির হয়ে যাবে, এ ব্যাপারে আল্লাহর কিতাব, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ ও সকল আহলে ইলমের বক্তব্য থেকে উৎসারিত দলিল-প্রমাণের সংখ্যা অগণিত।

শাইখ আব্দুল লতীফ ইবনে আব্দুর রহমান আলুশ শাইখ রহ. (৮/৩৯৬) বলেন:

মানুষ অনেক সময় শিরককে অপছন্দ করে এবং তাওহীদকে ভালবাসে, কিন্তু মুশরিকদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং মু'মিনদের সাথে বন্ধুত্ব করা ও তাদের সাহায্য করার ব্যাপারে ত্রুটি করে, ফলে সে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে শিরকের এমন ঘাঁটিসমূহে প্রবেশ করে ফেলে, যা তার দ্বীন ও তার ভিত্তিকে ধ্বংস করে দেয়। ফলে সে তাওহীদের মূল ও শাখা সব বর্জনকারী হয়ে যায়, যার সাথে সেই ঈমান থাকতে পারে না, যা সে নিজের জন্য পছন্দ

করেছিল। সে আল্লাহর জন্য ভালবাসে না, আল্লাহর জন্য ঘৃণা করে না। যিনি তাকে সৃষ্টি করলেন, সুন্দর আকৃতি দান করলেন, তার জন্য বন্ধুত্ব ও শত্রুতা করে না। অথচ এ সবগুলোই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য থেকে পাওয়া যায়।

শাইখ হামদ বিন আতিক রহ. "আদদিফা আন আহলিস সুন্নাহ ওয়াল ইত্তিবা" (পৃষ্ঠা ৩১) এ বলেন:

কাফিরদেরকে সাহায্য করা, মুসলমানদের গোপন তথ্য তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া, কথার মাধ্যমে তাদের পক্ষপাতিত্ব করা, তাদের আদর্শের প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া- এ সবগুলোই কাফিরে পরিণতকারী। তাই যার থেকে উল্লেখিত বিষয়াবলী বলপ্রয়োগ ব্যতিত প্রকাশ পাবে, সে মুরতাদ। যদিও সে এর সাথে কাফিরদেরকে ঘৃণা করুক আর মুসলিমদেরকে ভালবাসুক।

দ্বিতীয় প্রকার ভ্রান্ত হওয়ার দলিল:

অর্থাৎ তাদের বক্তব্য: "কোন মুসলিম যখন কাফিরের প্রতি জুলুম করে, তখন ইনসাফ আদায় করার জন্য কাফিরকে সাহায্য করা বৈধ, বরং এটা কর্তব্য।" এটা কয়েকটি কারণে ভ্রান্ত:

১. মুসলিম কর্তৃক যিম্মী বা চুক্তিবদ্ধ কাফিরকে জুলুম দূর করার জন্য সাহায্য করা ইসলামী শরীয়তে বৈধ বিষয়। কিন্তু কোন আহলে ইলমই এটাকে مظاهرة للكفار أو مناصرة لهم (অর্থাৎ কাফিরদের পৃষ্ঠপোষকতা করা বা তাদের সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক করা) বলে

নামকরণ করেনি। সরাসরি এই শব্দে এটাকে উল্লেখ করা হয় না। যে এ ধরনের কাজকে مظاهرة للكفار বলে নামকরণ করবে, সে হল সর্বাধিক মূর্খ লোক।

২. যিম্মী বা চুক্তিবদ্ধ কাফিরকে যদি কোন মুসলিম জুলুম করে থাকে, তখন তো মুসলমানগণ উক্ত মুসলিম থেকে ইনসাফ আদায় করে এবং কাফিরের হক উসূল করে দেয়। কাফির নিজে বা তার স্বজাতির সহযোগিতায় এটা উসূল করতে পারে না। কারণ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তার জন্য নির্ধারিত অবস্থান বা স্তরটি হল লাঞ্ছনা ও হীনতার অবস্থান। যদি স্বয়ং তাকে তার হক আদায় করতে সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে তো এটা মু'মিনদের উপর তার কর্তৃত্ব হয়ে গেল। অথচ আল্লাহ তা'আলা এর বিপরীত নীতি নির্ধারণ করেছেন।

৩. বলা হবে: 'ইনসাফ আদায়' বলতে কী বুঝাচ্ছেন?

যদি বলেন, আমার উদ্দেশ্য হল, শরীয়ত (অর্থাৎ শরীয়ত অনুযায়ী বিচার), তবে তো সঠিক। কিন্তু এ সকল ক্রুসেড হামলকারীদের বা তাদের সহযোগিতাকারীদের এটা উদ্দেশ্য নয়। বরং তারা মুখভরে পরিস্কারভাবে চিৎকার করেই বলে যে, তাদের উদ্দেশ্য হল আমেরিকান বিচারালয়।

আর যদি বলেন, উদ্দেশ্য হল আমেরিকান বিচারালয়, যেখানে অভিযুক্ত মুসলিমদেরকে বিচারের সম্মুখীন করা হবে, আমরা বলব, এটা কুফর ও ধর্মত্যাগ। তা তিন কারণে। যথা-

১. তাগুতী শাসন, তথা আমেরিকান আইনকে ইনসাফ বলা।

সিদ্দীক হাসান রহ. তার (العبرة فيما ورد في الغزو والشهادة والهجرة) কিতাবের ২৪৯ নং পৃষ্ঠায় বলেন: তাদের ব্যাপারে এ কথা বলা যে, তারা ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী, এর দ্বারা যদি উদ্দেশ্য হয় তাদের কুফরি বিষয়াবলীই (যার মধ্যে তাদের সাংবিধানিক আইনগুলোও আছে) ইনসাফ, তাহলে এটা সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য কুফর। কারণ আল্লাহ তা'আলা ঐ সকল আইনের নিন্দা করেছেন এবং তাকে সীমালঙ্ঘন, হঠকারিতা, অবাধ্যতা, মিথ্যা উদ্ভাবন, সুস্পষ্ট অপরাধ, সুস্পষ্ট ক্ষতি ও মিথ্যা অপবাদ বলে অভিহিত করেছেন।

ইনসাফ তো কেবল আল্লাহর শরীয়ত, যা তাঁর সম্মানিত কিতাবে ও তাঁর মহানুভব ও দয়ালু রাসূলের সুন্নাহর মাঝে রয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿النحل: ٩٠﴾

অনুবাদ: **"আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।"**(সূরা নাহল:৯০)

যদি খৃষ্টানদের বিধি-বিধানই ইনসাফ হত, তাহলে আমাদেরকে তার ব্যাপারেই আদেশ করা হত।

২. উক্ত তাগুতের কাছে মুসলিমের মামলা দায়ের করাকে বৈধ সাব্যস্ত করা, বরং কর্তব্য সাব্যস্ত করা হল। ফলে কুফরকে কর্তব্য সাব্যস্ত করা হচ্ছে। এটা হারামকে হালাল করা হল। বরং কুফরকে হালাল করা হল!

৩. মুসলিমদেরকে তাগুতি বিচারালয়ের সামনে পেশ করার জন্য তাদের বিরুদ্ধে কাফিরদেরকে সাহায্য করা হল। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. 'আল-ইখতিয়ারাত' এর ১৬৫ নং পৃষ্ঠায় ইসলাম ভঙ্গকারী বিষয়সমূহের মধ্যে উল্লেখ করেছেন:

কেউ যদি এ ধারণা করে যে, সাহাবা, তাবিয়ীন বা তাবে তাবিয়ীনের কেউ কাফিরদের সঙ্গে মিলে যুদ্ধ করেছেন বা এটাকে অনুমোদন করেছেন, তাহলে লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

৪. বলা হবে: আপনি মুসলিমদের গর্দানের ক্ষেত্রে যে আমেরিকাকে বিচারক মানছেন, এই নিন তার ইনসাফের কিছু নমুনা:

১. তারা ইরাক অবরোধে এক মিলিয়ন শিশুকে হত্যা করেছে।

২. তারা ইসরাঈলকে যে অস্ত্র সাহায্য দিয়েছে, তার মাধ্যমে ইসরাঈল হাজার হাজার বৃদ্ধ, নারী ও শিশুদের হত্যা করেছে।

৩. আফগান অবরোধে যুদ্ধের পূর্বেই ১৫ হাজারের অধিক শিশুকে হত্যা করেছে।

৪. সোমালিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সেখানকার হাজার হাজার মুসলিমকে হত্যা করেছে।

৫. সুদান ও আফগানিস্তানে ক্রুজ বোমার মাধ্যমে আক্রমণ করেছে। ফলে তাদের নিকটও যারা অপরাধী নয়, এমন অসংখ্য লোককে হত্যা করেছে ও গৃহহীন করেছে।

এছাড়াও তাদের ইনসাফের আরো নমুনা আছে। তার কয়েকটি পূর্বে প্রথম পর্বের প্রথম পরিচ্ছেদ আলোচিত হয়েছে। সেখানে ফিরে দেখুন।

ষষ্ঠ সংশয় - তালেবান ও তাদের সঙ্গে যারা আছে, তারা জালিম।

আরেকটি সংশয় ছড়িয়ে আছে, তা হল: আমেরিকান ট্রাজেডিতে অভিযুক্ত তানযীমুল কায়েদা এবং তালেবানগণ কাফির দেশগুলোতে যা করছে, তাতে তারা জালিম। এ কারণে এ কাজটি (অর্থাৎ আমেরিকান জোটে অংশগ্রহণ) হল জুলুম দূর করার একটি কাজ!!!

এর উত্তরে কয়েকটি বিষয় বলা যায়:

এ কথাটি আমাদের শরীয়তে বা তাদের সংবিধানে কোথাও প্রমাণিত হয় না।

আমাদের শরীয়তে প্রমাণিত হয় না, যেহেতু নিচে উল্লিখিত আল্লাহর বাণী তা খন্ডন করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿الحجرات: ٦﴾

অনুবাদ: **“মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত না হও।”(সূরা হুজুরাত:৬)**

এ অভিযোগটি শুধু ফাসিকের পক্ষ থেকে নয়, বরং কাফিরের পক্ষ থেকে এসেছে। তাই আইন জারি করার পূর্বে এ বিষয়ে যাচাই বাছাই ও নিশ্চিত হওয়া জরুরী।

আর তাগুত আমেরিকান সংবিধানে আছে: অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার আগ পর্যন্ত সে নির্দোষ। আর এ সমস্ত কাফিররা এমন একটি দলিলও পেশ করতে পারেনি, যা মুসলিমদের বিরুদ্ধে আরোপিত তাদের এ অভিযোগটি প্রমাণ করতে পারে, যা সকলের নিকটই আজ জানা-শোনা।

১. যদি এ ঘটনায় এ সকল মুসলিমদের জড়িত থাকার অভিযোগের ব্যাপারে এ সকল কাফিরদের কথাকে সত্য বলে মেনেও নেই, তথাপি কাফিরদের নিকট এটি অপরাধমূলক কাজ হওয়ার কারণে মুসলিমদের নিকটও অপরাধমূলক কাজ হওয়া আবশ্যক নয়। কারণ মুসলিমগণ তো মিমাংসা ও ফায়সালা চায় কুরআন-সুন্নাহর নিকট। কাফির তাগুতদের নিকট নয়। অন্যথায় এ সকল কাফিররা তো জিহাদকে সন্ত্রাস, হুদুদ প্রতিষ্ঠাকে মানবাধিকার লঙ্ঘন, নারীদের হিজাবকে নারীদের জন্য লাঞ্ছনা, যিনা ও মদ পান নিষিদ্ধ করাকে ব্যক্তি সাধীনতা খর্ব করা মনে করে। এভাবে ইসলামী শরীয়তের অনেক বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে তাদের এমন মত।

তাই আমাদের কর্তব্য হল, এ কাজটিকে কিতাব, সুন্নাহ ও প্রসিদ্ধ উলামাদের কথার সামনে পেশ করা; সংবিধান বা আন্তর্জাতিক নীতি বলে খ্যাত তাগুতদের সামনে নয়।

২. আমরা যদি মেনেও নেই যে, এ সকল মুসলিমগণই এই অপারেশনটি চালিয়েছে এবং আমাদের নিকটও এটা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা ও গাদ্দারি হিসাবে গণ্য, তথাপি আমাদের নিকট বিষয়টি এমন হওয়ার কারণেই অভিযুক্ত লোকদের নিকটও বিষয়টি এমন হওয়া আবশ্যক নয়। কারণ তারা তো সকল চুক্তি বা প্রতিশ্রুতিকে আমেরিকার দিকে প্রকাশ্যে ছুড়ে মেরেছে। বরং পূর্বেই আমেরিকার পক্ষ থেকে তাদের উপর ক্রুজ বোমা হামলা করা হয়েছে। তাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা প্রকাশ্য। তাদের মাঝে কোন চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি নেই। আর পূর্বে দ্বিতীয় সংশয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে মুশরিকদের সাথে হযরত আবূ বাসির রাযি. ও তাঁর সাথীদের কার্যক্রম আলোচনা করা হয়েছে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশরিকদের সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন। কারণ রাসূলের সন্ধি তাদের উপর আবশ্যক ছিল না।

৩. আমরা যদি মেনে নেই এ সকল মুসলিমগণই এ অপারেশন চালিয়েছে এবং আরো মেনে নেই যে, তাদের এ কাজটি শরীয়ত সমর্থন করে না, আমাদের শরীয়তে তারা অপরাধী ও জালিম এবং তাদের মাঝে ও আমেরিকানদের মাঝে চুক্তি ছিল, যা তারা লঙ্ঘন করেছে, তথাপি এক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য হল: ইসলামী শরীয়ার নিকট বিচার দায়ের করা। কাফিরদের সাথে একাত্মতা পোষণ করা নয়।

৪. আমরা যদি মেনে নেই যে, তালেবান ও তাদের সহযোগীগণ জালিম, তথাপি আমাদের তো দেখতে হবে যে: আমেরিকার জুলুমগুলো তো এর চেয়ে আরো ভয়ংকর, বড়, ব্যাপক, সর্বগ্রাসী, নিকৃষ্ট ও পূর্ব হতে চলে আসা। তাদের হাতে নিহত মুসলিমদের সংখ্যা লাখ লাখ। তারা ইরাক, ফিলিস্তীন, লেবানন, সোমালিয়া, সুদান ও অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহে মুসলিমদেরকে হত্যা করেছে। তারাই তো আলজেরিয়া, পূর্বতিমুর, বসনিয়া, চেচনিয়া, কাশ্মীর, ফিলিপাইন ও অন্যান্য দেশের মুসলিমদের হত্যায় সাহায্য করেছে। তারাই তো মুসলিমদের মাঝে পারস্পরিক যুদ্ধের আগুন লাগিয়ে রেখেছে। এ জাতীয় আরো বহু অপরাধ, যার কিছু পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. (আল মিনহাজ খন্ড নং-১, পৃষ্ঠা নং-৪৮৪ এ) বলেন:

"এ হল মুসলিমদের তুলনায় আহলে কিতাবদের অবস্থা। তাই মুসলিমদের মাঝে যে অন্যায়টি পাওয়া যাবে, অবশ্যই উক্ত অন্যায়টি তার চেয়ে বেশি পরিমাণে পাওয়া যাবে আহলে কিতাবদের মাঝে। অপরদিকে আহলে কিতাবদের মাঝে যে কল্যাণটি পাওয়া যাবে, অবশ্যই মুসলিমদের মাঝে উক্ত কল্যাণটি আরো বেশি পরিমাণে পাওয়া যাবে।

এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা আহলে কিতাব ও মুশরিক কাফিরদের বিতর্ককে ইনসাফের সাথে উল্লেখ করেন। ফলে তারা যদি মুসলিমদের ব্যাপারে কোন দোষ উল্লেখ করে, তখন আল্লাহ তাদেরকেও তার থেকে নির্দোষ সাব্যস্ত করেন না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿البقرة: ٢١٧﴾

অনুবাদ: "সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দাও এতে যুদ্ধ করা ভীষণ বড় পাপ। আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা, মসজিদে-হারামের পথে বাধা দেয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিস্কার করা, আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বড় পাপ। আর ধর্মের ব্যাপারে ফেতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহা পাপ। বস্তুতঃ তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদিগকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে যদি সম্ভব হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো দোযখবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে।"(সূরা বাকারাহ:২১৭)

এ আয়াতটি নাযিল হওয়ার কারণ ছিল, মুসলমানদের একটি দলের ব্যাপারে আলোচনা উঠল যে, তারা ইবনুল হাদরামীকে রজবের শেষ তারিখে হত্যা করেছেন। ফলে মুশরিকরা এটার মাধ্যমে তাদের দোষচর্চা করতে শুরু করল। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি নাযিল করেন।"

৫. মুসলিম যদি জালিমও হয়, তথাপি তার কর্তৃত্ব করার অধিকার আছে, যেহেতু তার মাঝে ইসলাম আছে। তার বিরুদ্ধে কোন কাফিরকে সাহায্য করা জায়েয নেই।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বলেছেন, যা মাজমুউল ফাতওয়ায় (খন্ড নং-২৮, পৃষ্ঠা নং-২০৮, ২০৯) উল্লেখ আছে:

"মুমিনের উপর আবশ্যক হল, আল্লাহর জন্য শত্রুতা করা এবং আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব করা। যদি তার নিকট একজন মু'মিন থাকে, তাহলে তার উপর আবশ্যক, তার সাথেই বন্ধুত্ব করা, যদিও সে তার উপর জুলুম করে। কেননা জুলুম ঈমানী বন্ধুত্বের আবশ্যকীয়তা রহিত করে দেয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿الحجرات: ٩﴾

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿الحجرات: ١٠﴾

অনুবাদ: "যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের উপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে; যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায়ানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দিবে এবং ইনছাফ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ইনছাফকারীদেরকে পছন্দ করেন। মু'মিনরা তো পরস্পর

ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে-যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।”(সূরা হুজুরাত:৯-১০)

মু'মিনদের পরস্পরের মাঝে মারামারি ও জুলুম থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তাদেরকে পরস্পর ভাই ভাই বললেন এবং তাদের মাঝে সমঝোতা করে দেওয়ার আদেশ করলেন।

সপ্তম সংশয় - তালেবানদের রাষ্ট্র একটি মুশরিক রাষ্ট্র।

প্রচলিত আরেকটি সংশয় হল, সংশয়বাদিদের কেউ কেউ বলে থাকে: তালেবানদের রাষ্ট্র একটি কবরপূজারী রাষ্ট্র, যার নেতৃত্ব দিচ্ছে একদল মুশরিক। এ কারণে আমেরিকার সাথে জোটটি মূলত কাফিরদের বিরুদ্ধে কাফিরকে সাহায্য করা!!

বরং কেউ কেউ তো এ কথাও বলে: এটা হল মুশরিকদের উপর কিতাবীদেরকে সাহায্য করা। আর কিতাবিরা মুশরিকদের থেকে আমাদের নিকটবর্তী!!!

এ সংশয়ের কয়েকটি জবাব দেওয়া যায়:

১. শরয়ী মূলনীতি হল: দাবিকারীর উপর কর্তব্য প্রমাণ উপস্থাপন করা। সুতরাং যে এ বিষয়টির দাবি করেছে, তাকে দুই ধরনের প্রমাণ পেশ করতে হবে:

১. ওই দেশে শিরকে আকবার বা বড় শিরক পাওয়া যাওয়ার প্রমাণ।

২. ওই দেশের শাসকবৃন্দ কর্তৃক এই শিরককে বলবৎ রাখার প্রমাণ।

যদি এ দুই দলিল প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহলে সে একজন মিথ্যাবাদী।

২. আফগানিস্তান কোন দূরবর্তী দেশ নয়, যেখানে কেউ পৌঁছতে পারে না। বরং বিশ বছরেরও অধিক সময় থেকে আজ পর্যন্ত অনেক মুসলমান সেখানে আগমন করেছে। তাদের সম্পর্কে জেনেছে এবং অবস্থাদি অবগত হয়েছে। যাদের মধ্যে অনেক তালিবুল ইলম এবং প্রসিদ্ধ দা'য়ীগণও ছিলেন। তাদের মধ্যে অনেকেই আফগানিস্তানের একদল কমান্ডার, উলামা ও নেতৃবৃন্দের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে: তারা শিরকে আকবার থেকে মুক্ত, তারা শিরককে সমর্থন করেন না। বরং তার বিরোধিতা করেন। আর বিদআতের উপস্থিতি শিরকের উপস্থিতিকে আবশ্যক করে না।

উদাহরণস্বরূপ: কবরের উপর স্থাপনা নির্মাণ করা, যেটা বিদআত-এর মাঝে কবরের আশাপাশে তাওয়াফ করা, তার জন্য জবাই করা, তার নামে মান্নত করা, যেটা শিরকে আকবার- এ দু'টোর মাঝে পার্থক্য রয়েছে। ওলীদের কবরের নিকট আল্লাহর সমীপে দু'আ করা, যেটা বিদআত- এর মাঝে আর ওলীদের কাছে দু'আ করা, যেটা শিরকে আকবার- এর মাঝে পার্থক্য রয়েছে। পুণ্যবানদের স্মৃতিচিহ্নের মাধ্যমে বরকত গ্রহণ করা, যেটা বিদআত- এর মাঝে আর তাদের জন্য কোন ইবাদত নিবেদন করা, যেটা শিরকে আকবার-এর মাঝে পার্থক্য রয়েছে।

৩. বিশেষত: তালেবানগণ অনেকগুলো শিরকী মাযার ধ্বংস করেছেন। যেমনটা সেখানকার "আমর বিল মারূফ" বিষয়ক মন্ত্রী উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও কবরের নিকট শিরকে আকবারের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেছেন। যা পূর্বে প্রথম পর্বের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ অতিবাহিত হয়েছে।

৪. কতিপয় জনগণের মাঝে শিরক পাওয়া যাওয়ার কারণে সমগ্র দেশকে এ নামে অভিহিত করা বৈধ হয় না। এমন না হলে পৃথিবীতে কোন ইসলামী দেশই পাওয়া যাবে না। কারণ, **উদাহরণস্বরূপ**, আমাদের (লেখকের) দেশ জাযীরাতুল আরবেও অনেক মুশরিক বিদ্যমান। যেমন পূর্বাঞ্চল ও মদিনায় রাফেযীরা, নাজরান ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে ইসমাঈলী শিয়ারা। মক্কা ও হিজাজের কিছু অঞ্চলে কবরপূজারী সূফীরা। তাদের এই উপস্থিতি আমাদের দেশকে মুশরিক রাষ্ট্র বানিয়ে দেয়নি। ঠিক একই কথা তালেবানদের দেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

৫. পক্ষের-বিপক্ষের সকলের মতে একথা স্বীকৃত যে, তালেবানের শাসনাধীন আফগানিস্তান, রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদকালীন বহুদলীয় শাসন অপেক্ষা উত্তম। বহুদলীয় শাসনামলে উলামায়ে কেরাম আফগান জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন, এটাকে ইসলামী জিহাদ বলে অভিহিত করেছেন, লোকদেরকে তাদের সঙ্গে মিলে জিহাদ করা, তাদের জন্য ব্যয় করা, তাদেরকে সাহায্য করা ও তাদের জন্য দু'আ করতে উৎসাহিত করেছেন।

আর এ ব্যাপারে শাইখ বিন বায রহ., শাইখ উসাইমিন রহ. ও শাইখ আলবানী রহ.এর মত বিখ্যাত আলেমগণের ফাতওয়া সকলের নিকট প্রসিদ্ধ ও জানা-শোনা। তার মধ্যে একটি, "তাকবীরুল বাকিস্তানিয়্যাহ" পত্রিকায় শাইখ বিন বায রহ.এর একটি সাক্ষাৎকার আসে। তাতে তিনি যা বলেন, তার বিশেষ একটি অংশ এই:

প্রশ্ন: আফগানিস্তানের ইসলামী জিহাদের প্রেক্ষিতে আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য কী? এবং এ ব্যাপারে এ পর্যন্ত আপনারা কী ভূমিকা পালন করেছেন?

উত্তর: কোন সন্দেহ নেই যে, আফগানিস্তানের জিহাদটি একটি ইসলামী জিহাদ। সকল মুসলমানদের পক্ষ থেকে এটাকে সমর্থন করা ও উৎসাহ দেওয়া আবশ্যক। কারণ তারা মুসলমান, সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও নিচুমানের একদল কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, যারা বৈষয়িক শক্তির দিক থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী। দুই শক্তির মাঝে কোন ভারসাম্য নেই। কিন্তু আমাদের মুজাহিদ ভাইদের জন্য আছে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও অনুগ্রহ। তাই সকল মুসলিমদের উপর অবশ্য কর্তব্য হল: তাদেরকে সহযোগিতা করা এবং অর্থ-সৈন্য, বুদ্ধি ও সু-পরামর্শের মাধ্যমে তাদেরকে সাহায্য করা। এছাড়াও সাহায্য-সমর্থনের যত মাধ্যম আছে, সব কিছুর মাধ্যমে সাহায্য করা। এটি সকল মুসলিমদের উপর কর্তব্য।

এমনিভাবে "আল-মুজাহিদ" পত্রিকায় তাঁর আরেকটি সাক্ষাৎকার ছেপেছে, তাতে তিনি যা বলেন, তার কিয়দাংশ নিচে প্রদান করা হল:

প্রশ্ন: আমরা হযরত থেকে আশা করি, আপনি জিহাদ ফরজ হওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত কথা বলে দিবেন?

উত্তর: আফগান জিহাদ একটি শরয়ী জিহাদ, কাফির রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। তাই এটাকে সমর্থন করা এবং এর কর্মীদেরকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করা ফরজ। এটা আমাদের আফগানী ভাইদের উপর ফরজে আইন, নিজেদের ধর্ম, মুসলিম জনগণ ও দেশকে রক্ষা করার জন্য। আর অন্যদের উপর ফরজে কিফায়াহ। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

﴿التوبة: ٤١﴾

অনুবাদ: "(জিহাদের জন্য) তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জেহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার।"(সূরা তাওবা:৪১)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

﴿المائدة: ٣٥﴾

অনুবাদ: "হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অন্বেষন কর এবং তাঁর পথে জেহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।"(সূরা মায়িদাহ:৩৫)

এ ব্যাপারে আরো অনেক আয়াত রয়েছে। এগুলো আমাদের আফগান মুজাহিদ ভাইদের ব্যাপারেও প্রযোজ্য এবং ফিলিপাইন, ফিলিস্তীন ও অন্যান্য দেশের মুজাহিদ ভাইদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত আছে, তিনি বলেন: তোমরা তোমাদের সম্পদ, জীবন ও যবানের মাধ্যমে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর।

আর আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আফগানিস্তান ও অন্যান্য দেশে অবস্থানকারী আমাদের মুজাহিদ ভাইদেরকে ভরপুর সাহায্য দান করুন , আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদে তাদেরকে সহযোগিতা করুন। তাদের অন্তর ও পা সুদৃঢ় করুন, তাদেরকে সত্যের উপর ঐক্যবদ্ধ করুন, তাদের শত্রুদেরকে পরাজিত করুন, তারা যেখানেই থাকুক না কেন। বিপদের পালা তাদের (কাফিরদের) উপর আবর্তন করুন। নিশ্চয়ই তিনি এর উপর কর্তৃত্বশীল ও ক্ষমতাবান।”

যদি আফগান জিহাদের বৈধতার ব্যাপারে ঐ যামানার আহলে ইলমদের মতামতের বিষয়টি মতবিরোধপূর্ণ হত, তাহলে আমি তাদের সকল উদ্ধৃতিগুলো একত্রিত করতাম। কিন্তু সে সময় ওই জিহাদের ব্যাপারে তাদের মতামতগুলো জনসাধারণের নিকটও জানা-শোনা ও প্রসিদ্ধ। এ কারণে এ দু’টি উদ্ধৃতি উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হলাম।

তাহলে যদি সে সময়ের প্রসিদ্ধ আলেমগণের মতামত এমনটিই হয়, তাহলে কিসে সেই হুকুমকে পরিবর্তন করল?

তাহলে কেন সেই জিহাদটি ইসলামী জিহাদ হবে, যখন শত্রু ছিল রাশিয়া, আর এখন যখন শত্রু আমেরিকা, তখন সেটাই আর ইসলামী জিহাদ নেই?

বরং এ সময় তো সেটা 'ইসলামী জিহাদ' অভিধাটির আরো অধিক উপযুক্ত। তা তিনটি কারণে:

১. বর্তমানে শরীয়াহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা বহুদলীয় শাসনামলের অবস্থা থেকে অনেক উত্তম।

২. এখন তারা সকলে এক হাতের মত। আর বহু দলীয় শাসনামলে তারা ছিল বিভিন্ন দলে বিভক্ত।

৩. বর্তমানে তারা ইহুদী, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, হিন্দু ও অন্যান্য সকল কাফির রাষ্ট্রগুলোর ঐক্যবদ্ধ হামলার মোকাবেলা করছে। আর বহু দলীয় জোটের সময় তারা শুধু রাশিয়ার বিরুদ্ধে মোকাবেলা করতেন।

৪. এ সংশয়বাদীদেরকে বলা হবে: রাশিয়ার বিরুদ্ধে যে আফগান জিহাদ ছিল, সেটার ব্যাপারে তোমার মতামত কি?

তারা যদি বলে, সেটা ইসলামী জিহাদ। তাহলে তাকে বলা হবে, তাহলে সেই অবস্থার মাঝে আর বর্তমানে তালেবানদের মাঝে কী পার্থক্য? যেখানে সকলেই গুরুত্ব দিয়ে একথা বলে থাকে যে, তালেবানগণ বহুদলীয় শাসন থেকে বহুগুণে উত্তম।

আর তারা যদি বলে, তাদের অবস্থা তালেবানদের অবস্থার মতই ছিল। ফলে তারাও মুশরিক ও কবরপূজারী ছিল। তাহলে তাদেরকে বলা হবে: তাহলে মাশায়েখ ও উলামাগণ যখন তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করার ব্যাপারে উৎসাহিত করছিলেন, এটাকে ইসলামী জিহাদ বলে নামকরণ করছিলেন, তাদেরকে সাহায্য করা ফরজ হওয়ার ব্যাপারে অনেক ফাতওয়া জারি করছিলেন, যার সংখ্যা কয়েক শ'তে পৌঁছাবে এবং তাদেরকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করছিলেন, যা বহু কোটিতে পৌঁছাবে, তখন আপনি কোথায় ছিলেন?

যখন সৌদি আরবের সরকার যুবকদেরকে আফগান মুজাহিদদের কাতারে শামিল হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করছিল, সস্তাহারে শতকরা ৭৫ ভাগ মুজাহিদের স্মৃতিচিহ্ন নির্মাণ করছিল এবং দীর্ঘ কয়েক বছর এটা চালিয়ে গিয়েছিল, তখন আপনি কোথায় ছিলেন?

কেন সে সময় আপনি তাদের ব্যাপারে সতর্ক করেননি এবং তাদের কবরপূজা ও শিরকের ব্যাপারে ঘোষণা দেননি?

কেন সতর্কবাণী আগে আসেনি? এসেছে, যখন তাদের শত্রুর কাতারে এসে পড়েছে আমেরিকা?

নাকি আবরণের নিচে অন্য কিছু আছে?

আমরা আল্লাহর নিকট বক্রতা ও প্রবৃত্তিপূজা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, যেন আমরা আমাদের কথা ও কাজে তিনি ব্যতিত অন্য কারো নজরদারির ভয় না করি।

৬. বলা হবে: ধরুন, ওটা একটা মুশরিক রাষ্ট্র। কিন্তু সেখানকার বিভিন্ন অঞ্চলে একনিষ্ঠ তাওহীদবাদী মুসলিমগণও তো আছেন। তারাও তো আমেরিকার টার্গেট। যদি সেখানে শুধুমাত্র একজন মুসলমানও থাকেন, তথাপি তো তার বিরুদ্ধে আমেরিকাকে সাহায্য করা কুফর ও রিদ্দাহ।

৭. বলা হবে: ধরুন, সেখানে ওই সকল মন্দ বিষয়গুলো আছে। কিন্তু এতে সর্বোচ্চ ওই রাষ্ট্রটি অষ্টম শতাব্দির রাষ্ট্রগুলোর মত হয়। যেগুলোর ব্যাপারে সুপ্রসিদ্ধ আছে যে, তারা মাযারকে শ্রদ্ধা করত এবং মিশর ও শামে অনেক মাযার নির্মাণ করেছে। তারাই তো নববী গম্বুজ বানিয়েছিল। তাদের মাঝে জাহমিয়া, একেশ্বরবাদি, সুফীবাদি ও অন্যান্য মাযহাব ছড়িয়ে পড়েছিল। তার অনেক কাযীগণই বিভিন্ন বিদআতি মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু মূল ইসলাম বিদ্যমান ছিল। যখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংঘটিত হল, তখন শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. ও অন্যান্য উলামাগণ উক্ত ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে মিলে তাদের বিরুদ্ধে মোকাবেলায় দাঁড়িয়ে যান। অথচ ঐ রাষ্ট্রের জাহমিয়া, সুফিবাদীরা তাকে কারারুদ্ধ করেছে, বারবার ঈমানী পরীক্ষার সম্মুখীন করেছে।

তিনি ৭০২ হিজরীর ‘মারজুস সফর’ যুদ্ধে ঐতিহাসিক অবদান রেখেছিলেন এবং ওই সময় যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাতারদেরকে সাহায্য করেছে, তাদেরকে কাফির বলে ফাতওয়া দিয়েছেন, যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। বিভিন্ন প্রসিদ্ধ ফাতওয়া ও রিসালার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে যুদ্ধের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন।

৮. বলা হবে: ধরুন, আফগানের সকল বাসিন্দা মুশরিক, (আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করুন), কিন্তু আমেরিকা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রথম ধাপে তার ২৭ টি টার্গেট নির্ধারণ করেছে কাশ্মীর, ফিলিপাইন, লেবানন, আলজেরিয়া, মিশর, লিবিয়া, সোমালিয়া, ইয়ামেন ও উজবেকিস্তানের কতিপয় মুসলিম জামাতকে ঘিরে। তাহলে এরা সকলেই কি মুশরিক?

৯. বলা হবে: ধরুন, আমেরিকা তার ক্রুসেড হামলায় যতগুলো টার্গেট নির্ধারণ করেছে, প্রতিটি টার্গেটই মুশরিক, তথাপি এটাও কোন অবস্থাতেই তাদের সাথে সহযোগিতার চুক্তি করাকে বৈধতা দেয় না। কারণ আমেরিকার লক্ষ্য তো ইসলাম, চাই সেটা খালিছ তাওহীদ হোক অথবা শিরক মিশ্রিত হোক। এ ব্যাপারে প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে পূর্বে প্রথম পর্বের তৃতীয় পরিচ্ছেদে। সেখানে পুনরায় দেখুন।

১০. কেউ আমেরিকার নেতৃবৃন্দের পরিস্কার বক্তব্যগুলো এবং সে সময়ের সাংবাদিকদের বিশ্লেষণগুলো অনুসন্ধান করলে স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে যে, যে বিষয়টা তাদেরকে অস্থির করে তুলেছে এবং তাদের আরামের ঘুম হারাম করে দিয়েছে, সেটা হল ওয়াহাবী দাওয়াত, যেটা মৌলবাদের জন্মদাতা, যেমনটা তাদের বক্তব্য। এ কারণে তাওহীদের দাওয়াতই হল

তাদের প্রধান ও মৌলিক টার্গেট। যদিও তারা এই টার্গেটকে একটা সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করেছে। যেমন ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে সিন্দায় টেলিগ্রাফ পত্রিকায় স্টিফেন সিকওয়ার্ট একটি প্রবন্ধ লিখেছে, যার শিরোনাম ছিল: সকল সমস্যার সূচনা হয়েছে সৌদি আরব থেকে। সেখানে সে যা বলেছে, তার কিয়দাংশ এই:

এ কারণে আমাদের নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে হবে: কোন্ বিষয়টি এ সকল লোকদের মাঝে এই অমানবিকতা সৃষ্টি করল? কোন জিনিস পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম এবং আমেরিকায় সর্বাধিক বর্ধনশীল ধর্মের মধ্যে এই কঠোরতার ছোঁয়া লাগালো?

তারপর সে বলল:

তাদের অনেকেই আপনাকে এক কথায় উত্তর দিবে: সেটা ওয়াহাবী মতবাদ। এটা ইসলামের একটি কট্টরপন্থি ধারা। এটি ক্রুসেড হামলার সময়গুলোতে আত্মপ্রকাশ করেনি, এমনকি সপ্তদশ শতাব্দিতে তুরস্কের যুদ্ধগুলোর সময়ও সৃষ্টি হয় নি, বরং এটা মাত্র দুই যুগ আগে সৃষ্টি হয়েছে। এটি একটি কট্টরপন্থি আন্দোলন। এটা খুব কম সহিষ্ণু। আদর্শের প্রতি অত্যন্ত গোড়া। এর আবির্ভাব হয়েছে সৌদি আরবে। এছাড়াও উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোর সরকারী ধর্মীয় শাসনব্যবস্থাও এটার আলোকে। ইসলামী মৌলবাদি আন্দোলনের ক্ষেত্রে ওয়াহাবী আন্দোলনই সর্বাপেক্ষা উগ্র ও কট্টরপন্থি আন্দোলন।

সে আরো বলে:

এটাই প্রোটেস্ট্যান্ট শ্রেণীর প্রধান ইসলামী প্রতিপক্ষ, যা সর্বাধিক কট্টরপন্থি। এটি একটি রক্ষণশীল আন্দোলন। এরা কেউ দফ ব্যতিত সামান্য মাত্র বাজনা শ্রবণ করলেও তার ব্যাপারে শাস্তির দাবি করে। আর মদ ও সমকামিতার মত নিষিদ্ধ বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে অত্যন্ত ভয়ংকর শাস্তি, এমনকি মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত দিতে চায়। যারা নামায পড়ে না, তাদেরকে কাফির বলে অভিহিত করে থাকে। এমন একটি মতবাদ, যা পূর্বে কখনো ছিল না বা ইসলামের মৌলিক ইতিহাসে কখনো দেখা যায় না।

এটি নিরেট ইসলামের প্রতি আহ্বান করে। সংক্ষিপ্ত নামায, অনাড়ম্বর মসজিদ। মাযার ধ্বংস করে দেয়। (দ্রষ্টব্য: যেহেতু এতে আড়ম্বরপূর্ণ মসজিদ ও কবরটিই মনের মধ্যে পবিত্রতার স্থান দখল করে নেয়। আর ওয়াহাবীদের মতে এটাই পৌত্তলিকতার মূলদর্শন।)

ওয়াহাবীরা মসজিদে নবী-মুহাম্মদের নাম পর্যন্ত অংকন করাকে সমর্থন করে না। এমনিভাবে তাঁর জন্মদিবস উপলক্ষে ঈদে মিলাদুন্নবী অনুষ্ঠান করার অনুমোদন দেয় না।

তার বক্তব্যের মধ্যে আরো এসেছে:

আমেরিকা যদি রেডিকেল ইসলামের ব্যাপারে কিছু করতে চায়, তাহলে তাকে সৌদি আরবের সাথে ঐক্য গড়তে হবে। ইরাক ও লিবিয়ার মত প্রতারক রাষ্ট্রগুলো, সৌদি আরবের তুলনায় রেডিকেল ইসলামের ব্যাপারে কম গুরুত্ব দেয়। এর প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপের ক্ষেত্রে

সৌদি আরবই একমাত্র কারণ। সৌদি আরবই রেডিকেল ইসলাম, আদর্শিক চিন্তাধারা ও ইসলামী সাম্প্রদায়িকতার প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

নিউয়র্ক টাইমস ৩/৮/১৪২২ হিজরী মোতাবেক ১৯/১০/২০০১ সাল শুক্রবার সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ ছাপে। তাতে সৌদি আরবের মাদরাসাগুলোর উপর এই অভিযোগ করা হয় যে, এই মাদরাসাগুলো তাদের ছাত্রদের মাঝে কট্টরপন্থা ও পশ্চিমা বিশ্বের সাথে শত্রুতার চিন্তা-ভাবনা বিস্তারের মাধ্যমে সন্ত্রাস তৈরী করছে। সেই আমেরিকান পত্রিকা দাবি করেছে: সৌদি আরবের মাদরাসাগুলোতে পাঠ্যতালিকাভুক্ত ধর্মীয় কিতাবগুলো মুসলমানদেরকে এই বলে ইহুদী-খৃষ্টানদের সাথে বন্ধুত্ব করা থেকে সতর্ক করে যে, তারা কাফির, মুসলমানদের শত্রু।

শিকাগো ট্রিবিউন পত্রিকা ১৫/৭/১৪২২ হিজরী মোতাবেক ৩/১০/২০০১ খৃষ্টাব্দে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে, যা আরব উপদ্বীপে ওয়াহাবী মতবাদের ব্যাপারে আলোচনা করে। সেখানে বলা হয়: নব্য ইসলামী মৌলবাদের উৎস এটাই। উক্ত প্রবন্ধে আরো এসেছে, ওয়াহাবী আদর্শ অন্যান্য ধর্মকে বরদাশত করে না। তাদের উপরও ইসলামী সামাজিক আইন-কানুন আবশ্যক করে।

তাতে সে আরো বলে: বর্তমানে সৌদি আরবই হল রেডিকেল ইসলামের উৎস। তেলের সকল আয় ওয়াহাবী আদর্শ বাস্তবায়নে ব্যয় করে এবং তা প্রসারের জন্য কাজ করে। তাই সৌদি আরব সর্বদাই ওয়াহাবী আন্দোলনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

ব্রিটেনের একটি মিডিয়া প্রতিষ্ঠান ২৪/১০/২০০১ বুধবার, 'আমেরিকান সুশীল সমাজ'এর পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রধান জোসেফ বেডেন সম্পর্কে একটি রিপোর্ট উল্লেখ করে যে: জোসেফ বেডেন বলেছে: সৌদি আরবের প্রতি এই বার্তা পৌঁছে দিতে হবে যে, তোমরা তোমাদের তত্বাবধানে পরিচালিত ধর্মীয় মাদরাসাগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ কর, অন্যথায় তোমাদের জন্য ও অন্যান্যদের জন্য অত্যন্ত ভয়ংকর পরিণতি আছে।

উক্ত মিডিয়া আরো প্রকাশ করে যে, বেডেন দাবি করেছে: সৌদি আরব কট্টরপন্থি ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে বিরাট অংকের অর্থ সরবরাহ করছে। যে প্রতিষ্ঠানগুলো আমেরিকানদের প্রতি ঘৃণার চেতনা সৃষ্টি করে এবং ওয়াহাবী মতবাদের পাঠদান করে। যে ওয়াহাবী মতবাদের মাধ্যমে আল-কায়েদার প্রধান উসামা বিন লাদেন প্রভাবিত হয়েছে বলে সকলের বিশ্বাস। এমনিভাবে আফগানিস্তান শাসনকারী তালেবান আন্দোলনও এই মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত।

তাহলে একথা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেল যে, ওয়াহাবী আদর্শই তাদের টার্গেট। যেটা কট্টরপন্থা ও সন্ত্রাসের উৎস, যেমনটা তারা বলে থাকে। বস্তুত আল্লাহ তা'আলাই নিজ কর্মে বিজয়ী হন।

অষ্টম সংশয় - আল্লাহর এই বাণীর মাধ্যমে দলিল পেশ করা-(إلا على قومٍ بينكم وبينهم ميثاق)

আরেকটি সংশয় ছড়িয়ে আছে, তা হল: তাদের কেউ কেউ বলে: তালেবান ও এ জাতীয় দলগুলোর সাহায্য করা হচ্ছে না, আমাদের মাঝে ও আমেরিকানদের মাঝে যে চুক্তি হয়েছে, তা রক্ষার্থে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿الأنفال: ٧٢﴾

অনুবাদ: "অবশ্য যদি তারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তোমাদের সাথে যাদের সহযোগী চুক্তি বিদ্যমান রয়েছে, তাদের মোকাবেলায় নয়। বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সেসবই দেখেন।"

(সূরা আনফাল:৭২)

এ সংশয়ের জবাবে কয়েকটি কথা বলা যায়:

এক. এ মাসআলাটি হল ঐ সকল লোকদের ক্ষেত্রে, যারা হিজরত না করে দারুল হরবে থেকে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা আয়াতের শুরুতে বলেছেন:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَّنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ

اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

﴿الأنفال: ٧٢﴾

অনুবাদ: "এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে, স্বীয় জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাহে জেহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় ও সাহায্য সহায়তা দিয়েছে, তারা একে অপরের সহায়ক। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু দেশ ত্যাগ করেনি তাদের বন্ধুত্বে তোমাদের প্রয়োজন নেই যতক্ষণ না তারা দেশত্যাগ করে। অবশ্য যদি তারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তোমাদের সাথে যাদের সহযোগী চুক্তি বিদ্যমান রয়েছে, তাদের মোকাবেলায় নয়। বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সেসবই দেখেন।"(সূরা আনফাল:৭২)

ইবনে কাসীর রহ. (তাঁর তাফসীরের খন্ড নং-২, পৃষ্ঠা নং- ৩৩০ এ) বলেন: আল্লাহর বাণী- (وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ) এ সকল গ্রাম্য মুসলমান, যারা হিজরত করেনি, তারা যদি তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে ধর্মের কারণে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদেরকে সাহায্য কর। তোমাদের উপর তাদেরকে সাহায্য করা আবশ্যক। কারণ তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই। তবে যদি তারা তোমাদের নিকট এমন কওমের বিরুদ্ধে সাহায্য চায়, যে কওমের মাঝে আর তোমাদের মাঝে নির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তি রয়েছে, তাহলে তোমরা তোমাদের চুক্তিরক্ষার যিম্মাদারি লঙ্ঘন কর না এবং যাদের সাথে সন্ধি করেছো, সে সন্ধি ভঙ্গ কর না। আয়াতটি এ বিষয়ে স্পষ্ট। এর মধ্যে কোন অস্পষ্টতা বা জটিলতা নেই, আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লামা কুরতুবী রহ. (তাঁর তাফসীরের খন্ড নং-৮, পৃষ্ঠা নং-৫৭ তে) বলেন: আল্লাহর বাণী- (وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ) অর্থাৎ যদি এ সকল মু'মিনগণ, (অর্থাৎ) যারা দারুল হরব থেকে হিজরত করেনি, তোমাদের নিকট সৈন্য বা অর্থ-সাহায্যের আবেদন করে, তাহলে তোমরা তাদেরকে সাহায্য কর। এটা তোমাদের উপর ফরজ। সুতরাং তোমরা তাদেরকে বঞ্চিত করো না। তবে যদি তারা তোমাদের নিকট এমন কওমের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করে, যাদের মাঝে আর তোমাদের মাঝে চুক্তি রয়েছে, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করো না এবং মেয়াদ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করো না।

দুই. এ বিধানটিও মানসুখ বা রহিত হয়ে গেছে, যেমনটা আহলে ইলমের বড় একটি দল বলেছেন। (আহকামুল কুরআন, জাসসাস রহ., খন্ড নং-৩, পৃষ্ঠা নং-১১৩)

ইবনুল আরাবী রহ. 'আহকামু ইবনি আরাবী' (খন্ড নং-২, পৃষ্ঠা নং ৪৪০ এ) বলেছেন: অত:পর আল্লাহ তা'আলা মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে এবং ওয়ারিস দারুল হরবে থাকুক বা দারুল ইসলামে থাকুক, উভয় অবস্থায় আত্মীয়তার ভিত্তিতে উত্তরাধিকার বণ্টনের নীতি চালু করার মাধ্যমে এটা (ইসলামী ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে ওয়ারিসত্ব বণ্টননীতি) রহিত করে দিলেন। যেহেতু সুন্নাহর মাধ্যমে ঈমানের জন্য হিজরতের শর্ত রহিত হয়ে গেছে।

তবে যদি তারা (অর্থাৎ দারুল হরবে বসবাসরত মুসলিমগণ) অসহায় বন্দি হয় (তবে তাদের সাহায্য করা আবশ্যক)। কারণ তাদের সাথে ঈমানী বন্ধুত্ব বিদ্যমান এবং জীবনের মাধ্যমে তাদেরকে সাহায্য করা ওয়াজিব, যতক্ষণ না আমাদের এক ফোঁটা রক্ত বাকি থাকে। ফলে

তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য আমাদের বের হয়ে পড়া আবশ্যক, যদি আমাদের সৈন্য সঙ্গতি থাকে। অথবা তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য আমাদের সমস্ত সম্পদ ব্যয় করে ফেলা আবশ্যক, যতক্ষণ না আমাদের কারো নিকট একদিরহামও অবশিষ্ট না থাকে। ইমাম মালিক ও অন্যান্য ইমামগণও এমনটাই বলেছেন। কিন্তু আজ নিজ ভাইদেরকে শত্রুদের কারাগারে ফেলে রাখার কি দুরাবস্থা আল্লাহর সৃষ্টিজীবের মধ্যে দেখা গিয়েছে। অথচ তাদের নিকট সম্পদের ভান্ডার, অস্ত্র, সৈন্য, শক্তি, সাহাস সবই বিদ্যমান...!

তিন. এ বিষয়টি আক্রমণাত্মক জিহাদের ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই। প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ হল সবচেয়ে বড় জিহাদ। যেমন শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. (মাজমুউল ফাতাওয়া, খন্ড নং- ২৮, পৃষ্ঠা নং-৩৫৯) বলেন:

পক্ষান্তরে যখন শত্রু মুসলিম দেশে আক্রমণ করার ইচ্ছা করে, তখন তাদেরকে প্রতিহত করা সকলের উপর ওয়াজিব হয়ে যায়। যাদেরকে টার্গেট করা হয়েছে তাদের উপরও এবং যাদেরকে টার্গেট করা হয়নি তাদের উপরও, যেন তাদেরকে সাহায্য করতে পারে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ... ﴿الأنفال: ٧٢﴾

অনুবাদ: "অবশ্য যদি তারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তোমাদের সাথে যাদের সহযোগী চুক্তি বিদ্যমান রয়েছে, তাদের মোকাবেলায় নয়।"(সূরা আনফাল:৭২)

অন্যদিকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ করেছেন মুসলিমদেরকে সাহায্য করতে। চাই সে নিজে যুদ্ধের টার্গেট হোক বা না হোক। এটা সামর্থ অনুযায়ী প্রত্যেকের উপর নিজ জান, মাল দিয়ে ওয়াজিব। হালকা অবস্থায় হোক বা ভারি অবস্থায় হোক, অনুরূপভাবে পদাতিক অবস্থায় হোক বা আরোহী অবস্থায় হোক।

যেমন, যখন খন্দকের যুদ্ধে যখন কাফিররা মুসলিমদের উপর আক্রমণ করার জন্য আসে, তখন সমস্ত মুসলিমগণ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। আল্লাহ কাউকে তা পরিত্যাগ করার অনুমতি দেননি, যা অন্যান্য আক্রমণাত্মক জিহাদের ক্ষেত্রে দিয়েছিলেন, যখন মুসলিমগণকে দু'ভাগে ভাগ করেছিলেন: একদল যুদ্ধে গমনকারী, আরেকদল শহরে অবস্থানকারী।

এমনকি এ (খন্দক) যুদ্ধে যারা বসে থাকার অনুমতি প্রার্থনা করেছে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের নিন্দা করে বলেছেন-

وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿الأحزاب: ١٣﴾

অনুবাদ: "যখন তাদের একদল বলেছিল, হে ইয়াসরেববাসী, এটা টিকবার মত জায়গা নয়, তোমরা ফিরে চল। তাদেরই একদল নবীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে বলেছিল, আমাদের বাড়ী-ঘর খালি, অথচ সেগুলো খালি ছিল না, পলায়ন করাই ছিল তাদের ইচ্ছা।"

(সূরা আহযাব:১৩)

কারণ এটা হল দ্বীন, সম্মান ও জীবন রক্ষার লড়াই। এটা অনন্যোপায় অবস্থার লড়াই। ওটা (অর্থাৎ আক্রমণাত্মক জিহাদ) হল নিজ ইচ্ছায় জিহাদ। দ্বীনের শক্তি বৃদ্ধির জন্য, তাকে সুউচ্চ করার জন্য এবং শত্রুদেরকে ভীতসন্ত্রস্ত করার জন্য। যেমন তাবুক যুদ্ধ ও এর মত যুদ্ধগুলো।

চার. আমরা যদি অনেক নিচে নেমে আসি এবং এটা মেনেও নেই যে, উক্ত হুকুমটি মানসুখ হয়নি আর মুসলিমদের মাঝে ও আমেরিকার মাঝে চুক্তি আছে, যে চুক্তি আমেরিকা ভঙ্গ করেনি এবং এটা ঐ সকল লোকদের ক্ষেত্রে নয়, যারা হিজরত করেনি, বরং সকলের ক্ষেত্রে... তথাপি এর সর্বোচ্চ ফলাফল হল: ঐ সকল মুসলিমদেরকে সাহায্য না করা। কোন অবস্থাতেই তা কাফিরদেরকে সাহায্য করা জায়েয হওয়া বুঝায় না।

পরিশিষ্ট -এ ফেৎনার মাঝে মুসলমানদের করণীয়

এ ফেৎনার প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের যা করণীয়, তার সার-সংক্ষেপ দু'টি বিষয়:

এক. তাওহীদের বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া। কারণ তাওহীদই মুসলিমের মূলপূঁজি। কিয়ামতের দিন এটি ব্যতিত পুলসিরাত পার হওয়া যাবে না। এ ঘটনাগুলো তাওহীদের ক্ষেত্রে মুসলমানদের দুর্বলতার করুণ চিত্র স্পষ্ট করে দিয়েছে। এমনকি পরিতৃপ্তির সাথে যারা নিজেদেরকে আলেম বলে দাবি করেন, তাদের অনেকের অবস্থাও। তাই প্রতিটি মুসলিমকে এই ঘটনায় নিজের সঠিক অবস্থান বুঝতে হবে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা থেকে- যদিও শুধু মুখের দ্বারা হোক- পরিপূর্ণরূপে বেঁচে থাকতে হবে, যা অচিরেই তার দুনিয়াকেও ধ্বংস করে দিবে, কারণ তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরই কাফিররা তার বিরুদ্ধেও যুদ্ধে লিপ্ত হবে। আর তার আখেরাতকে তো ধ্বংস করবেই, কারণ এর দ্বারা সে মুরতাদ হয়ে যাবে। আল্লাহর পানাহ।

দুই. আফগান মুসলিম ভাইদের পক্ষে অবস্থান নেওয়া এবং জান, মাল, অস্ত্র, বুদ্ধিসহ সামর্থ অনুযায়ী সব কিছু দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করা ফরজ। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿المؤمنون: ٥٢﴾

অনুবাদ: **"আপনাদের এই উম্মত সব তো একই ধর্মের অনুসারী এবং আমি আপনাদের পালনকর্তা; অতএব আমাকে ভয় করুন।"**(সূরা মু'মিনুন:৫২)

আল্লাহ আরো বলেছেন-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿الحجرات: ١٠﴾

অনুবাদ: **"মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে-যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।"**(সূরা হুজুরাত:১০)

সহীহ বুখারী ও মুসলিমে হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে: নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

{الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ وَلا يُسْلِمُهُ}

অনুবাদ: **"মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার উপর জুলুম করতে পারে না, তাকে কাফিরদের হাতে সপে দিতে পারে না।"**

সহীহ বুখারী-মুসলিমে হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে: নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

{الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ}

অনুবাদ: **"মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার উপর জুলুম করতে পারে না, সাহায্য না করে ফেলে রাখতে পারে না বা অবজ্ঞা করতে পারে না।"**

বুখারী-মুসলিমে হযরত নুমান ইবনে বাশীর রাযি. থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

{مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِى تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.}

অনুবাদ: "পারস্পরিক দয়া, ভালবাসা ও সহানুভূতির ক্ষেত্রে তুমি মু'মিনদেরকে দেখতে পাবে এক দেহের ন্যায়। যার একটি অঙ্গ আক্রান্ত হলে অনিদ্রা ও জ্বরের মাধ্যমে সমস্ত শরীরে ডাক পড়ে যায়।"

বুখারী-মুসলিমে হযরত আবূ মুসা আশআরী রাযি. থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

{الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ}

অনুবাদ: "এক মু'মিন আরেক মুমিনের জন্য প্রাচীরের ন্যায়, যার একটি (ইট) আরেকটিকে শক্তিশালী করে। তারপর তিনি তার উভয় হাতের আঙ্গুলগুলোকে পরস্পর আলাঙ্গিন করালেন।"

বিশ্বের সকল কাফিররা (আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত করুন) আমাদের আফগান মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়েছে। তাই প্রতিটি মুসলিমের উপর ফরজ হল, তাদের পক্ষে অবস্থান নেওয়া, তাদের জন্য দু'আ করা এবং তাদেরকে সাহায্য করা। এটা হল আমাদের উপর তাদের সর্বনিম্ন হক।

কারণ আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের সাহায্যের আদেশ করেছেন এবং তাদেরকে সাহায্য না করে ফেলে রাখতে নিষেধ করেছেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতি কখনোই আল্লাহর শরীয়তকে পরিবর্তন করতে পারবে না। তাকে সীমাবদ্ধ করতে পারবে না। বরং আমরা এমন সকল

রাজনীতি থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহর শরীয়তকে আকড়ে ধরার প্রকাশ্যে ঘোষণা দিচ্ছি, যা আল্লাহর আদেশের বিরোধী, যার কারণে আল্লাহর শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব আর তার বন্ধুদের সাথে শত্রুতা করতে হয়।

এমতাবস্থায় প্রতিটি সামর্থ্যবান মুসলিমের উপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। এক্ষেত্রে কারোরই ছাড় নেই। কারণ এই নিকৃষ্ট পাপিষ্ঠ কাফির শত্রুরা মুসলিম দেশগুলোর উপর আঘাত হানা শুরু করে দিয়েছে। আর যাদের উপর আঘাত হেনেছে, তাদের জন্য আল্লাহ ব্যতিত কোন সাহায্যকারীও নেই। এদের বিরুদ্ধে জিহাদই হবে সবচেয়ে বড় জিহাদ এবং সবচেয়ে বড় ফরজ।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. (আলফাতাওয়াল কুবরা, খন্ড নং-৪, পৃষ্ঠা নং ৫২০এ) বলেন:

"আর প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ, যা ইজ্জত ও দ্বীন রক্ষার নিমিত্তে আগ্রাসী শত্রুকে প্রতিহত করার সবচেয়ে কঠিন প্রকার, এটা সর্বসম্মতিক্রমে ফরজ। তাই যে আগ্রাসী শত্রু দ্বীন-দুনিয়া বরবাদ করে দেয়, ঈমানের পর তাকে প্রতিহত করার চেয়ে বড় ফরজ আর কিছু নেই। তখন এর জন্য কোন শর্ত নেই। বরং তাকে সামর্থ অনুযায়ী প্রতিহত করা হবে। আমাদের উলামাগণ ও অন্যান্য সকল উলামাগণ এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য পেশ করেছেন।"

তিনি আরো বলেন: যখন শত্রুবাহিনী ইসলামী ভূখন্ডে প্রবেশ করে, তখন ধারবাহিকভাবে নিকটবর্তীদের উপর তাদেরকে প্রতিহত করা ফরজ। কারণ ইসলামের সকল ভূখন্ডগুলো এক দেশের মত। এ ধরনের যুদ্ধের জন্য পিতা বা পাওনাদারের অনুমতি ব্যতিতই বের হয়ে যাওয়া ফরজ।

ইমাম আহমাদ রহ.এর বক্তব্যগুলো এ ব্যাপারে অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

তাই আল্লাহকে ভয় করুন!... আল্লাহকে ভয় করুন!... হে আল্লাহর বান্দাগণ! আপনাদের আফগান ভাইদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন!

তাদেরকে সাহায্য বঞ্চিত অবস্থায় ফেলে রাখা থেকে সাবধান হোন! কারণ তারা আপনাদেরকে সর্বাধিক প্রয়োজন বোধ করছে।

জেনে রাখুন! কাফিরদের সীমালঙ্ঘন যতই দীর্ঘ হোক, তাদের নিকৃষ্টতা যতই বিস্তৃত হোক, তাদের ক্ষমতার দৌড় যতই লম্বা হোক- তাদের সকল শক্তির পরিসমাপ্তি অতি নিকটে। শুভ পরিণাম মুত্তাকিদের জন্যই। কারণ আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা ওয়াদা করেছেন (আর আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী কে আছে) যে, তিনি তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করবেন, তাঁর বন্ধুদেরকে শক্তিশালী করবেন এবং তাঁর শত্রুদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। কিন্তু প্রতিটি জিনিসেরই নির্দিষ্ট মেয়াদ লিখিত আছে এবং তাঁর নিকট প্রতিটি জিনিসই পরিমিত।

মুসনাদে ইমাম আহমাদ ও অন্যান্য কিতাবে হযরত তামিম দারি রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন:

عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ عِزًّا يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ وَذُلًّا يُذِلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ.

অনুবাদ: **"আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলছেন: দিবা-রাত্রি যে পর্যন্ত পৌঁছেছে, অবশ্যই এই দ্বীন সেই পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। আল্লাহ কোন কাঁচা বা পাকা ঘর বাদ রাখবেন না, প্রতিটির মধ্যেই এই দ্বীন প্রবেশ করাবেন। সম্মানিত ব্যক্তির সম্মানের সাথে, যার মাধ্যমে আল্লাহ ইসলামকে শক্তিশালী করবেন। আর লাঞ্ছিতের লাঞ্ছনার মাধ্যমে, যার মাধ্যমে আল্লাহ কুফরকে লাঞ্ছিত করবেন।"**(মুসনাদে আহমাদ)

এ ব্যাপারেই হযরত মিকদাদ রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "ভূ-পৃষ্ঠে কোন কাঁচা বা পাকা ঘর অবশিষ্ট থাকবে না, প্রতিটি ঘরের মধ্যেই ইসলাম প্রবেশ করবে। সম্মানিতের সম্মানের সাথে আর লাঞ্ছিতের লাঞ্ছনার সাথে।"

সহীহ বুখারীতে হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِىُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِىٌّ خَلْفِى فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ. إِلاَّ الْغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ ».

অনুবাদ: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমগণ ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করবে, অত:পর মুসলিমগণ তাদেরকে হত্যা করে ফেলবে। এমনকি একেক জন ইহুদী গাছ ও পাথরের আড়ালে লুকাবে। তখন গাছ ও পাথর বলে দিবে: হে মুসলিম! হে আল্লাহর বান্দা! এই যে একজন ইহুদী আমার পিছনে। আস, তাকে হত্যা কর। শুধুমাত্র গারকাদ গাছ ব্যতিত। কারণ এটা একটা ইহুদী গাছ।"

সহীহ বুখারীতে হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـصلى الله عليه وسلم ـ قَالَ « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقَ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِينَةِ مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ فَإِذَا تَصَافُّوا قَالَتِ الرُّومُ خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ. فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ لاَ وَاللَّهِ لاَ نُخَلِّى بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا. فَيُقَاتِلُونَهُمْ فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لاَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ لاَ يُفْتَنُونَ أَبَدًا فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطُنْطِينِيَّةَ فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ إِذْ صَاحَ فِيهِمُ الشَّيْطَانُ إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِى أَهْلِيكُمْ. فَيَخْرُجُونَ وَذَلِكَ بَاطِلٌ فَإِذَا جَاءُوا الشَّأْمَ خَرَجَ فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّهُمْ فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللَّهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِى الْمَاءِ فَلَوْ تَرَكَهُ لاَنْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللَّهُ بِيَدِهِ فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِى حَرْبَتِهِ ».

অনুবাদ: "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত রোমবাসী 'আ'মাক' বা 'দাবিক'এ অবতরণ না করবে, অত:পর মদীনা

থেকে সে সময়কার পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ লোকদের একটি বাহিনী তাদের দিকে বের হবে। পরস্পর যখন যুদ্ধের কাতারবদ্ধ হবে, তখন রোম বলবে: যারা আমাদেরকে গালিগালাজ করেছে, তাদেরকে আমাদের হাতে সপে দাও, আমরা শুধু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। মুসলিমগণ বলবে: আল্লাহর শপথ! না। আমরা কখনোই আমাদের ভাইদেরকে তোমাদের হাতে সপে দিবো না। ফলে তারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এতে এক তৃতীয়াংশ হীনবল হয়ে পড়বে, তাদের কাউকে আল্লাহ তাওবার তাওফিক দিবেন না। আর এক তৃতীয়াংশ নিহত হবে, যারা হবে আল্লাহর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ। আর এক তৃতীয়াংশ বিজয় অর্জন করবে, যারা কখনোই ফেৎনাক্রান্ত হবে না।

ফলে তারা কুসতুনতুনিয়া জয় করবে। তারা যখন তাদের তরবারীগুলো যায়তুনের সঙ্গে ঝুলিয়ে গনিমত বণ্টন করতে যাবে, অমনি শয়তান চিৎকার দিয়ে ঘোষণা করবে: তোমাদের পশ্চাতে তোমাদের পরিবারের নিকট মাসীহে দাজ্জাল চলে এসেছে। আসলে এটা মিথ্যা। অত:পর তারা যখন শামে আসবে, তখন ঠিকই বের হবে। অত:পর তারা যখন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকবে ও কাতার সোজা করবে, তখন নামাযে দাঁড়ানো হবে। ইত্যবসরে হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম আ. অবতরণ করে তাদের ইমামতি করবেন। আল্লাহর শত্রু যখন তাকে দেখবে, তখন সে এমনভাবে গলে যাবে, যেমন পানিতে লবণ গলে যায়। তখন তাকে ছেড়ে দিলেও সে গলতে গলতে ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তাকে তাঁর হাতে হত্যা করাবেন। ফলে তাঁর যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে তার রক্ত দেখাবেন।”(সহীহ বুখারী)

أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

অনুবাদ: **"সহীহ বুখারীর মধ্যে হযরত আবূ হুরায়রা রাযি. থেকে আরো বর্ণিত হয়েছে, নবীজি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই ঈসা ইবনে মারইয়াম ইনসাফগার শাসক হিসাবে অবতরণ করবেন। অত:পর ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শুকর হত্যা করবেন এবং জিযিয়া উঠিয়ে দিবেন। সম্পদেও এমন বারাকাহ বইয়ে দিবেন, যে কেউ তা গ্রহণ করবে না এবং একটি মাত্র সিজদা দুনিয়া ও তার মধ্যকার সব কিছু থেকে উত্তম হবে।"**(সহীহ বুখারী)

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর দ্বীনের সাহায্যকারী এবং তাঁর বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমাদেরকে সকল তাগুত ও তাদের সহযোগীদের থেকে সম্পর্কমুক্ত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমাদেরকে তাঁর পথে শাহাদাহ নসীব করুন! আমাদেরকে এমতাবস্থায় মৃত্যু দান করুন যে, আমরা তাঁর অভিমুখী, পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী নই এবং ধৈর্যশীল ও তাঁর প্রতিদান প্রত্যাশী।

আল্লাহ আমাদের হাশর করুন- নবীগণ, সিদ্দিকীন, শুহাদা ও সালিহীনের সাথে। কতই না উত্তম সঙ্গী এ সকল শ্রেণী। (আল্লাহুম্মা আমীন)

পরিশেষে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।

আল্লাহ তা'আলা রহমত ও শান্তি অবতীর্ণ করুন- আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীগণের উপর।

লিখনে-

শাইখ নাসির ইবনে হামদ আল-ফাহদ।

রিয়াদ। শাবান ১৪২২ হিজরী।